

31 মার্চ 2024-এ সমাপ্ত সময়কালের জন্য ভারতের
মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন
(মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
2026 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 1
(মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা-সিভিল)

সূচীপত্র

	উল্লেখ সূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা নং
প্রাক্কথন	-	(v)
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		(vii)-(xi)
প্রথম অধ্যায় : নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ		
ভূমিকা	1.1	1-2
এই প্রতিবেদনের বিষয়	1.2	2
নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ	1.3	2
পরিকল্পনা ও নিরীক্ষা পরিচালনা	1.4	3
নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া	1.5	3-4
স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির জন্য পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন	1.6	4
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর		
প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা' সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা		
ভূমিকা	2.1	5
দপ্তরের পরিকাঠামো	2.2	5-6
সাংগঠনিক বিন্যাস	2.3	6
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	2.4	7
নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি	2.5	7-8
নিরীক্ষার মানদণ্ড	2.6	8-9
দপ্তরের পরিকাঠামোগত আর্থিক ব্যয়	2.7	9
পশুচিকিৎসা হাসপাতাল	2.8	9-22
পশুচিকিৎসা পরীক্ষাগার	2.9	22-24
এ আর ডি অধিদপ্তরের পোল্ট্রি খামার	2.10	24-26
ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর পোল্ট্রি খামার	2.11	26-27
পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থার বুল মাদার ফার্ম	2.12	27-28
মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র	2.13	28-31

	উল্লেখ সূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা নং
খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র	2.14	31-32
পরিকাঠামোর ব্যবহার না করা	2.15	32-34
লোকবল	2.16	34-36
অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ	2.17	36-37
উপসংহার	2.18	37-38
তৃতীয় অধ্যায়		
পর্যটন, নগর উন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক, বন এবং পরিবেশ দপ্তর		
উপকূলীয় পর্যটনের উপর বিষয়ভিত্তিক মান্যতা নিরীক্ষা, যার মধ্যে সৈকত/ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ইকো-ট্যুরিজমের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে		
ভূমিকা	3.1	39-40
সাংগঠনিক কাঠামো	3.2	40-41
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য	3.3	41
নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি	3.4	41-42
নিরীক্ষার মানদণ্ড	3.5	42
পর্যটক আগমনের হার	3.6	42-43
পরিকল্পনা	3.7	43-47
বাস্তবায়ন	3.8	47-51
পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ	3.9	51-54
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত	3.10	54-56
হোমস্টে প্রকল্প	3.11	56-58
চতুর্থ অধ্যায়		
মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ		
কৃষি দপ্তর		
নিষ্ফল ব্যয়	4.1	59-64
সমবায় দপ্তর		
ইস্পাত সামগ্রী ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারদের 2.01 কোটি টাকার অন্যায্য সুবিধা	4.2	64-66

	উল্লেখ সূত্র	
	অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা নং
খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর		
পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.3	66-67
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর		
বহুমুখী সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণে নিষ্ফল ব্যয়	4.4	67-70
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর		
জল উত্তোলনের ব্যবস্থায় পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.5	70-71
পূর্ত দপ্তর		
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর দ্বারা সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দীর্ঘ অনুচ্ছেদ	4.6	72-83
দরপত্র গ্রহণে বিলম্বের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.7	83-84
বেশি ঘনত্বের বিটুমিনাস স্তর অযৌক্তিকভাবে প্রয়োগের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.8	84-86
সড়ক সংস্কারের কাজে নিষ্ফল ব্যয়	4.9	86-90
নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির অতিরিক্ত পুরুত্বের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.10	90-91
রাস্তার কাজে পরিহারযোগ্য ব্যয়	4.11	92-94
অনুপযুক্ত পরিকল্পনার কারণে নিষ্ফল ব্যয়	4.12	94-97
পরিবহন ও পূর্ত দপ্তর		
হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে অ-ফলপ্রসূ ব্যয়	4.13	97-99

পরিশিষ্টসমূহ		
ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণসমূহ	পৃষ্ঠা নং
1.1	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত দপ্তরগুলির তালিকার বিবরণ	101
1.2	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তালিকা	102-103
1.3	বিধানভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের বিবরণ	104
1.4	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ/পি এ/এস এস সি এ-এর অমীমাংসিত উত্তরগুলি	105
1.5	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক বকেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অনুচ্ছেদের বিবরণ	106
1.6	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত বিধানসভায় পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিবরণ	107-109
2.1	পশু হাসপাতালগুলিতে অপরিপূর্ণভাবে সরবরাহ করা ওষুধ এবং ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা	110-111
2.2	শিলিগুড়ি পশুখাদ্য কারখানায় গড় উৎপাদন এবং অতিরিক্ত অর্থপ্রদান	112
4.1	ক. লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাকিং-এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় সহ সংস্থাগুলিকে অর্থোক্তিক সুবিধা প্রদান খ. লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাকিং-এর জন্য অতিরিক্ত খরচের বিবরণ	113-114
4.2	পরামর্শদাতাদের সুপারিশ করা সেতুগুলি পুনর্নির্মাণে বিলম্ব	115-116
4.3	জমি অধিগ্রহণের আগে প্রদান করা কাজের বিবরণ	117
4.4	ইস্পাতের গুণমান যাচাই না করে ব্যবহৃত ইস্পাতের পরিমাণ ও ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থের বিবরণ	118-121
4.5	রাস্তার অংশ ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি	122
4.6	পরিহারযোগ্য ব্যয়ের হিসাব	123
4.7	পরিহারযোগ্য ব্যয়ের হিসাব	123
শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ		
	শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ	125-128

31 মার্চ 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের এই প্রতিবেদনটি ভারতের সংবিধানের 151 অনুচ্ছেদের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে সেইসব বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি 2023-24 সালে নিরীক্ষার পরীক্ষামূলক যাচাইয়ের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং যেগুলি পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু ইতিপূর্বে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। 2023-24-এর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের দ্বারা জারি করা অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলা প্রতিবেদনে কোনরকম সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য হিসাবে ধরতে হবে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II), পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের এখতিয়ারের অধীনে 24 টি দপ্তরের মধ্যে, 12 টি সরকারি দপ্তরের মান্যতা নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি এই প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা (এস এস সি এ)

রাজ্যের পশুচিকিৎসা ইউনিট/পরীক্ষাগার/পোল্ট্রি ও পশুপালন খামারের পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/তত্ত্বাবধানের জন্য এ আর ডি ডি-এর কোনও কৌশলগত পরিকল্পনা বা ভিশন ডকুমেন্ট নেই। রাজ্যের বিদ্যমান পশুচিকিৎসা পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য অধিদপ্তর কোনও নীতি প্রণয়ন করেনি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, পরীক্ষাগার ইত্যাদিকে সজ্জিত করার জন্য কোনও মানদণ্ড বা নিয়মও ছিল না। এ আর ডি ডি-এর পরিকল্পনা, নীতি, নিয়ম এবং নির্দেশিকা না থাকায়, ভারত সরকার (জি ও আই) এবং জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা জারি করা বিদ্যমান নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং সার্কুলারের সাথে অন্যান্য রাজ্যের নথিভুক্ত নীতি/সেরা অনুশীলনগুলিকে নিরীক্ষার মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে ছোট এবং বড় প্রাণীর পৃথক পরীক্ষা কক্ষ, রোগীর চিকিৎসার সুবিধা এবং অস্ত্রোপচারের জন্য পাওয়ার ব্যাকআপের অভাব ছিল। প্রয়োজনীয় উচ্চমানের সরঞ্জাম (যেমন, রেডিওগ্রাফিক ডিজিটাল সিস্টেম, বড় প্রাণীর জন্য অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন, সেন্ট্রালাইজড অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা) হয় অনুপস্থিত ছিল অথবা অকার্যকর ছিল এবং মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হয়নি। পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি-তে, 46 শতাংশ অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম অকার্যকর ছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.8.1.1)

পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা সমস্ত পলিক্লিনিক, রাজ্য পশুচিকিৎসা কেন্দ্র (এস এ এইচ সি), ব্লক পশুচিকিৎসা কেন্দ্র (বি এ এইচ সি) এবং অতিরিক্ত ব্লক পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয়নি। ওষুধের ঘাটতি রাজ্যে পশুচিকিৎসা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলিকে অসুস্থ প্রাণীদের পর্যাপ্ত এবং সামগ্রিক চিকিৎসা প্রদানে বাধা প্রদান করছে।

(অনুচ্ছেদ 2.8.1.2)

মহামারী বা প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য দপ্তর কোনও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এস ও পি) তৈরি করেনি। বেশিরভাগ সুযোগ সুবিধাগুলিতে রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়মত তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব ছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.8.2.1)

বিভিন্ন ধরনের জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য এবং ইনসিনারেটর, অটোক্লেভ ইত্যাদির মতো সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য পৃথকীকরণ আবর্তনা পাত্র ছিল না। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা আর্টি এস এ এইচ সি-এর মধ্যে পাঁচটিতে ইনসিনারেটর বা মাইক্রোওয়েভের মতো কোনও জৈব-বর্জ্য নিষ্কাশন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি। কেবল পোড়ানোর জন্য অথবা মাঝে মাঝে পৌর আবর্তনা সংগ্রহকারীর মাধ্যমে নিষ্কাশন করার জন্য বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছিল এবং খোলা বাতাসে ফেলা হচ্ছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.8.2.2)

পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা সাতটি ভ্রাম্যমাণ ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এম ভি সি)-এ যন্ত্রপাতির ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি গুলির পশুচিকিৎসা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম যেমন মায়ে কাঁচি, বি পি হ্যান্ডেল এবং ব্লেন্ড, ধমনী ফোর্সেপ, বাঁকা এবং সোজা সুই, অস্ত্রোপচারের গ্লাভস, যোনি স্পেকুলাম, স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, ক্যানুলা এবং অ্যাপ্রোন উপলব্ধ ছিল না।

(অনুচ্ছেদ 2.8.3.2)

জলপাইগুড়িতে 2019 সালে 50.27 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফিড টেস্টিং ল্যাবরেটরিটি জনবলের অভাবে কখনও ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে সম্পূর্ণ ব্যয় অপচয়ী হয়ে পড়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.9.3)

খামারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, বিশেষ করে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব এবং জনবলের ঘাটতির কারণে হাঁস-মুরগিগুলি মৃত্যুর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.10.1)

সঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা না থাকার কারণে, মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলিতে তৈরি পণ্যের গুণমান নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি ছিল। এছাড়াও, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করার জন্য যোগ্য পরীক্ষাগার কর্মী এবং অন্তিম পণ্য তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মীর অভাব, পণ্যের গুণমান নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.13)

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি এল ডি সি এল) দ্বারা পরিচালিত খাদ্য কারখানাগুলি বাজারের চাহিদা কম থাকার কারণে, কোনও সক্রিয় বিশ্লেষণ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ছাড়াই, সর্বোত্তম ক্ষমতার নীচে কাজ করছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.14.1)

দগুর কর্তৃক সৃষ্ট জৈব-মিথেনেশন প্ল্যান্ট এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের মতো সম্পদগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়নি এবং দীর্ঘ সময় ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, যার ফলে সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও, সম্পদের অব্যবহার স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিকল্পিত সুবিধার প্রবাহকেও প্রভাবিত করেছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.15)

প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য (এ আর এবং এ এইচ) অধিদপ্তরে সামগ্রিক শূন্যপদ ছিল 62.74 শতাংশ (আগস্ট 2024 পর্যন্ত 5,374টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে 2,002 টি পদ)। নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, 2054 টি প্রাণী উন্নয়ন সহায়তা কেন্দ্র (এ ডি এ সি)-এর মধ্যে মাত্র 176 টি এ ডি এ সি চালু ছিল, কারণ দপ্তরে মাত্র 176 জন প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সহকারী (এল ডি এ) ছিল এবং এল ডি এ-এর পদ শূন্য থাকার কারণে বাকি এ ডি এ সি গুলি অকার্যকর ছিল।

(অনুচ্ছেদ 2.16.1 এবং 2.16.3)

সুপারিশসমূহ:

1. পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে কার্যকর পশু সেবা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য দপ্তরের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। পরিষেবা প্রদানের ঘাটতি পূরণের জন্য এই হাসপাতাল/পশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষিত জনবল সরবরাহের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

2. নিয়মিত তদারকি এবং পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থার মাধ্যমে দপ্তরের সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা উচিত এবং মজুদ শেষ হয়ে গেলে সময়মতো ওষুধ পুনরায় পূরণ করা উচিত।
3. মহামারী মোকাবিলার জন্য দপ্তরকে একটি প্রয়োজনীয় এস ও পি তৈরি করতে হবে এবং সকল হাসপাতালে মৌলিক সরঞ্জাম ও ব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। দপ্তরের জৈব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016 অনুসারে জৈব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো স্থাপন করা উচিত যাতে জৈব-বর্জ্য নিরাপদে নিক্ষেপন করা যায়।
4. এই ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য দপ্তরকে তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত ওষুধ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
5. পরীক্ষাগার ভবন সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। জলপাইগুড়িতে আঞ্চলিক পরীক্ষাগার এবং খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগারটি যাতে পশুদের চিকিৎসা এবং খাদ্য পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে কার্যকর করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর পদক্ষেপ নিতে পারে।
6. সংশ্লিষ্ট বিপদ থেকে হাঁস-মুরগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট বিধি স্থাপন এবং পরিকাঠামোগত ফাঁক পূরণ করে দপ্তরকে খামার স্তরীয় জৈব নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
7. দপ্তরকে মাংস পত্রিয়াকরণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে, কাঁচামাল এবং অন্তিম পণ্য উভয়ের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ-সুবিধা তৈরী করতে হবে এবং মাংস পত্রিয়াকরণ কেন্দ্রের ক্ষমতার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে হবে।
8. বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে এবং গণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উন্নত বিপণন কৌশল তৈরি করে বিদ্যমান কারখানার ক্ষমতা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য দপ্তরকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
9. দপ্তরের উচিত সমন্বয়যোগ্য মেরামত, পর্যাপ্ত লোকবল মোতায়েন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তৈরি পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে কাজক্ষিত সুবিধাগুলি বাস্তবায়িত হয়।

উপকূলীয় পর্যটনের উপর বিষয় ভিত্তিক মান্যতা নিরীক্ষা, যার মধ্যে সৈকত/ম্যানগ্রোভ অরন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ইকো-ট্যুরিজমের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে

নিরীক্ষা রাজ্যের উপকূলীয় ও ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নের জন্য পর্যটন দপ্তর, নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর (ইউ ডি এন্ড এম এ), বন দপ্তর এবং পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গৃহীত উদ্যোগগুলির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের মূল্যায়ন করে।

(অনুচ্ছেদ 3.4)

রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (2019), যা 2019 সালের সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, প্রবিধান মেনে চলতে বিলম্বের কারণে পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। এছাড়াও, ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (এল ইউ ডি সি পি) এবং ভূমি ব্যবহার মানচিত্র রেজিস্টার (এল ইউ এম আর) হয় অসম্পূর্ণ ছিল বা সি আর জেড-এর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়নি, যার ফলে পরিকল্পিত এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হয়নি।

(অনুচ্ছেদ 3.7.2 এবং 3.7.3)

গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জি বি ডি এ)-এর পক্ষ থেকে সঠিক পরিকল্পনার অভাব ছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গ বর্জ্যভূমি উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড-কে কাজ বরাদ্দের আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি, যার কারণে, জম্মু দ্বীপের ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পটি কার্যকর করা যায়নি এবং এলাকায় পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(অনুচ্ছেদ 3.8.1)

গ্রিন সিটি মিশনের লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাদনপত্রবার থেকে মন্দারমণির উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটের জনসাধারণের স্থানগুলির সৌন্দর্য্যবর্ধনের পাশাপাশি শক্তি সাশ্রয়ের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি কারণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) উপরোক্ত রাস্তার উভয় পাশে ওভারহেড হাই-টেনশন লাইন স্থাপন করেছে এবং এল ই ডি লাইট স্থাপনের কাজ সম্পাদনের জন্য কোনও বিকল্প রুট উপলব্ধ ছিল না।

(অনুচ্ছেদ 3.8.4)

দুর্বল পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার অভাবের উদাহরণও লক্ষ্য করা গেছে। দীঘার নিকাশী শোধনাগার (এস টি পি) 50 শতাংশেরও কম ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছিল, যার ফলে অপরিশোধিত বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 3.10.1)

জীবিকা নির্বাহ এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে হোমস্টে প্রকল্পটি অপরিপাতিত তদারকি, প্রশিক্ষণের অভাব এবং দুর্বল পরিকাঠামোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার ফলে অনেক ইউনিট অকার্যকর হয়ে পড়েছিল।

(অনুচ্ছেদ 3.11)

সুপারিশসমূহ:

1. রাজ্যে উপকূলীয় পর্যটনের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং প্রচার নিশ্চিত করার জন্য সি আর জেড বিজ্ঞপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকারের উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-2019 এবং এল ইউ ডি সি পি/এল ইউ এম আর মানচিত্র চূড়ান্ত করার কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত।
2. রাজ্য সরকারের উচিত বাধ্যমুক্ত জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্পগুলি গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা, যাতে সেগুলি সময়মতো শেষ করা এবং কার্যকর করা যায়।
3. দপ্তরকে সি আর জেড এবং এন জি টি নির্দেশাবলী মেনে সমস্ত নিকাশি লাইন সংযুক্ত করে বিদ্যমান এস টি পি ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সমুদ্রে অপরিশোধিত জল নিষ্কাশন রোধ করতে এবং উপকূলীয় বালিয়াড়ি রক্ষা করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।
4. পর্যটন দপ্তরের উচিত পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শনের মাধ্যমে নিবন্ধিত হোমস্টে ইউনিটগুলির তদারকি জোরদার করা, নীতি নির্দেশিকার মান্যতা সুনিশ্চিত করা এবং পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং জীবিকা উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ পর্যটনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত হোমস্টে মালিকদের জন্য পরিকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নির্মিত পরিকাঠামো ব্যবহার করা যায়নি ফলস্বরূপ 13.78 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়েছে, পাশাপাশি কৃষিকাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যায়নি।

(অনুচ্ছেদ 4.1)

দখল নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা, ইজারার মেয়াদ শেষ হতে বিলম্ব এবং দুর্বল চুক্তি ব্যবস্থাপনার কারণে, দপ্তর 14.72 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় করেছে।

(অনুচ্ছেদ 4.3)

প্রেক্ষাগৃহ এবং সংগ্রহালয় নির্মাণের জন্য একটি ভুল জায়গা বেছে নেওয়ার কারণে, যুবকদের মধ্যে লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়নি এবং এর ফলে 5.04 কোটি টাকা নিষ্ফল ব্যয় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.4)

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর একটি বেশি উচ্চতার স্টোরেজ পুকুরের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিল, যাতে জল উত্তোলনের ব্যবস্থায় 6.07 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

(অনুচ্ছেদ 4.5)

পূর্ত (সড়ক) অধিকার, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত পুরুত্বের বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করেছে, যার ফলে 5.07 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.8)

পূর্ত দপ্তর নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন লঙ্ঘন করে, প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত না করেই একটি রাস্তার সংস্কার শুরু করে যার ফলে নিম্নমানের কাজ হয় এবং 7.17 কোটি টাকা ব্যয়ের রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(অনুচ্ছেদ 4.9)

পূর্ত দপ্তর, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, দুটি রাস্তা নির্মাণে নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির অতিরিক্ত পুরুত্ব কার্যকর করেছিল যার ফলে 2.15 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.10)

একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে পূর্ত দপ্তরের দুর্বল পরিকল্পনার ফলে 11.89 কোটি টাকার অ-ফলপ্রসূ ব্যয় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.12)

মালদা বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য পরিবহন দপ্তরের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং অলাভজনক স্থানে সংস্কারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে 15.27 কোটি টাকার অ-ফলপ্রসূ ব্যয় হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ 4.13)

প্রথম অধ্যায়

নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়

নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ

1.1 ভূমিকা

এই প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II) কার্যালয়ের নিরীক্ষার অধীনে রাজ্য সরকারি দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির (এ বি) নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

31 মার্চ 2024 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিবদের নেতৃত্বে 58টি প্রশাসনিক দপ্তর ছিল, যাদের সহায়তায় পরিচালক/কমিশনার/মুখ্য বাস্তবকার এবং অন্যান্য অধস্তন কর্মকর্তারা কাজ করেন। এই কার্যালয়ের অধিক্ষেত্র 24টি দপ্তরের (পরিশিষ্ট-1.1) এবং 36টি এ বি সহ একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (পরিশিষ্ট-1.2)-এর ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত।

2023-24 সালে এই 24 টি দপ্তর দ্বারা মোট 49,246.04 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যার একটি বড় অংশ কৃষি (19.02 শতাংশ), পূর্ত (16.79 শতাংশ), জনস্বাস্থ্য কারিগরি (16.50 শতাংশ), খাদ্য ও সরবরাহ (14.37 শতাংশ), বিদ্যুৎ (11.00 শতাংশ) এবং সেচ ও জলপথ (6.30 শতাংশ) দপ্তর দ্বারা ব্যয় করা হয়েছে। 2021-22 থেকে 2023-24 সময়কালে বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ সারণী 1.1-এ দেওয়া হল।

সারণী 1.1: তিন বছরের ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 সালে মোট ব্যয়ের শতাংশ
1.	কৃষি	6,581.23	7,995.07	9,364.60	19.02
2.	কৃষি বিপণন	88.48	121.22	280.64	0.57
3.	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	855.09	964.08	1,164.50	2.36
4.	উপভোক্তা বিষয়ক	74.07	102.93	92.59	0.19
5.	সমবায়	608.32	540.33	543.73	1.10
6.	পরিবেশ	35.93	30.17	39.51	0.08
7.	মৎস্য	207.63	235.42	289.85	0.59
8.	খাদ্য ও সরবরাহ	13,393.60	14,533.33	7,076.14	14.37
9.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন	90.25	105.53	137.52	0.28
10.	বন	622.86	636.42	794.47	1.61
11.	শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ	394.33	274.39	339.97	0.69
12.	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক	518.02	546.72	595.42	1.21
13.	তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স	98.57	775.08	123.24	0.25
14.	সেচ ও জলপথ	2,255.66	2,514.95	3,101.39	6.30
15.	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প	392.43	539.55	558.57	1.13
16.	অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস	34.52	16.66	44.65	0.09
17.	বিদ্যুৎ	3,404.26	3,349.65	5,418.89	11.00
18.	জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন	34.28	30.20	44.31	0.09

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম	2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 সালে মোট ব্যয়ের শতাংশ
19.	জনস্বাস্থ্য কারিগরি	4,731.19	3,644.12	8,127.73	16.50
20.	পূর্ত দপ্তর	6,016.94	7,054.90	8,270.72	16.79
21.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি	33.18	31.11	32.14	0.07
22.	পর্যটন	121.90	124.22	126.45	0.26
23.	পরিবহন	1,570.63	1,428.01	1,626.55	3.30
24.	জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন	990.90	1,093.16	1,052.46	2.14
	মোট	43,154.27	46,687.22	49,246.04	

(উৎস: সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিনিয়োগ খাত)

এই অধ্যায়ে নিরীক্ষিত সংস্থার বিবরণ, নিরীক্ষার পরিকল্পনা এবং ব্যাপ্তি তথা বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারা নিরীক্ষার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

1.2 এই প্রতিবেদনের বিষয়

এই কার্যালয়ের নিরীক্ষা পরিধির অন্তর্গত 12 টি সরকারি দপ্তরের মান্যতা নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত নিরীক্ষার ফলাফল এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মান্যতা নিরীক্ষায় নিরীক্ষিত সংস্থার ব্যয় সম্পর্কিত লেনদেনের পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, প্রবিধান এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশাবলীগুলি পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।

1.3 নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ

ভারতের সংবিধানের 149 এবং 151 ধারা এবং মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কর্তব্য, ক্ষমতা এবং পরিষেবার শর্তাবলী (ডি পি সি)-এর আইন, 1971 থেকে ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক (সি এ জি)-এর নিরীক্ষার আদেশ উদ্ভূত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়ের নিরীক্ষা সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 13¹ অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও, সি এ জি হল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একমাত্র নিরীক্ষক যা সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 19(2)², 19(3)³ এবং 20(1)⁴ অনুসারে নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও সি এ জি, সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 14⁵ অনুসারে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নিরীক্ষাও পরিচালনা করে, যেগুলি মূলত সরকার দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত। বিভিন্ন নিরীক্ষার জন্য নীতি এবং পদ্ধতিগুলি, সি এ জি কর্তৃক জারি করা নিরীক্ষা মান এবং নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত প্রবিধানে নির্ধারিত রয়েছে।

¹ (i) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফান্ডের লেনদেন (ii) কনট্রিজেন্সি ফান্ড এবং পাবলিক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত লেনদেন (iii) সমস্ত বাণিজ্য, উৎপাদন, প্রফিট এবং লস অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট এবং অন্যান্য সাবসিডিয়ারি অ্যাকাউন্ট-এর নিরীক্ষা।

² সংসদের সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়ম অনুসারে আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনগুলির (কোম্পানি নয়) অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা।

³ রাজ্যপালের অনুরোধে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনগুলির (কোম্পানি নয়) অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা।

⁴ রাজ্যপালের অনুরোধে সি এ জি এবং সরকারের মধ্যে সম্মত শর্তাবলী অনুসারে যে কোনো ব্যক্তির বা কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা।

⁵ i) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে অনুদান এবং ঋণ দ্বারা মূলত অর্থায়িত কোনও সংস্থা/কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রাপ্তি এবং ব্যয় এবং (ii) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে যে সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে এক আর্থিক বছরে অনুদান বা ঋণের পরিমাণ কমপক্ষে 1.00 কোটি টাকা, সেই সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের নিরীক্ষা।

1.4 পরিকল্পনা ও নিরীক্ষা পরিচালনা

কন্ট্রোল রিস্ক (তিনটি প্যারামিটার^৬) এবং অন্তর্নিহিত ঝুঁকি (নয়টি প্যারামিটার^৭)-এর উপর ভিত্তি করে ট্যাবলো ভিত্তিক রিস্ক অ্যানালাইসিস ড্যাশবোর্ড থেকে ইউনিট নির্বাচন করে নিরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ঝুঁকির মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তি এবং সীমা নির্ধারণ করা হয়।

এই ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি ইউনিটের নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, নিরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত পরিদর্শন প্রতিবেদন (আই আর) সংস্থার প্রধানের কাছে জারি করা হয়। নিরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নিরীক্ষার ফলাফলের উত্তর জমা দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করা হয়। যেখানে উত্তর পাওয়া যায়, নিরীক্ষার ফলাফল হয় নিষ্পত্তি করা হয় অথবা সম্মতির জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। নিরীক্ষার ফলাফলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া করা হয়।

1.5 নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বারোটি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ, একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ এবং দুটি^৮ বিষয় ভিত্তিক মান্যতা নিরীক্ষা (এস এস সি এ) (জানুয়ারী 2024 থেকে এপ্রিল 2025-এর মধ্যে) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিবদের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া পাঠানোর অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। আটটি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ, একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ এবং দুটি এস এস সি এ সম্পর্কিত দপ্তরীয় উত্তর আজ পর্যন্ত (জুলাই 2025) গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির প্রতিক্রিয়া এবং প্রাথমিক নিরীক্ষা স্মারকের উত্তর, যেখানে প্রাপ্ত হয়েছে প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরের অর্থাৎ 2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত ছয়টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন মে 2021 থেকে মে 2025-এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তবে, 2020-21 (একটি), 2021-22 (দুটি) এবং 2022-23 (একটি) বছর সম্পর্কিত চারটি প্রতিবেদন এখনও (জুলাই 2025) উপস্থাপন করা হয়নি। রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তরিত প্রতিবেদনের বিবরণ **পরিশিষ্ট-1.3**-এ দেখানো হল।

যদিও 2006-07 থেকে 2019-20 সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি মার্চ 2008 এবং মার্চ 2022-এর মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল, তবুও এই কার্যালয়ের নিরীক্ষা এখতিয়ারের অধীনে 12 টি দপ্তর থেকে 158 টি অনুচ্ছেদের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। 31 মার্চ 2025 পর্যন্ত মূলতুবি থাকা উত্তরগুলির বিবরণ **পরিশিষ্ট-1.4**-এ দেওয়া হল।

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পি এ সি) কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলী অনুসারে, রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপিত পি এ সি-এর প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশগুলির উপর প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে সেই সুপারিশগুলির উপর গৃহীত বা প্রস্তাবিত

^৬ বরাদ্দ বনাম ব্যয়, বিশদ কন্ট্রোল বিল মূলতুবি এবং ব্যবহারের শংসাপত্র মূলতুবি।

^৭ বেতন ব্যতীত অন্যান্য খাতে ব্যয়, প্রধান/গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে ব্যয়, নিরীক্ষার বকেয়া, বছরের শেষ পর্যায়ের ব্যয়/পি এল অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর ও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা, ব্যয়ের বৃদ্ধি/হ্রাস, পি এল অ্যাকাউন্টে তহবিল স্থানান্তর, পার্ট II (A) অনুচ্ছেদের সংখ্যা, প্রাপ্ত অভিযোগ/অনুরোধ এবং সংবাদপত্রের ক্লিপিং।

^৮ “প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা” এবং “ব্লু ইকোনমির আওতায় উপকূলীয় পর্যটন”।

পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য জমা দিতে হবে। জুলাই 1999 থেকে জুন 2019-এর মধ্যে বিধানসভায় উপস্থাপিত পি এ সি-এর 12 টি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত 16 টি অনুচ্ছেদের উপর গৃহীত পদক্ষেপের মন্তব্য 31 মার্চ 2025 পর্যন্ত চারটি দপ্তর⁹ দ্বারা বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়নি।

24 টি দপ্তরে 31 মার্চ 2025 পর্যন্ত জারি করা পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং এটি লক্ষ্য করা গেছে যে মার্চ 2025-এর শেষে 786 টি আই আর সম্পর্কিত 3,321টি অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়ে গেছে (**পরিশিষ্ট-1.5**)।

1.6 স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির জন্য পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন

পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন হল এ বি-এর বিবরণ সম্পর্কিত সি এ জি-এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন। সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়ম অনুসারে এই প্রতিবেদনগুলি রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

রাজ্য বিধানসভায় এ বি সম্পর্কিত সি এ জি কর্তৃক জারি করা এস এ আর (মার্চ 2025 পর্যন্ত) উপস্থাপনের বিবরণ **পরিশিষ্ট-1.6**-এ দেখানো হয়েছে। আগস্ট 2011 থেকে মার্চ 2025-এর মধ্যে নয়টি এ বি-এর ক্ষেত্রে 77 টি এস এ আর সরকারকে জারি করা হয়েছিল। এগুলি এখনও রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করা হয়নি।

⁹ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, পূর্ত দপ্তর ও পরিবহন দপ্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের
পরিকাঠামোর পর্যা়ুতা ংবং
কার্যকারিতা’ সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক
মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর

2 ‘প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা’ সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

2.1 ভূমিকা

গ্রামে, বিশেষ করে ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং মহিলাদের মধ্যে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পশুপালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশুসম্পদ ক্ষেত্র 2023-24 সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট মূল্য সংযোজন (জি ভি এ)-এ 5.50 শতাংশ অবদান রেখেছে। 2019¹⁰ সালের 20 তম পশুশুমারি অনুসারে, রাজ্যে গবাদি পশুর¹¹ সংখ্যা ছিল 3.75 কোটি, যা গত পশুশুমারির তথ্যের (2012 সালে 3.03 কোটি) তুলনায় 23.76 শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর (এ আর ডি ডি) রাজ্যে পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এই দপ্তর পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং জিনগত সম্পদের উন্নয়ন, পুষ্টিকর খাদ্য ও পশুখাদ্যের উপলব্ধতা বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সুবিধার দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং পশুসম্পদ উদ্যোগের উৎপাদন ও লাভজনকতা বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারকে সহায়তা প্রদান করে।

রাজ্যের অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্রের অবদানের কথা মাথায় রেখে, দপ্তরের (ইহার ক্ষেত্র গঠন সহ) এমন একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন ছিল যা পশু স্বাস্থ্যসেবার জন্য সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করবে এবং দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন খামারগুলিকে কার্যকরভাবে কাজ করার সুযোগ দেবে যাতে রাজ্যে মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

2.2 দপ্তরের পরিকাঠামো

দপ্তরের পরিকাঠামোর মধ্যে রয়েছে মূলত পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, পরীক্ষাগার, খামার, পশু প্রজনন উন্নয়ন কেন্দ্র, খাদ্য উৎপাদনকারী কেন্দ্র এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। দপ্তরের বিভিন্ন পরিকাঠামো এবং তাদের সম্পর্কিত কার্যাবলী সারণী 2.1-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 2.1: এ আর ডি দপ্তরের পরিকাঠামো

পরিকাঠামো	সংখ্যা	ফাংশন
পশুচিকিৎসা হাসপাতাল	734	চিকিৎসা, টিকাদান ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র
জেলা তদন্ত পরীক্ষাগার	66	রোগ নির্ণয় কেন্দ্র
রাষ্ট্রীয়ত্ব পোল্ট্রি, কম্পোজিট ও ছাগলের খামার	44	ডিম ও মাংসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মুরগী/হাঁস/ছাগল প্রতিপালন
ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসালয় (এম ভি সি) এবং ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা একক (এম ভি ইউ)	344	চিকিৎসা, টিকাদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের তথ্য প্রচার
মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (ডব্লিউ বি এল ডি সি এল)	2	মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়

¹⁰ ভারত সরকারের মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয় প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই আদমশুমারি পরিচালনা করে তবে, 2012 সালের পর, দুই বছর বিলম্বের পর, কেবল 2019 সালে এই আদমশুমারি পরিচালিত হয়। এই বিলম্বের কারণ সম্পর্কে কোনও নথি নেই।

¹¹ গবাদি পশুর মধ্যে রয়েছে গবাদি পশু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর, এবং ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট, চামরী গাই, কুকুর, খরগোশ এবং হাতি।

পরিকাঠামো	সংখ্যা	ফাংশন
খাদ্য উৎপাদনকারী কেন্দ্র (ডব্লিউ বি এল ডি সি এল)	6	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির জন্য মানসম্মত খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন
ফিড মিলিং ইউনিট (পি বি জি এস বি এস)	2	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির জন্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন
বুল মাদার ফার্ম (বি এম এফ) (পি বি জি এস বি এস)	3	বীর্ষ উৎপাদনের জন্য উচ্চমানের ষাঁড় প্রতিপালন
হিমায়িত বীর্ষ বুল স্টেশন (এফ এস বি এস) (পি বি জি এস বি এস)	3	কৃত্রিম প্রজননের জন্য হিমায়িত বীর্ষ উৎপাদন

দপ্তরটি বিভিন্ন অধিদপ্তর, আধা-রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে তার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। দপ্তরের তিনটি প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হল প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (এ আর এন্ড এ এইচ), পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি এল ডি সি এল) এবং পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা (পি বি জি এস বি এস)।

এ আর এবং এ এইচ, অধিদপ্তর দপ্তরের পশুচিকিৎসা হাসপাতাল স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নীতকরণের তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও, অধিদপ্তর মুরগির বাচ্চা, ডিম এবং মাংস উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি খামারও পরিচালনা করে। খামারগুলি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জন্য একদিন বয়সী বাচ্চা মুরগি (ডি ও সি) সরবরাহ করে এবং অবিকশিত ডিম এবং মুরগির মাংসও বিক্রি করে।

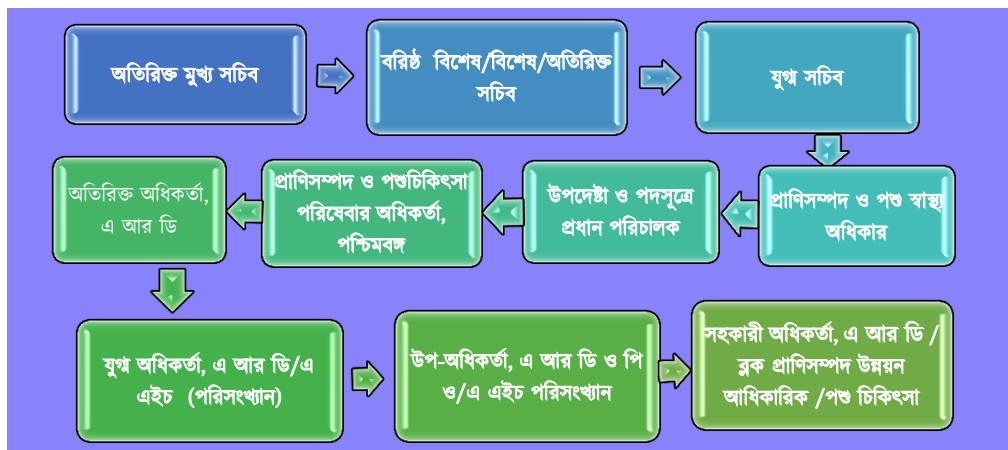
অন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা, অর্থাৎ, ডব্লিউ বি এল ডি সি এল, এ আর ডি ডি-এর অধীনে একটি সরকারি উদ্যোগ যার খাদ্য এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ছাড়াও নিজস্ব পোল্ট্রি এবং শূকরের খামার রয়েছে।

পি বি জি এস বি এস হল এ আর ডি ডি-এর অধীনস্থ একটি নিবন্ধিত সমিতি যা মূলত উচ্চমানের গবাদি পশুর প্রজননের প্রচারের সাথে যুক্ত এবং গবাদি পশুর মালিকদের মধ্যে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন সমর্থন করার পক্ষে থাকেন।

2.3 সাংগঠনিক বিন্যাস

নিম্নলিখিত তালিকাটি জি ও ডব্লিউ বি-এর প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন (এ আর ডি) দপ্তরের সাংগঠনিক শ্রেণিবিন্যাস উপস্থাপন করে। এটি উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ক্ষেত্র পর্যায়ে কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বের কাঠামোগত প্রবাহ চিত্রিত করে।

তালিকা 2.1: এ আর ডি ডি-এর শ্রেণিবিন্যাস তালিকা



নিরীক্ষা কার্যক্রম

2.4 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

এ আর ডি-এর পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা সংক্রান্ত এস এস সি এ পরিচালিত হয়েছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মূল্যায়ন করার জন্য:

- দপ্তরে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো যেমন পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, পরীক্ষাগার, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন খামার, মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং খাদ্য উৎপাদনকারী কেন্দ্র ছিল কিনা;
- তৈরি করা পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে কাজ করছে কিনা এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা;
- নিয়োজিত জনবল পর্যাপ্ত ছিল কিনা এবং
- চিকিৎসা সুবিধা এবং খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে দপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দক্ষ ছিল কিনা।

2.5 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে 2019-2024 সময়কালের জন্য এ আর ডি ডি, এ আর এন্ড এ এইচ অধিদপ্তর, পি বি জি এস বি এস, ডব্লিউ বি এল ডি সি-এর নথির যাচাই এবং নির্বাচিত সাতটি জেলার¹² বিভিন্ন ক্ষেত্র কার্যালয় এবং একটি মহকুমা পরিষদ (প্রশাসনিক ইউনিট)-এর নথির পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হয়। এ আর এন্ড এ এইচ অধিদপ্তরে উপ-অধিকর্তা, এ আর ডি ডি এবং পরিষদ কর্মকর্তাদের (ডি ডি এ আর ডি এবং পি ও) কার্যালয়ের পাশাপাশি ব্লক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকর্তাদের (বি এল ডি ও) কার্যালয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে, ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-এর 24টি কার্যালয়ের মধ্যে, জেলাগুলির আটটি¹³ কার্যালয় স্ট্র্যাটিফাইড র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছিল। এছাড়াও,

- পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জেলাগুলিতে সমস্ত উপলব্ধ পলিক্লিনিক, আঞ্চলিক পরীক্ষাগার এবং খাদ্য পরীক্ষার পরীক্ষাগার নিরীক্ষা পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- প্রতিটি জেলায় একটি এস এ এইচ সি, একটি রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার নির্বাচন করা হয়েছিল।
- আটটি নির্বাচিত জেলায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত 16টি পোল্ট্রি খামারের মধ্যে 10 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হয়েছিল।
- নির্বাচিত আটটি জেলার প্রতিটির অধীনে তিনটি ব্লককে বিস্তারিত নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল।
- এছাড়াও, নির্বাচিত ব্লকগুলিতে বি এল ডি ও-এর 24টি কার্যালয়, 23টি বি এ এইচ সি এবং 19টি এ বি এ এইচ সি-এর সবকটি নিরীক্ষার সময় পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হয়েছিল।

¹² বীরভূম, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, এবং উত্তর দিনাজপুর।

¹³ ডি ডি, এ আর ডি এন্ড পি ও বীরভূম, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং উত্তর দিনাজপুর।

আধা-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, নির্বাচিত জেলাগুলিতে অবস্থিত ডব্লিউ বি এল ডি সি এল¹⁴ এবং পি বি জি এস বি এস¹⁵-এর পরিকাঠামো নিরীক্ষা করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে দাবীপত্র/প্রশ্ন/পর্যবেক্ষণ, যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (জে পি ভি) এবং হাসপাতাল এবং স্টেকহোল্ডারদের অর্থাৎ পশু মালিকদের দায়িত্বে থাকা পশুচিকিৎসা কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 13 জুন 2024 তারিখে একটি এন্টি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দপ্তরক এস এস সি এ-এর পরিধি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার জন্য, 10 ফেব্রুয়ারি 2025 তারিখে একটি এক্সিট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। দপ্তর থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলি প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

2.6 নিরীক্ষার মানদণ্ড

রাজ্যের পশুচিকিৎসা ইউনিট/পরীক্ষাগার/পোল্ট্রি ও পশুপালন খামারের পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচর্যার জন্য এ আর ডি ডি-এর কোনও কৌশলগত পরিকল্পনা বা ভিশন ডকুমেন্ট নেই। রাজ্যের বিদ্যমান পশুচিকিৎসা পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য অধিদপ্তর কোনও নীতি প্রণয়ন করেনি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, পরীক্ষাগার ইত্যাদিকে সজ্জিত করার জন্য কোনও মানদণ্ড বা নিয়মও ছিল না। এ আর ডি ডি-এর পরিকল্পনা, নীতি, নিয়ম এবং নির্দেশিকা না থাকায়, ভারত সরকার (জি ও আই) এবং জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা জারি করা বিদ্যমান নির্দেশিকা, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ এবং সার্কুলারের সাথে অন্যান্য রাজ্যের নথিভুক্ত নীতি/সেবা অনুশীলনগুলিকে নিরীক্ষার মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অতএব, নিরীক্ষার ফলাফলগুলি **তালিকা-2.2**-এ দেখানো উৎস থেকে প্রাপ্ত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল:

তালিকা 2.2: নিরীক্ষার মানদণ্ড

জি ও আই আইন/নিয়মাবলী/নির্দেশাবলী	
	• জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, 2016, জি ও আই • সেন্ট্রাল পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, ডি এ এইচ ডি অ্যান্ড এফ, জি ও আই-তে জৈব-নিরাপত্তার জন্য সাধারণ নির্দেশাবলী • পোল্ট্রি খামারের জন্য পরিবেশগত নির্দেশিকা, সি পি সি বি, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (এম ও ই এফ এন্ড সি সি), জি ও আই • ফ্লোজেন সীমেন প্রোডাকশনের ন্যূনতম মান, এন ডি ডি বি • বোভাইন ফ্লোজেন সীমেন প্রোডাকশনের ন্যূনতম মান, ডি এ এইচ ডি, মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রণালয় (এম ও এফ এ এইচ এন্ড ডি) জি ও আই, 2022 • গবাদি পশুর জন্য জৈব-নিরাপত্তা এবং জৈব সুরক্ষা ম্যানুয়াল (রেয়ারিং স্টেশনের জন্য) • কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সি পি সি বি)-এর কসাইখানায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি সম্পর্কিত নির্দেশিকা • খাদ্য সুরক্ষা এবং মান আইন, 2006 ভারত কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা • ভারতে সাধারণভাবে উপলব্ধ খাদ্য এবং পশুখাদ্যের পুষ্টিকর মূল্যের জন্য ম্যানুয়াল, পুষ্টি সমূহ, এন ডি ডি বি • পশুপালন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, জি ও আই • ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড কোড ব্যুরো, 7874, 2052-2009, 1374-2007

¹⁴ কল্যাণী ফিড মিলিং প্ল্যান্ট, কল্যাণী হাঁসের প্রজনন খামার, কল্যাণী লেয়ার ফার্ম, নদীয়ার হরিণঘাটা পিগ ব্রিডিং ফার্ম এবং হরিণঘাটা মিট প্ল্যান্ট, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ফিড মিলিং প্ল্যান্ট, জলপাইগুড়িতে জোতিয়াখালি ব্রয়লার ফার্ম এবং মোহিতনগর পিগ ফার্ম, লাকড়গ্রাম বীরেদ খামার।

¹⁵ বি এম এফ হরিণঘাটা এবং কল্যাণী, এফ এস বি এস হরিণঘাটা এবং নদীয়ার ই টি/আই ভি এফ পরীক্ষাগার হরিণঘাটা, মুর্শিদাবাদের এস এস বেলডাঙ্গা, বি এম এফ, এফ বি এস এবং ই টি পরীক্ষাগার শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর।

জি ও ডব্লিউ বি আইন/নিয়মাবলী/নির্দেশাবলী	• ড্রামমাণ ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এম ভি সি)-এর জন্য নির্দেশিকা এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি • ড্রামমাণ ভেটেরিনারি ইউনিট (এম ভি ইউ)-এর জন্য নির্দেশিকা এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি • মীট প্ল্যান্টের জন্য হাজার্ড অ্যানালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট (এইচ এ সি সি পি) • মীট প্ল্যান্টের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার ম্যানুয়াল
অন্যান্য	• আসাম সরকারের পশুপালন ও পশুচিকিৎসা দপ্তরের হ্যান্ডবুক, • পশুপালন ম্যানুয়াল, কেরালা সরকার • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ছত্তিশগড়-এর অধীনে ছত্তিশগড় মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড • ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি এবং সার্কুলার

নিরীক্ষার ফলাফল

2.7 দপ্তরের পরিকাঠামোগত আর্থিক ব্যয়

কার্যকরী দক্ষতার জন্য অপরিহার্য শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, রাজ্য কর্তৃক পর্যাপ্ত আর্থিক ব্যয় অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় ছিল। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/পরিচর্যা বা উন্নয়নের জন্য দপ্তরের কোনও দীর্ঘমেয়াদী/কৌশলগত পরিকল্পনা বা কোনও দূরদর্শী নথি ছিল না। দপ্তরকে বরাদ্দকৃত মোট তহবিল এবং পরিকাঠামোর উপর সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, 2019-20 থেকে 2023-24 সময়কালে, পরিকাঠামোর উপর ব্যয় ছিল 2.37 শতাংশ থেকে 24.36 শতাংশের মধ্যে, যা সারণী 2.2 -এ দেখানো হল।

সারণী 2.2: পরিকাঠামো খাতে দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দ বনাম ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
দপ্তরের মোট বরাদ্দ	758.95	857.25	1,002.38	1,091.95	1,310.38
মোট ব্যয় করা হয়েছে	679.72	724.76	854.28	963.75	1,164.50
পরিকাঠামো খাতে ব্যয়	39.24	24.80	23.74	144.25	319.26
বরাদ্দের নিরিখে পরিকাঠামো খাতে ব্যয়ের শতাংশ	5.17	2.89	2.37	13.21	24.36

(উৎস: এ আর ডি দপ্তর)

পরিকাঠামো উন্নয়নে এত কম ব্যয় এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাবের কারণে, নিরীক্ষার সময় মৌলিক পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

2.8 পশুচিকিৎসা হাসপাতাল

2.8.1 পশুচিকিৎসা পরিকাঠামো

পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে গবাদি পশু, পোষ্য প্রাণী, ছোট প্রাণী এবং পাখির দৈনন্দিন চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি, টিকাদান, কৃত্রিম প্রজনন, অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও, অসুস্থ প্রাণীর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয়

সরঞ্জাম এবং ওষুধগুলিও পশুচিকিৎসা পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দপ্তরের পশুচিকিৎসা পরিকাঠামোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

1. পলিক্লিনিক
2. রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এস এ এইচ সি)
3. ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বি এ এইচ সি) এবং অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এ বি এ এইচ সি)
4. ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা ক্লিনিক (এম ভি সি) এবং ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা ইউনিট (এম ভি ইউ)

কার্যকরভাবে পরিষেবা প্রদানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য, দপ্তরকে পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো সরবরাহ করতে হত। তবে, নিরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা গেছে:

2.8.1.1 ভবনের পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের অভাব

নিরীক্ষার সময়কালে, তিনটি পলিক্লিনিক, আটটি এস এ এইচ সি, 23 টি বি এ এইচ সি এবং 19 টি এ বি এ এইচ সি-তে হাসপাতাল ভবন এবং সরঞ্জামের মতো পরিকাঠামোর পর্যাপ্ততা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

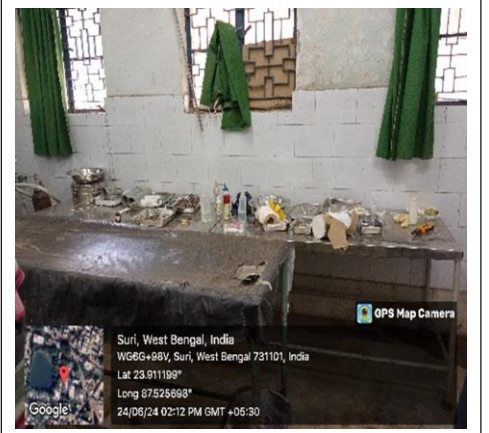
ক. পলিক্লিনিক

পলিক্লিনিকগুলি হল উন্নত পশু হাসপাতাল, যা সাধারণত জেলায় অবস্থিত এবং পরিকাঠামোর পাশাপাশি জনবলের দিক থেকেও সজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। দক্ষ কার্যকারিতার জন্য পলিক্লিনিকগুলিতে পর্যাপ্ত পরীক্ষা কক্ষ, নিবেদিত অপারেশন থিয়েটার, আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা, রোগ নির্ণয় ও অস্ত্রোপচারের জন্য কার্যকরী সরঞ্জাম, শৌচাগারের সুবিধা, অসুস্থ পশুদের জন্য ছায়াযুক্ত স্থান, বসার জায়গা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন ছিল।

2023-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, রাজ্যে আটটি পলিক্লিনিক ছিল। পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা সাতটি জেলার মধ্যে মাত্র তিনটি জেলায়, বীরভূম, বহরমপুর এবং মাটিগাড়া-তে নামে মাত্র তিনটি জেলায় পলিক্লিনিক ছিল, অর্থাৎ প্রতিটি জেলায় একটি করে। নিরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয়েছিল:

- পলিক্লিনিকে মৌলিক পরিকাঠামো প্রদানের জন্য দপ্তরের কোনও নিয়ম বা নির্দেশিকা ছিল না, যেমন কেরালার মতো কিছু রাজ্য, যেখানে সরকার পশুচিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পশুপালনের ম্যানুয়াল জারি করেছে। উক্ত ম্যানুয়াল অনুসারে, পলিক্লিনিকে পশুদের চিকিৎসার জন্য বড় এবং ছোট পশু পরীক্ষা কক্ষ থাকা উচিত। তবে দেখা গেছে যে তিনটি পলিক্লিনিকের মধ্যে, বীরভূমে বড় (যেমন গরু) বা ছোট প্রাণী (যেমন ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি) চিকিৎসার জন্য আলাদা কক্ষ ছিল না। মাটিগাড়ার ক্ষেত্রে, পলিক্লিনিকে কেবল ছোট প্রাণীদের জন্য চিকিৎসা কক্ষ ছিল। সুতরাং, পৃথক কক্ষের অভাবে, বীরভূম এবং মাটিগাড়া পলিক্লিনিকে চিকিৎসা করিডোর এবং হাসপাতালের অন্যান্য অনির্ধারিত স্থানে করা হচ্ছিল।
- তিনটি পলিক্লিনিকের কোনওটিতেই কোনও পাওয়ার ব্যাকআপ ছিল না। পলিক্লিনিকের কর্মীরা আরও জানিয়েছেন যে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, বিশেষ করে অস্ত্রোপচারের সময়।
- আবাসিক চিকিৎসার কোনও সুযোগ-সুবিধা ছিল না, যদিও তিনটি পলিক্লিনিকের পশুচিকিৎসকরা এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

- জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 অনুসারে পলিক্লিনিকগুলিতে জৈব-বর্জ্য নিক্ষেপন ব্যবস্থা ছিল না। উৎপন্ন জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য হাসপাতালের আশেপাশের খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছিল অথবা খোলা আকাশের নিচে পোড়ানো হচ্ছিল।
- নিরীক্ষা কর্তৃক কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে বীরভূম পলিক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারের (৩ টি) দেয়াল স্যান্টসেঁতে ছিল, জানালা ভাঙা ছিল (চিত্র 2.1-এ দেখানো হল) এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর ছিল, যা একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করে।
- পলিক্লিনিকগুলিকে সজ্জিত করার জন্য দপ্তরের কোনও নিয়ম এবং নির্দেশিকা ছিল না, যা ছত্তিশগড় রাজ্যে¹⁶ আছে পলিক্লিনিকগুলিতে সরবরাহ করা অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির তালিকা রয়েছে। কার্যস্থল পরিদর্শনের সময়, নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে রেডিওগ্রাফিক ডিজিটাল সিস্টেম, বড় পশুদের অপারেটিং থিয়েটারের (৩ টি) জন্য এলইডি লাইট (মোবাইল), লোহার ট্রলি, বড় পশুদের জন্য অ্যানেস্থেসিয়া সিস্টেম, ফিউমিগেটর, কেন্দ্রীভূত অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অনুপস্থিত ছিল।
- এছাড়াও, পলিক্লিনিকগুলিতে বেশ কিছু সরঞ্জাম অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, যা সারণী 2.3-এ বিশদে বর্ণিত হল।



চিত্র 2.1: বীরভূম পলিক্লিনিকে জানালা ভাঙা রয়েছে

সারণী 2.3: পলিক্লিনিকে অ-কার্যকর সরঞ্জাম

বহরমপুর পলিক্লিনিক	মাটিগাড়া পলিক্লিনিক	বীরভূম পলিক্লিনিক
অস্ত্রোপচারের জন্য সি-আর্ম	ছোট এবং বড় পশুদের জন্য অ্যানাস্থেশিয়া মেশিন	এক্স-রে মেশিন
বহনযোগ্য ল্যাপ্রোস্কোপি	ইউ এস জি কালার ডপলার	ইউ এস জি মেশিন
ইউ এস জি মেশিন	হাইড্রোলিক বড় পশুর অস্ত্রোপচার টেবিল	পশুচিকিৎসার ই সি জি মেশিন
	বড় এবং ছোট পশুদের জন্য সার্জিক্যাল সাকশন মেশিন	ও টি-র জন্য এল ই ডি লাইট
	এক্স-রে মেশিন	অটোক্লেভ অনুভূমিক
	ইলেকট্রিক কটারি	ল্যাপারোস্কোপি সংক্রান্ত সার্জারি মেশিন
	পশুচিকিৎসার ই সি জি মেশিন	
	ছায়াবিহীন ও টি লাইট সিস্টেম	

- মাটিগাড়া পলিক্লিনিক কর্তৃক পলিক্লিনিকের সরঞ্জাম মেরামত এবং সংস্কারের জন্য ফেব্রুয়ারী 2017 থেকে মার্চ 2024-এর মধ্যে পাঁচবার ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও শিলিগুড়িতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, তবে ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও শিলিগুড়ি কর্তৃক

¹⁶ ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেড (সি জি এম এস সি এল) কর্তৃক রায়পুরের সুপারিশকৃত ভেটেরিনারি হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত পশুচিকিৎসা সরঞ্জামের তালিকা।

কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি (সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত)। অন্য দুটি পলিক্লিনিকের ক্ষেত্রে, এই ধরনের কোনও প্রস্তাব দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা তার স্বপক্ষে কোনও নথি পাওয়া যায়নি।

- রোগ পরীক্ষাও পলিক্লিনিক কর্তৃক পশুদের কার্যকরভাবে চিকিৎসার জন্য পরিচালিত পরিষেবার একটি অপরিহার্য অংশ। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা পলিক্লিনিকগুলির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে 2019-24 সময়কালে সিউড়ি পলিক্লিনিকের ক্ষেত্রে, 1,08,487 টি চিকিৎসা করা পশুর মধ্যে মাত্র 1.5 শতাংশকে রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। একইভাবে, বহরমপুর পলিক্লিনিকের ক্ষেত্রে, 3,61,976 টি চিকিৎসা করা পশুর মধ্যে মাত্র 2.29 শতাংশকে এই ধরনের পরীক্ষার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। 2019-24 সালের মধ্যে, মাটিগাড়া পলিক্লিনিক 76,047 টি প্রাণীর চিকিৎসা করেছিল কিন্তু জনবলের অভাবের কারণে তাদের পরীক্ষাগারে কোনও রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা পরিচালনা করেনি। রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষার জন্য সুপারিশের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং কম সংখ্যক সুপারিশ ইঙ্গিত দেয় যে উপলব্ধ পরীক্ষার সুবিধাগুলি অপরিপূর্ণ ছিল এবং শক্তিশালীকরণের প্রয়োজন ছিল। দপ্তর জানিয়েছে যে পরীক্ষা সর্বদা প্রয়োজন হয় না কারণ প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য পশুচিকিৎসা কর্মকর্তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান যথেষ্ট। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই পলিক্লিনিকগুলিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য সরবরাহ করা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়নি।

সামগ্রিক পরিকাঠামো এবং সরঞ্জামের সমস্যা সম্পর্কে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) যে আগামী বছরগুলিতে সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে। দপ্তর আরও জানায় যে জনবলের অভাবের কারণে পলিক্লিনিকগুলিতে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়নি।

খ. রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এস এ এইচ সি)

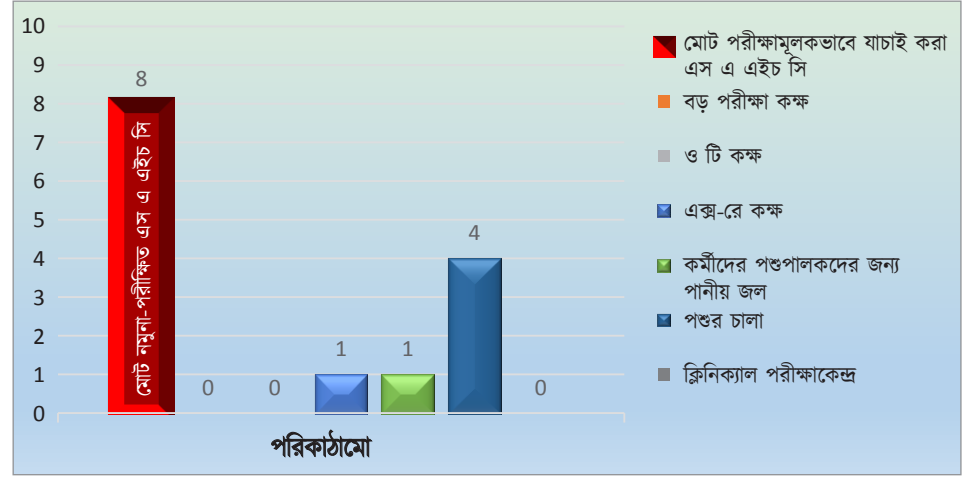
- I. দপ্তরের বিদ্যমান পরিকাঠামোর মধ্যে জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ে স্থাপিত রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আটটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এস এ এইচ সি-তে নিরীক্ষা কর্তৃক ভবনের পরিকাঠামোর অপরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে। এস এ এইচ সি-গুলিতে বড় পশুদের পরীক্ষা এবং ও টি কক্ষ ছিল না এবং ফলস্বরূপ, এস এ এইচ সি-গুলির করিডোরে পশুদের পরীক্ষা করা হত এবং অশ্রোপচার করা হত।



চিত্র 2.2: রামপুরহাট এস এ এইচ সি-এর খসে পড়া দেয়াল

এস এ এইচ সি গুলিতেও জল চুঁইয়ে পড়ার সমস্যা ছিল, যার ফলে কাজের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল। আটটি এস এ এইচ সি-এর মধ্যে পাঁচটিতেই দেওয়াল স্যান্টসেঁতে এবং আর্দ্রতাপূর্ণ দেখা গেছে (চিত্র 2.2)। তাছাড়া, এস এ এইচ সি-গুলিতে দ্রুত রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্স-রে কক্ষ এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির অভাব ছিল। অনেক এস এ এইচ সি-তে কর্মী এবং পশুপালকদের জন্য পানীয় জলের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা অনুপস্থিত ছিল। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এস এ এইচ সি-গুলিতে উপলব্ধ পরিকাঠামোর অভাব তালিকা-2.3-এ দেখানো হল:

তালিকা 2.3: এস এ এইচ সি-তে উপলব্ধ পরিকাঠামো



এছাড়াও, নিরীক্ষা আরও উল্লেখ করেছে যে এই এস এ এইচ সি গুলিতে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম/যন্ত্র অনুপস্থিত ছিল। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এস এ এইচ সি গুলির প্রকৃত পরিদর্শনের সময়, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে সি আর সিস্টেম সহ এক্স-রে মেশিন, রেডিওগ্রাফিক ডিজিটাল সিস্টেম, ভেটেরিনারি ই সি জি, প্রাণীদের জন্য অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন, এল ই ডি অপারেশন থিয়েটার লাইট, হাইড্রোলিক লার্জ অ্যানিমেল অপারেশন টেবিল, ডপলার সহ আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন, সাকশন মেশিন, বৈদ্যুতিক সতর্কতা, অপারেশন থিয়েটার ফিউমিগেটর, বাইনোকুলার অপথালমোস্কোপ এবং পশুচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ধ্রুবক হারের ইনফিউশন পাম্পের মতো সরঞ্জাম আটটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এস এ এইচ সি গুলির কোনটিতেই উপলব্ধ ছিল না।

আটটি এস এ এইচ সি-এর মধ্যে চারটিতে, জীবাণুমুক্তকরণের জন্য অটোক্লেভ, ছোট এবং বড় প্রাণী অ্যানেস্থেসিয়া মেশিন, এক্স-রে মেশিন, মাইক্রোস্কোপ, আল্ট্রা সোনোগ্রাফি মেশিনের মতো বেশ কয়েকটি সরঞ্জাম অকার্যকর এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন সরঞ্জামের অনুপস্থিতির পাশাপাশি অকার্যকর সরঞ্জামের কারণে এস এ এইচ সি-এর পশুদের চিকিৎসার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এস এ এইচ সি গুলি তাদের উত্তরেও একমত হয়েছে যে রোগ নির্ণয়ের সুবিধা এবং সরঞ্জামের অভাব পশুদের চিকিৎসার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব কর্মচারী এবং পশু পালকদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দপ্তর (জানুয়ারী 2025) জানিয়েছে যে সামগ্রিক পরিকাঠামোগত ঘাটতি স্থানের অভাবের কারণে হয়েছে এবং জনবলের অভাবের কারণে এস এ এইচ সি-গুলিতে সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে না। জনবল সম্পর্কে দপ্তরের উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়াও, এস এ এইচ সি-গুলিতে পশুদের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের অভাব সম্পর্কে দপ্তর নীরব ছিল।

- II. রোগের তদন্ত হল রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রোগ নির্ণয় পরিষেবার কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার জন্য, এস এ এইচ সি-গুলিতে নিবেদিত পরীক্ষাগার থাকা উচিত ছিল। তবে, আটটি এস এ এইচ সি-এর পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইয়ের সময়, নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে যে তাদের কোনটিতেই নিবেদিত পরীক্ষাগার ছিল না। দুটি¹⁷ এস এ এইচ সি জানিয়েছে যে তারা নিজেরা কোনও পরীক্ষা পরিচালনা

¹⁷ এস এ এইচ সি রামপুরহাট (বীরভূম), পশ্চিম মেদিনীপুর।

করেনি, বরং এগুলি রোগ তদন্ত ল্যাবরেটরিতে করা হয়েছিল। চারটি¹⁸ এস এ এইচ সি কোনও পরীক্ষা পরিচালনা করেনি এবং বাকি দুটি¹⁹ এস এ এইচ সি-তে এই বিষয়ে কোনও তথ্য প্রদান করেনি।

2019-24 সময়কালে রামপুরহাট এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এস এ এইচ সি-তে চিকিৎসাধীন 1,56,871টি পশুর মধ্যে মাত্র 0.75 শতাংশের রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা করা হয়েছিল। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, এই উল্লেখযোগ্য কম অনুপাত পরীক্ষার সুবিধার অভাব নির্দেশ করে।

গ. ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বি এ এইচ সি)

ব্লক স্তরে ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (বি এ এইচ সি) গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগির চিকিৎসা, টিকাদান, কৃত্রিম প্রজনন, অস্ত্রোপচারের কাজে নিযুক্ত আছে।

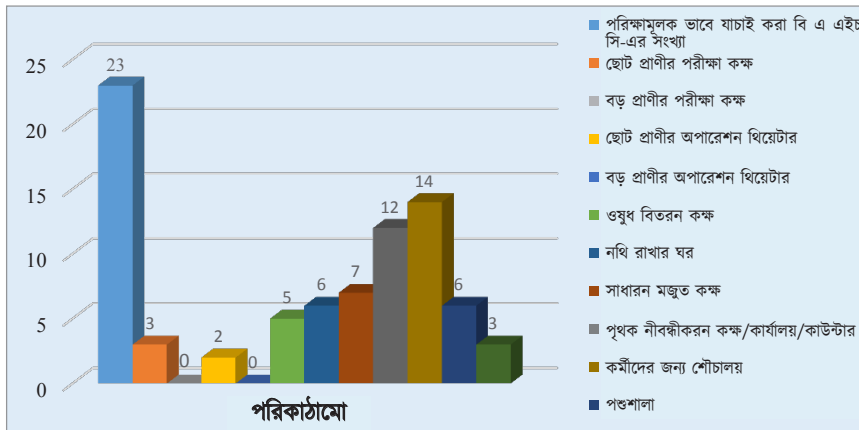
পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা 23 টি বি এ এইচ সি-তে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা দেখা গেছে, কারণ তাদের পরীক্ষা কক্ষ, অস্ত্রোপচার কক্ষ, গুদাম ঘর ইত্যাদির অভাব ছিল। অস্ত্রোপচার কক্ষের অভাবে হাসপাতালের করিডোর এবং খোলা জায়গায় অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল (চিত্র 2.3)।



চিত্র 2.3: বি এ এইচ সি ডেবরার প্রবেশপথের করিডোরে পরীক্ষা এবং অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল

বি এ এইচ সি পরিদর্শনকারী সুবিধাপ্রাপকরা সাক্ষাৎকারের সময় (নিরীক্ষা দ্বারা আলোচিত) বলেছিলেন যে পানীয় জল, শৌচাগার এবং ছায়াযুক্ত অপেক্ষার স্থানের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেরালার মতো অন্যান্য রাজ্য কর্তৃক জারি করা সর্বোত্তম অনুশীলন/নির্দেশিকা অনুসারে, বি এ এইচ সি গুলিতে ছোট এবং বড় প্রাণীর পরীক্ষা কক্ষ, ওষুধ বিতরণ কক্ষ এবং অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামোর মতো মৌলিক পরিকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। তবে, নিরীক্ষা তালিকা-2.4-এ দেখানো বি এ এইচ সি গুলিতে এই ধরনের মৌলিক পরিকাঠামোর ঘাটতি লক্ষ্য করেছে।

তালিকা 2.4: বি এ এইচ সি-তে উপলব্ধ পরিকাঠামো



¹⁸ এস এ এইচ সি বিধাননগর (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), জলপাইগুড়ি, লালবাগ (মুর্শিদাবাদ) এবং দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান)।

¹⁹ এস এ এইচ সি নবদ্বীপ এবং এস এ এইচ সি রায়গঞ্জ।

২৩টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি-তে সরঞ্জামের প্রাপ্যতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও অপরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে। বি এ এইচ সি-এর পরিদর্শন এবং বি এ এইচ সি-এর পশুচিকিৎসা আধিকারিকদের সাথে আলাপচারিতার সময় লক্ষ্য করা যায় যে, ১৪টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি -এর মধ্যে চারটিতে রোগ নির্ণয়ের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, যা অকার্যকর ছিল। ২৩ টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি-এর মধ্যে ১২ টি বি এ এইচ সি-তে অনুবীক্ষণ যন্ত্র অ্যান্টি-কোণ্ডল্যান্ট, স্ট্রেন এবং রিএজেন্টের মতো ব্যবহার্য জিনিসপত্রের অভাবে রক্ত পরীক্ষা, মল পরীক্ষার মতো প্যাথলজিক পরীক্ষা করতে পারেনি। এছাড়াও, ১৫ টি বি এ এইচ সি-তে, মোট ১,৪৭৩ টি অস্ত্রোপচার যন্ত্রের মধ্যে, ৬৭৪ টি (৪৬ শতাংশ) অকার্যকর ছিল এবং সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিস্থাপন করা হয়নি, যার ফলে এই কেন্দ্রগুলিতে প্রদত্ত পশুচিকিৎসা প্রভাবিত হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী ২০২৫) যে ঘাটতিগুলি স্থানের অভাবের কারণে হয়েছিল। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ স্থানের অভাবের কারণে ঘাটতিগুলি দায়ী করা সঠিক নয় এবং পশুদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থেকে দপ্তরকে অব্যাহতি দেয় না।

ঘ. অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এ বি এ এইচ সি)

অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র (এ বি এ এইচ সি) বি এ এইচ সি-এর পাশাপাশি একটি ব্লকে অতিরিক্ত পশুচিকিৎসা সুবিধা হিসেবে কাজ করে।

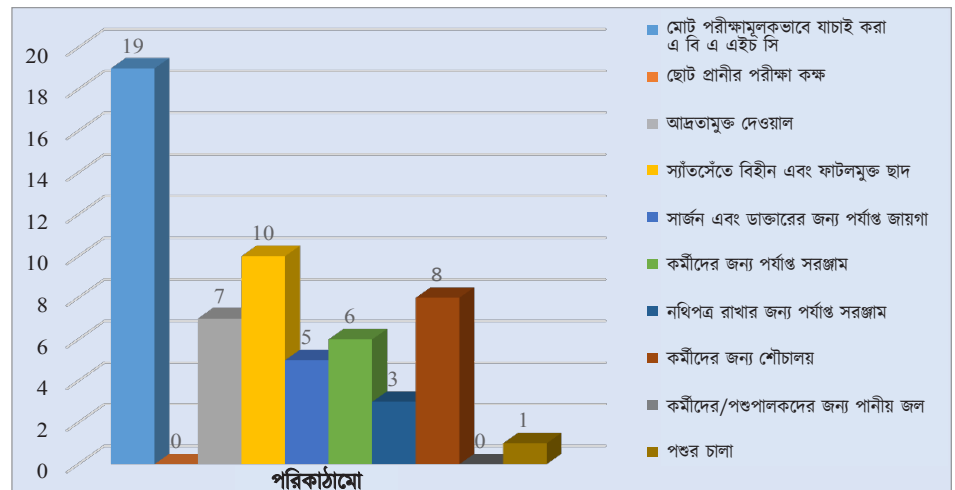
১৭টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এ বি এ এইচ সি-এর প্রাকৃত যাচাইয়ে দেখা গেছে যে হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত ঘাটতি ছিল, যেমন সঠিক পরীক্ষা কক্ষের অভাব, যার ফলে করিডোরে পশুদের পরীক্ষা করা হত। এ বি এ এইচ সি -গুলির



চিত্র ২.৪ : এ বি এ এইচ সি বার্লীয় স্যাঁতসেঁতে এবং ফাটলধরা ছাদ

দেয়ালে জল জমে ছিল এবং ছাদ থেকে জল বের হচ্ছিল (চিত্র-২.৪)। বেশিরভাগ এ বি এ এইচ সি-তে অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধারও অভাব ছিল যা তালিকা-২.৫-এ দেখানো হয়েছে।

তালিকা ২.৫: এ বি এ এইচ সি-তে পরিকাঠামো উপলব্ধ



পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইয়ের সময় নিরীক্ষা আরও লক্ষ্য করে যে 19টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এ বি এ এইচ সি -এর মধ্যে 16টি এ বি এ এইচ সি-তে পশুদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার, রোগ নির্ণয় এবং পরীক্ষার সরঞ্জামের অভাব ছিল। এছাড়াও, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এ বি এ এইচ সি-এর অ্যাসেস্ট নিবন্ধন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উপলব্ধ যন্ত্রগুলির 44 শতাংশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং প্রতিস্থাপন করা হয়নি (সেপ্টেম্বর 2024)। 19টি এ বি এ এইচ সি-এর মধ্যে 13টিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, যার মধ্যে পাঁচটি²⁰ অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। কার্যকরী অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকা আটটি²¹ এ বি এ এইচ সি-এর মধ্যে পাঁচটিতে²² রক্ত পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি কারণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-কোগুল্যান্ট সরবরাহ করা হয়নি।

উত্তরে, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা 11টি²³ এ বি এ এইচ সি জানিয়েছে যে ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-এর কাছে অনুরোধ করার পরেও তারা প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার এবং রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জাম পায়নি। নিরীক্ষা প্রশ্নের উত্তরে আটটি²⁴ এ বি এ এইচ সি স্পষ্টভাবে সরঞ্জাম এবং যন্ত্রের অভাবে চিকিৎসার অপ্রতুলতার কথাও জানিয়েছে।

সুতরাং, অপরিাপ্ত ভবন, কর্মক্ষেত্র, মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং ক্লিনিক্যাল, সার্জিক্যাল এবং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জামের অভাব পশুদের চিকিৎসা এবং রোগ নির্ণয়কে বাধাগ্রস্ত করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) বলেছে যে ভবন, কর্মক্ষেত্র এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি স্থানের অভাবের কারণে ঘটেছে। তবে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে যে দপ্তর এই হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলিতে এই ধরনের পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, বা পশুদের কার্যকর চিকিৎসার জন্য এই সুবিধাগুলিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ইত্যাদি সরবরাহের জন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা প্রস্তাবও তৈরি করেনি।

সুপারিশ 1: পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে কার্যকর পশু সেবা ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য দপ্তরের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। পরিষেবা প্রদানের ঘাটতি পূরণের জন্য এই হাসপাতাল/পশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষিত জনবল সরবরাহের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

2.8.1.2 পশুচিকিৎসা হাসপাতালে ওষুধ এবং টিকার প্রাপ্যতা

পশুদের চিকিৎসায় ওষুধ একটি অপরিহার্য উপাদান। দপ্তর ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করে এবং চাহিদাপত্র পেশ করা হলে এই জাতীয় ওষুধ সরবরাহকারী বিক্রেতাদের নির্বাচন করে। পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলি তাদের ওষুধের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট জেলার ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-এর কাছে জমা দেয়। ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও পর্যায়ক্রমে দপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত বিক্রেতাদের কাছে এই ধরনের ওষুধের চাহিদা পত্র দেয়। বিক্রেতার ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও এই ধরনের ওষুধ সরবরাহ করে এবং সেগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে বিতরণ করা হয়।

²⁰ এ বি এ এইচ সি চোয়া ও বড়লা (মুর্শিদাবাদ), ফাঁসদেওয়া থেকে শালবাড়ি (শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ), বড়লা (বীরভূম)।

²¹ দেউচা (বীরভূম), গাইরকাটা, মাতেল্লি ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি), রামপুর ও দুর্গাপুর (উত্তর দিনাজপুর), এবং বরইতনা ও বামনপুকুর (নদিয়া)।

²² গাইরকাটা ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি), রামপুর (উত্তর দিনাজপুর), এবং বরইতনা ও বামনপুকুর (নদিয়া)।

²³ এ বি এ এইচ সি রামপুর (উত্তর দিনাজপুর), বড়লা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর (উত্তর দিনাজপুর), বামনপুকুর (নদিয়া), বড়লা (বীরভূম), শালবাড়ি (শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ) গাইরকাটা, মাতেল্লি, শিখরপুর (জলপাইগুড়ি) এবং দিগনগর (নদিয়া)।

²⁴ এ বি এ এইচ সি রামপুর, সোনাপুর এবং দুর্গাপুর (উত্তর দিনাজপুর), বড়লা (বীরভূম), চোয়া ও বড়লা (মুর্শিদাবাদ), কুলডিহা (পশ্চিম বর্ধমান), শালবাড়ি (শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ)।

নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছিল যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা সমস্ত পলিক্লিনিক, এস এ এইচ সি, বি এ এইচ সি এবং এ বি এ এইচ সি-তে পর্যাপ্ত চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয়নি (পারিশিষ্ট-2.1)। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা 53 টি পশুচিকিৎসা হাসপাতালের মধ্যে 49 টির পশুচিকিৎসা কর্মকর্তারাও সাক্ষাৎকারের সময় নিশ্চিত করেছেন যে ওষুধের অপ্রতুলতা পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিকে অসুস্থ প্রাণীদের পর্যাপ্ত এবং সামগ্রিক চিকিৎসা প্রদানে বাধা প্রদান করছে।

বীরভূম পলিক্লিনিকের দায়িত্বে থাকা ডি ডি এ আর ডি এবং পি ও, বীরভূম জানিয়েছেন (জুলাই 2024) যে তহবিলের অভাবে ওষুধের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে। অন্যান্য জেলা দায়িত্বপ্রাপ্তরা এই বিষয়ে কোনও উত্তর দেননি।

দপ্তরের দূরদর্শী বিবৃতি অনুসারে, রোগ প্রতিরোধের জন্য হাসপাতালগুলির দ্বারা পশুদের টিকাদান একটি অপরিহার্য কাজ ছিল। এই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইয়ের সময়, লক্ষ্য করা গেছে যে দুটি পলিক্লিনিক²⁵ এবং পাঁচটি এস এ এইচ সি²⁶-তে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা এবং বিড়াল এবং কুকুরের মতো পোষা প্রাণীর জন্য টিকা সরবরাহ করা হয়নি। আরও দেখা গেছে যে 10 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি²⁷ এবং 10 টি এ বি এ এইচ সি²⁸-তে, 2019-20 থেকে 2023-24 সময়কালে কোনও টিকাদান করা হয়নি। হাসপাতালগুলি জানিয়েছে যে প্রাণিবন্ধু বা প্রাণিমিত্রের মতো বেসরকারি পশু স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা টিকাদান করা হচ্ছে এবং তাই হাসপাতালে কোনও টিকা দেওয়া হয়নি।

এইভাবে, রাজ্যের পশু স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলিতে ওষুধ এবং টিকার ঘাটতির কারণে, পশুদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়নি।

দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) যে ওষুধগুলি সাময়িকভাবে মজুদ ছিল না এবং ওষুধ কেনার বিষয়টি জেলা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন ছিল। তবে, বাস্তবতা হল যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইয়ের সময় নিরীক্ষা যেমন উল্লেখ করেছে, উল্লেখিত বেশিরভাগ ওষুধই অপর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছিল এবং পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার দপ্তর জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ওষুধগুলি কেনার তদারকি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

সুপারিশ 2: নিয়মিত তদারকি এবং পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থার মাধ্যমে দপ্তরের সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা উচিত এবং মজুদ শেষ হয়ে গেলে সময়মতো ওষুধ পুনরায় পূরণ করা উচিত।

2.8.2 পশুচিকিৎসা হাসপাতালের কার্যকারিতা

2.8.2.1 রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার প্রস্তুতি

রোগের প্রাদুর্ভাব বলতে বোঝায় কোনও অঞ্চলে স্বাভাবিক প্রত্যাশার চেয়ে বেশি রোগের উপস্থিতি। যখন রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত বৃহত্তর ভৌগোলিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখনই মহামারী ঘটে। অতএব, রোগের প্রাদুর্ভাব মহামারীতে পরিণত হওয়ার আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পশু হাসপাতালের পরীক্ষামূলক ভাবে

²⁵ পলিক্লিনিক সিউড়ি (বীরভূম) এবং বহরমপুর।

²⁶ এস এ এইচ সি, রামপুরহাট (বীরভূম), পশ্চিম মেদিনীপুর, বিধাননগর (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), দুর্গাপুর, (পশ্চিম বর্ধমান), রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

²⁷ বি এ এইচ সি চোপড়া, ইটাহার এবং রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), বেলডাঙ্গা-II ও হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), কাঁকসা, রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়া (পশ্চিম বর্ধমান) এবং কৃষ্ণনগর-I ও কালীগঞ্জ (নদিয়া)।

²⁸ এ বি এ এইচ সি বালী (বীরভূম), সালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), দিগনগর (নদিয়া), চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর), মেটেলি (জলপাইগুড়ি) এবং কুলডিহা (পশ্চিম বর্ধমান)।

যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে এই বিষয়ে নিরীক্ষার ফলাফলগুলি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

পশুপালন ও হাঁস-মুরগির মধ্যে সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগের মহামারী বা প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য দপ্তর কোনও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি (এস ও পি) তৈরি করেনি, যেখানে পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, জেলা কর্তৃপক্ষ এবং রোগ তদন্ত পরীক্ষাগারগুলির ভূমিকা স্পষ্টভাবে বলা থাকবে। ব্লক স্তরে বা জেলা স্তরে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হাসপাতালগুলিতেও এই জাতীয় কোনও এস ও পি বিদ্যমান ছিল না।

কেরালার মতো অন্যান্য রাজ্যে (কেরালা সরকারের পশুপালন দপ্তরের ম্যানুয়াল) মহামারী মোকাবিলার জন্য সরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের মহামারী মোকাবিলার জন্য এমন কোনও তালিকা বা এস ও পি ছিল না। এটি লক্ষ্য করা যায় যে পরীক্ষা মূলক যাচাই করা কোনও পলিক্লিনিক এবং পাঁচটি²⁹ এস এ এইচ সি-তে জীবাণুমুক্ত পাত্র, কাচের স্লাইড, বরফ রাখার বাক্স, অ্যান্টি-কোণ্ডল্যান্ট, রক্ত পরীক্ষার জন্য ই ডি টি এ এবং টিস্যু সংরক্ষণের জন্য ফরমাল স্যালাইন ইত্যাদির মতো মৌলিক সরঞ্জাম/ব্যবহার্য দ্রব্যও ছিল না, যা রোগের প্রাদুর্ভাব এবং মহামারীর ক্ষেত্রে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়।

নিরীক্ষায় আরও দেখা যায় যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা দশটি বি এ এইচ সি³⁰-তে মহামারী এবং প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার জন্য নমুনা সংরক্ষণ কিট³¹ ছিল না, অন্যদিকে দিগনগর এ বি এ এইচ সি, নদীয়া ছাড়া অন্য কোনও এ বি এ এইচ সি-তে এই কিট ছিল না।

সুতরাং, এস ও পি এবং মৌলিক সরঞ্জাম বা ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবে, রোগ প্রাদুর্ভাব এবং সম্ভাব্য মহামারী মোকাবিলায় কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দপ্তরটি প্রস্তুত ছিল না।

2.8.2.2 জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী 2016 অনুসারে, জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য³² মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর কোনও প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে পরিচালনা এবং নিষ্পত্তি করার কথা ছিল।

এই নিয়ম অনুসারে, হাসপাতালগুলিতে পৃথকীকরণযোগ্য আবর্জনা পাত্র এবং জৈব বর্জ্য নিষ্কাশন সরঞ্জাম থাকার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য এবং ইনসিনারেটর, অটোক্লেভ ইত্যাদির মতো সরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য এই ধরনের কোনও পৃথকীকরণ আবর্জনা পাত্র ছিল না। আটটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এস এ এইচ সি-এর মধ্যে পাঁচটি³³ জানিয়েছে যে তাদের ইনসিনারেটর বা মাইক্রোওয়েভের মতো কোনও জৈব-বর্জ্য নিষ্কাশন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি। বাকি তিনটি এস এ এইচ সি³⁴-এর প্রয়োজনীয় তথ্য নিরীক্ষাকে

²⁹ এস এ এইচ সি, জলপাইগুড়ি ও দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), নবদ্বীপ (নদিয়া), লালবাগ (মুর্শিদাবাদ) এবং রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

³⁰ রাজগঞ্জ (জলপাইগুড়ি), চোপড়া, ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), রানিগঞ্জ, (পশ্চিম বর্ধমান), বেলডাঙ্গা-II, হরিহরপাড়া ও রঘুনাথগঞ্জ-I (মুর্শিদাবাদ), মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ) এবং কৃষ্ণনগর-I ও নবদ্বীপ (নদীয়া)।

³¹ জীবাণুমুক্ত পাত্র, বরফের বাক্স, সোডিয়াম সাইট্রেট, সোডিয়াম অক্সালেটের মতো অ্যান্টি-কোণ্ডল্যান্ট, রক্ত পরীক্ষার জন্য ই ডি টি এ এবং টিস্যু সংরক্ষণের জন্য ফর্মাল স্যালাইন।

³² মানুষ বা প্রাণীর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা বা টিকাদানের সময় অথবা তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম বা জৈবিক পদার্থ উৎপাদন বা পরীক্ষার সময় উৎপন্ন বর্জ্য।

³³ এস এ এইচ সি রামপুরহাট (বীরভূম), বিধাননগর (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), জলপাইগুড়ি এবং দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান) এবং পশ্চিম মেদিনীপুর।

³⁴ এস এ এইচ সি লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), নবদ্বীপ (নদিয়া) এবং রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

প্রদান করেনি। নিরীক্ষার সময় আরও লক্ষ্য করা যায় যে কেবল পোড়ানোর জন্য অথবা মাঝে মাঝে পৌর আবর্জনা সংগ্রহকারীর মাধ্যমে নিষ্কাশন করার জন্য বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং খোলা বাতাসে ফেলা হচ্ছে। এই অবৈজ্ঞানিক নিষ্কাশন পদ্ধতিতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার এবং সুস্থ প্রাণী এবং মানুষের মধ্যেও রোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা তৈরী হয়। এছাড়াও, নিয়ম অনুযায়ী জৈব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মোকাবিলা করার জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা কোনও হাসপাতালে কোনও নিবেদিত কর্মী ছিল না।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) যে সমস্ত পশু হাসপাতাল এবং পরীক্ষাগারের জন্য জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য একটি এস ও পি তৈরী করা হচ্ছে।

সুপারিশ 3: মহামারী মোকাবিলার জন্য দপ্তরকে একটি প্রয়োজনীয় এস ও পি তৈরি করতে হবে এবং সকল হাসপাতালে মৌলিক সরঞ্জাম ও ব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে। দপ্তরের জৈব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016 অনুসারে জৈব-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামো স্থাপন করা উচিত যাতে জৈব-বর্জ্য নিরাপদে নিষ্কাশন করা যায়।

2.8.3 ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা চিকিৎসালয়

প্রতিটি ব্লকে ব্লক লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট অফিসার (বি এল ডি ও) এর তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা চিকিৎসালয় পরিচালিত হয় এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিষদ অফিসার (ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও) দ্বারা তদারকি করা হয়। দুই ধরনের ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা চিকিৎসালয় রয়েছে, যথা ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ইউনিট (এম ভি ইউ) এবং ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ক্লিনিক (এম ভি সি)। প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ (এল এইচ এন্ড ডি সি) কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে পোষিত উদ্যোগ হিসেবে ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ইউনিট (এম ভি ইউ) চালু করা হয়েছিল, যা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হয়। আগস্ট 2023 পর্যন্ত রাজ্যে 218 টি এম ভি ইউ ছিল যেগুলিতে এল এইচ এন্ড ডি সি³⁵ প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার যৌথভাবে অর্থায়ন করে।

ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ক্লিনিক (এম ভি সি), রাজ্য সরকার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অর্থায়ন ও পরিচালিত হওয়া। 2023 সালের আগস্ট পর্যন্ত, রাজ্যে 126 টি এম ভি সি কাজ করছিল।

দপ্তর উভয় ধরনের মোবাইল ক্লিনিকের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এস ও পি) জারি করেছে যদিও এম ভি ইউ গুলি এল এইচ এন্ড ডি সি প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিল। দপ্তর নিম্নলিখিত কার্যাবলীর সাথে এম ভি ইউ এবং এম ভি সি পরিচালনা করে:

- ক) কৃষকের দোরগোড়ায় কৃত্রিম প্রজনন সহ পশু স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা,
- খ) স্পট ডায়াগনস্টিক পরিষেবা প্রদান করা,
- গ) বৈজ্ঞানিক পশুপালন প্রসারের জন্য কৃষকদের মধ্যে সচেতনতামূলক অভিযান পরিচালনা করা,
- ঘ) বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচার,
- ঙ) সেরো-মনিটরিং³⁶,
- চ) গবাদি পশুর রোগ নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ,

এম ভি ইউ এবং এম সি ইউ সংক্রান্ত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ ছিল:

³⁵ পশুসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

³⁶ পশু রোগ নিয়ন্ত্রণের (এ আর ডি) প্রেক্ষাপটে, সেরো-মনিটরিং বলতে টিকাদানের পর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতিক্রিয়ার পদ্ধতিগত মূল্যায়নকে বোঝায়—বিশেষভাবে, এর মাধ্যমে অ্যান্টিবডিরা মাত্রা পরিমাপ করতে এবং টিকার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে টিকাদানের আগে ও পরে সিরামের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

2.8.3.1 এম ভি ইউ এবং এম ভি সি-তে ওষুধের প্রাপ্যতা

ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলিতে (এম ভি ইউ এন্ড এম ভি সি) ওষুধের প্রয়োজনীয়তা এম ভি ইউ-এর দায়িত্বে থাকা পশুচিকিৎসা কর্মকর্তা কর্তৃক জেলার ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-এর কার্যালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় এবং তারপর এটি এম ভি ইউ পরিচালনাকারী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। সংস্থাটি এ আর এন্ড ভি এইচ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত অনুমোদিত বিক্রেতাদের থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে এবং সংশ্লিষ্ট ভ্রাম্যমাণ ইউনিটে সরবরাহ করে দিত বিক্রেতাদের তালিকা থেকে ওষুধ সংগ্রহ করে।

নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, 2023-24 সময়কালে 17 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি ইউ-এর মধ্যে 13 টিতে দপ্তর কর্তৃক পর্যাণ্ড ওষুধ সরবরাহ করা হয়নি। এম ভি ইউ-এর জন্য এল এইচ এন্ড ডি সি এস নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিটে সরবরাহ করা সরঞ্জাম এবং ওষুধের একটি নির্দেশক তালিকা প্রদান করার কথা। তবে, দেখা গেছে যে গড়ে প্রায় 53 শতাংশ ওষুধ এম ভি ইউ-তে উপলব্ধ করানো হয়নি। উত্তরে, এই 13 টি এম ভি ইউ-এর পশুচিকিৎসা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে ওষুধের অপ্রতুলতা পশুদের চিকিৎসার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

একইভাবে, ব্লক স্তরে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-গুলির ক্ষেত্রেও, নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে পর্যাণ্ড ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা সাতটি³⁷ এম ভি সি-এর মধ্যে পাঁচটিতে³⁸ ওষুধের ঘাটতি ছিল। এম ভি সি-এর এস ও পি-তে এম ভি ইউ-এর মত নির্ধারিত ওষুধের কোনও নির্দেশক তালিকা ছিল না। কিন্তু, যখন এম ভি ইউ-এর জন্য নির্ধারিত ওষুধের তালিকা এস ভি সি-এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল, তখন দেখা গেছে যে সাতটির মধ্যে, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-এর মধ্যে তিনটি³⁹ জীবন রক্ষাকারী ওষুধ যেমন কটিকো স্টেরয়েড, অ্যান্টি-হেমোরেজিক, হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধির জন্য ইনজেকশনযোগ্য এবং ওরাল হেমাটিনিক, অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, অ্যান্টিমেটিকস, ল্যাক্সেটিভস, অ্যান্টি-ভেনম ইত্যাদি ছাড়াই কাজ করেছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) যে ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে কমিটি দ্বারা নেওয়া হয়েছিল। এই উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে কমিটিগুলিকে ক্রয় করার দায়িত্ব অর্পণ করলে পর্যাণ্ড এবং সময়মত ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব থেকে দপ্তর অব্যাহতি পায় না।

2.8.3.2 সরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকগুলির কার্যকারিতায় প্রভাব

- এল এইচ এন্ড ডি সি, জি ও আই-এর পরিচালনাগত নির্দেশিকা অনুসারে, এম ভি ইউ-গুলিকে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করতে হত এবং এই উদ্দেশ্যে, এম ভি ইউ-গুলিতে পর্যাণ্ড সরঞ্জাম সরবরাহ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, যখন 17 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি ইউ-তে উপলব্ধ সরঞ্জামগুলিকে এম ভি ইউ-এর জন্য সরঞ্জামের নির্দেশক তালিকার সাথে তুলনা করা হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল যে তালিকার প্রায় 83 শতাংশ (মোট 29টির মধ্যে 24টি উপলব্ধ নয়) সরঞ্জাম এবং ব্যবহার্য দ্রব্য উপলব্ধ ছিল না। চারটি⁴⁰ এম ভি ইউ কোনও অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়াই প্রাণীদের উপর ছোট

³⁷ এম ভি সি বেলডাঙ্গা-II (মুর্শিদাবাদ), ইটাহার (উত্তর দিনাজপুর), কালিগঞ্জ (নদিয়া), কাঁকসা (পশ্চিম বর্ধমান), মহম্মদ বাজার (বীরভূম), নবদ্বীপ (নদিয়া), ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ)।

³⁸ এম ভি সি মহম্মদ বাজার (বীরভূম), ইটাহার (উত্তর দিনাজপুর), বেলডাঙ্গা-II (মুর্শিদাবাদ), কাঁকসা (পশ্চিম বর্ধমান) এবং কালিগঞ্জ (নদিয়া)।

³⁹ এম ভি সি ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি), মহম্মদ বাজার (বীরভূম) এবং কাঁকসা (পশ্চিম বর্ধমান)।

⁴⁰ এম ভি ইউ-রাজগঞ্জ (জলপাইগুড়ি), জামুরিয়া (পশ্চিম বর্ধমান), রানিগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান) এবং হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ)।

অস্ত্রোপচার করছিল এর থেকে ঘটতির তীব্রতা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এছাড়াও, সরঞ্জামের অভাবে 2020-21 থেকে 2024-25 সময়কালে সাতটি⁴¹ এম ভি ইউ কোনও ছোট অস্ত্রোপচার করেনি।

- একইভাবে, সাতটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি সবকটিতেই সরঞ্জামের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-এর ভি ও-রা জানান যে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম যেমন মায়া কাঁচি, বি পি হ্যান্ডেল এবং ব্লেড, ধমনী ফোর্সেপ, বাঁকা এবং সোজা সুচ, হ্যান্ডেল হোল্ডার, অস্ত্রোপচারের গ্লাভস, যোনি স্পেকুলাম, স্টেথোস্কোপ, থার্মোমিটার, ক্যানুলা এবং অ্যাপ্রন উপলব্ধ ছিল না। ফাঁসিদেওয়ার পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-তে দেখা যায় যে 2023-24 সালে ইউনিট দ্বারা কোনও ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়নি। দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে 2023-24 সালে এম ভি সি দ্বারা 323টি ছোট অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তবে, সংশ্লিষ্ট এম ভি সি-এর বি এল ডি ও/ভি ও জানিয়েছেন যে অস্ত্রোপচারের সরঞ্জামের অভাবের কারণে এই ধরনের কোনও অস্ত্রোপচার করা হয়নি।
- এল এইচ এন্ড ডি সি নির্দেশিকা অনুসারে, এম ভি ইউ গুলিকে রোগ নির্ণয় এবং রোগ নজরদারি পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল, যার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং দ্রুত ডায়াগনস্টিক কিটের⁴² মতো যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত করতে হত। তবে, দেখা গেছে যে রোগ নজরদারির জন্য মৌলিক/প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের এবং দ্রুত ডায়াগনস্টিক কিটের সম্পূর্ণ সেট 17 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি ইউ গুলির সবকটিতেই অনুপস্থিত ছিল। 2023-24 সালে কোনও এম ভি ইউ রোগ নজরদারি কাজ করেনি।
- এম ভি ইউ গুলির ঘটনাস্থলে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য রক্ত, মল, প্রস্রাবের মতো নমুনা সংগ্রহ করার কথা ছিল, তবে, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা কোনো এম ভি ইউ 2023-24 সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, এক্স-রে মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রের অভাবে এই ধরনের কোনও পরীক্ষা⁴³ করেনি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ স্বীকার করে দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) জানিয়েছে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে ঘটনাস্থলে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।
- একইভাবে, এম ভি সি-গুলির তাদের উপর অর্পিত কার্যকরী ভূমিকা অনুসারে প্রাণীদের ঘটনাস্থলে রোগ নির্ণয়ের জন্য সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল, তবে, লক্ষ্য করা যায় যে সাতটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-এর মধ্যে দুটিতে রোগ তদন্ত পরিচালনার জন্য মাইক্রোস্কোপ এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য নমুনা সংগ্রহ বাক্সের মতো সরঞ্জাম অনুপস্থিত ছিল। এছাড়াও, এম ভি সি ইটাহার (উত্তর দিনাজপুর) ব্যতীত এই পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-গুলিতে পর্যায়ক্রমিক জুনোটিক রোগের⁴⁴ নজরদারির কোনও ব্যবস্থা কার্যত অনুপস্থিত ছিল।
- এল এইচ এন্ড ডি সি প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পশুপালনের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এম ভি ইউ গুলিতে অডিও ভিজুয়াল সরঞ্জাম প্রদান করার কথা ছিল। যদিও এম ভি ইউ-তে অডিও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল কিন্তু 17 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি ইউ-এর কোনওটিতেই কোনও ভিজুয়াল সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়নি। এম ভি ইউ-গুলিকে অডিও-ভিজুয়াল সরঞ্জামের সাহায্যে

⁴¹ এম ভি ইউ নলহাটি ও সিউড়ি-II (বীরভূম), দাসপুর-II ও কেশপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), খড়িবাড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), রঘুনাথগঞ্জ-I (মুর্শিদাবাদ) এবং রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁴² সিরিঞ্জ, রক্ত সংগ্রহের টিউব, মল নমুনা সংগ্রহের পাত্র এবং স্লাইড।

⁴³ মাটিয়ালি (জলপাইগুড়ি) ছাড়া।

⁴⁴ যেসব রোগ মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে (ডব্লিউ এইচ ও)।

সচেতনতা শিবিরও আয়োজন করতে হত, তবে, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি ইউ-এর মধ্যে নয়টি⁴⁵ মার্চ 2023 থেকে কোনও সচেতনতা শিবির আয়োজন করেনি।

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে এম ভি সি-এর ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কমিটিগুলি সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এম ভি ইউ-এর ক্ষেত্রে, দপ্তর জানিয়েছে যে এল এইচ এন্ড ডি সি এল-এর নির্দেশিকা অনুসারে সরঞ্জাম কেনার জন্য কোনও তহবিলের ব্যবস্থা ছিল না। এই উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ দপ্তরকে এম ভি সি এবং এম ভি ইউ-তে সরঞ্জামের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করা উচিত ছিল এবং তাদের ত্রুটির জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করতে হত।

সুপারিশ 4: এই ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য দপ্তরকে তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পর্যাপ্ত ওষুধ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

2.9 পশুচিকিৎসা পরীক্ষাগার

রোগ তদন্তের মাধ্যমে পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিকে সহায়তা করার জন্য দপ্তর 66টি পশুচিকিৎসা রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার (ডি আই এল) এবং পাঁচটি পশুচিকিৎসা আঞ্চলিক পরীক্ষাগার উপস্থাপন করেছে। দপ্তরীয় খামারগুলিতে ব্যবহৃত খাদ্যের মান নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করার জন্য দুটি খাদ্য পরীক্ষার পরীক্ষাগার (একটি জলপাইগুড়িতে এবং অন্যটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়) স্থাপন করা হয়েছে। নয়টি ডি আই এল, দুটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগার এবং দুটি খাদ্য পরীক্ষার পরীক্ষাগারের পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই-এ বিভিন্ন ত্রুটি দেখা গেছে যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

2.9.1 পশুবিষয়ক রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার

পশুচিকিৎসা রোগ তদন্ত পরীক্ষাগারের মধ্যে রোগ তদন্ত (ডি আই এল) পরীক্ষাগার, পশুচিকিৎসা গবেষণা ও তদন্ত পরীক্ষাগার (ভি আর আই এল) এবং পোল্ট্রি রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার (পি ডি আই এল) অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা রক্ত, মল এবং সিরাম নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে পশুদের রোগ তদন্তে নিযুক্ত ছিল। তাই, বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য, এই পরীক্ষাগারগুলিতে সরঞ্জাম এবং রিএজেন্ট ছাড়াও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন ছিল। যাইহোক, নয়টি⁴⁶ ডি আই এল/ভি আর আই এল/পি ডি আই এল পরীক্ষাগারের পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইয়ের সময় দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে চারটিতে পর্যাপ্ত ভবনের পরিকাঠামোর অভাব ছিল, সাতটিতে জল চুইয়ে পড়ার সমস্যা ছিল, এবং চারটিতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থা ছিল না। এগুলি ছাড়াও, লক্ষ্য করা গেছে যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা কোনও পরীক্ষাগারে পাওয়ার ব্যাক আপ সুবিধা ছিল না।

মাত্র তিনটি⁴⁷ পরীক্ষাগার (ডিসেম্বর 2020 থেকে ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত) স্যাঁতসেঁতে ও ফাটল ধরা দেয়াল, ভাঙা জানালা, জলের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য ভবনগুলি সংস্কারের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছিল। যদিও, ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও এই প্রস্তাবগুলি সমাধান করেনি এবং পরিস্থিতি একই রকম ছিল, যার ফলে পরীক্ষাগারগুলির কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়েছিল। পরিকাঠামো ছাড়াও, এই পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা

⁴⁵ এম ভি ইউ খড়িবাড়ি এবং মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), ধুপগুড়ি, মাটিয়ালি এবং রাজগঞ্জ (জলপাইগুড়ি), দাসপুর-II ও কেশপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং চোপড়া ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁴⁶ রোগ নির্ণয় (ডি আই) পরীক্ষাকেন্দ্র বীরভূম, দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), পশ্চিম মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর (নদিয়া) ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), জেলা প্যাথলজিকাল (ডি পি) পরীক্ষাকেন্দ্র জলপাইগুড়ি ও বহরমপুর, ভেটেরিনারি রিসার্চ অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন (ভি আর ও আই) শিলিগুড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ) এবং পোল্ট্রি রোগ নির্ণয়কেন্দ্র (ডি ডি এল) পশ্চিম মেদিনীপুর।

⁴⁷ পি ডি আই এল গড়বেতা, ডি আই পরীক্ষাগার জলপাইগুড়ি এবং ডি আই পরীক্ষাগার রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

পরীক্ষাগারগুলিত সরঞ্জামের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছিল, যা নীচে আলোচনা করা হল:

- পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে পরীক্ষিত নয়টি পরীক্ষাগারের মধ্যে ছয়টি⁴⁸ পরীক্ষাগারে, সেমি-অটো অ্যানালাইজার, হট এয়ার ওভেন এবং অটোক্লেভ মেশিন, ওয়াটার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট, ডিপ রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোস্কোপ এবং সিরাম বিশ্লেষণের জন্য সেন্টিফিউজ মেশিনের মতো সরঞ্জামগুলি অকার্যকর ছিল। ফলস্বরূপ, পরীক্ষাগারগুলি ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা, জীবাণুমুক্ত যন্ত্র, নমুনা সংরক্ষণ বা অন্যান্য পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠাতে অপারগ ছিল। ডিসেম্বর 2023-এ মাত্র দুটি⁴⁹ পরীক্ষাগার এই ধরনের অব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম মেরামতের জন্য প্রস্তাব পেশ করেছিল কিন্তু সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত কোনও মেরামত করা হয়নি।
- ডি ডি এ আর ডি অ্যান্ড পি ও-এর অধীনস্থ শিলিগুড়ির পশুবিষয়ক গবেষণা এবং তদন্ত (ভি আর আই এল) পরীক্ষাগার 2014 সাল থেকে জনবলের অভাবে অকার্যকর ছিল। অণুবীক্ষণযন্ত্র, ফ্রিজার এবং অটোক্লেভের মতো ব্যয়বহুল সরঞ্জামগুলি অব্যবহৃত ছিল এবং আগস্ট 2024-এ ল্যাবরেটরির প্রাকৃত যাচাইয়ের সময় দেখা গিয়েছিল যে ভবনটিও জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল।

2.9.2 আঞ্চলিক পরীক্ষাগার

দপ্তর কর্তৃক নিজ নিজ জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে যেখানে উন্নত পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল বা যেখানে জেলা পরীক্ষাগারগুলি উপলব্ধ ছিল না সেখানে পরিষেবা প্রদানের জন্য পাঁচটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছিল। নিরীক্ষার সময়, দুটি⁵⁰ আঞ্চলিক পরীক্ষাগারকে বিস্তারিত যাচাই-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

- বেথুয়াডহরী আঞ্চলিক পরীক্ষাগারটি 1987 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং একটি জরাজীর্ণ ভবনে কাজ করছিল। পরীক্ষাগারের বৈদ্যুতিক তারগুলি পুরানো ছিল, যার কারণে এটি সরঞ্জাম এবং ইনস্টলেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লোড বহন করতে অক্ষম ছিল। পরীক্ষাগারে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও ছিল না। পরীক্ষাগারের সংরক্ষণাগার পর্যাপ্ত ছিল না এবং পোকামাকড়ের আক্রমণের কারণে দস্তাবেজ এবং নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেপ্টেম্বর 2023-এ মেরামত ও সংস্কারের জন্য ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও নদিয়ায় প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আগস্ট 2024 পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বেথুয়াডহরী পরীক্ষাগারে বিদ্যমান সরঞ্জামগুলির অবস্থাও খারাপ ছিল। পরীক্ষাগারে অতি-নিম্ন তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজার, দুটি ক্লিনিক্যাল সেন্টিফিউজ মেশিন, দুটি অটোক্লেভ মেশিন, হট এয়ার ওভেন, ওয়াটার ডিস্টিলেশন প্ল্যান্ট এবং ইনকিউবেটর ছিল, যার সবকটিই অকার্যকর পরিলক্ষিত হয়েছিল। কম্পিউটার সহায়তাপ্রাপ্ত অণুবীক্ষণযন্ত্র, দূরবীন অণুবীক্ষণযন্ত্র, জৈব-রাসায়নিক বিশ্লেষক, ওয়েস্টারগ্রেন ই এস আর টিউবের মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলিও পরীক্ষাগারে সরবরাহ করা হয়নি। রক্ত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত রিএজেন্ট যেমন আর বি সি ডাইলুটিং ফ্লুইড, ডব্লিউ বি সি ডাইলুটিং ফ্লুইড, থ্রম্বো কাউন্ট রিএজেন্ট, স্লাইড, টেস্ট টিউব, কালেকশন বক্স, বিকার এবং অন্যান্য কাচের জিনিসপত্র পরীক্ষাগার কর্তৃক জুলাই 2024-এ সংশ্লিষ্ট ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-তে চাওয়া হলেও তা সরবরাহ করা হয়নি।

⁴⁸ ভি আর আই পরীক্ষাগার শিলিগুড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ,) ডি আই পরীক্ষাগার রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), ডি পি পরীক্ষাগার জলপাইগুড়ি, পি ডি আই এল গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর) ডি পি পরীক্ষাগার বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং ডি আই পরীক্ষাগার পশ্চিম মেদিনীপুর।

⁴⁹ ডি পি ল্যাব জলপাইগুড়ি এবং ডি পি ল্যাব বহরমপুর।

⁵⁰ আঞ্চলিক পরীক্ষাগার বেথুয়াডহরী (নদিয়া) এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগার (জলপাইগুড়ি)।

উপরোক্ত সরঞ্জাম এবং পরীক্ষার উপকরণের অভাবে, হিমোগ্রাম, হিমোপ্রোটোজোয়া এবং ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ, জৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য রক্ত এবং সিরাম, দুধ, প্রস্রাব, ত্বক স্ক্র্যাপিং এবং টিউবারকুলিন পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি করা যায়নি।

- ডি ডি এ আর ডি অ্যান্ড পি ও-এর অধীনস্থ জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরীক্ষাগারকে অন্যান্য রোগের সাথে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয়ের জন্য 2010 সালে বায়ো সিকিউরিটি লেভেল-III সুবিধায় উন্নীত করা হয়। যদিও, দেখা গেছে যে জনবলের অভাব এবং কার্যকরী সরঞ্জামের অভাবের কারণে এপ্রিল 2010 থেকে পরীক্ষাগারটি কোনও পরীক্ষা করেনি। সেপ্টেম্বর 2024-এ নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে 181 টি পরীক্ষাগার সরঞ্জামের মধ্যে মাত্র 63 টি পরিষেবাযোগ্য ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করা হবে।

2.9.3 খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগার

দপ্তরীয় খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত খাদ্যের গুণমান নির্ধারণ এবং দপ্তরীয় খামারগুলিতে ব্যবহৃত খাদ্য পরীক্ষা করার জন্য দপ্তর কর্তৃক দুটি খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছিল। পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা দুটি⁵¹ খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগারের মধ্যে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে জাতীয় প্রাণিসম্পদ মিশনের অধীনে 50.27 লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগারটি 2019 সালে নির্মিত হয়েছিল কিন্তু জনবলের অভাবের কারণে এটি কখনও খাদ্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়নি, যার ফলে সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত ব্যয় অপচয় হয়ে পড়েছিল।

সুপারিশ 5: পরীক্ষাগার ভবন সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জনবল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। জলপাইগুড়িতে আঞ্চলিক পরীক্ষাগার এবং খাদ্য পরীক্ষা পরীক্ষাগারটি যাতে পশুদের চিকিৎসা এবং খাদ্য পরীক্ষার জন্য অবিলম্বে কার্যকর করা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য দপ্তর পদক্ষেপ নিতে পারে।

2.10 এ আর ডি অধিদপ্তরের পোল্ট্রি খামার

এ আর ডি দপ্তরের প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন পোল্ট্রি খামার পরিচালনা করে। এই খামারগুলিতে এক দিন বয়সী মুরগী এবং হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয় যা রাজ্যে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবিকার অতিরিক্ত উৎস প্রদানের জন্য পৃথক সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, খামারগুলি বাচ্চা ফোটানোর অযোগ্য ডিম এবং মারা যাওয়া হাঁস-মুরগিও বিক্রি করে।

অক্টোবর 2023 পর্যন্ত রাজ্যে 29 টি পোল্ট্রি খামার কাজ করছিল। যেহেতু দপ্তরের নিজস্ব নির্দেশিকা নেই, তাই এই খামারগুলি ভারত সরকারের পশুপালন, দুগ্ধ ও মৎস্য দপ্তরের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন সংস্থা⁵² কর্তৃক জারি করা জৈব-নিরাপত্তার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা মেনে কাজ করত। জৈব-নিরাপত্তার জন্য এই সাধারণ নির্দেশিকাতে একটি খামারের জৈব-সুরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। পোল্ট্রি খামারগুলিকে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সি পি সি বি) দ্বারা জারি করা পরিবেশগত নির্দেশিকাও অনুসরণ করতে হবে।

⁵¹ মেদিনীপুর ফিড টেস্টিং পরীক্ষাগার এবং জলপাইগুড়ি ফিড টেস্টিং পরীক্ষাগার।

⁵² জৈব নিরাপত্তা বলতে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিকে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং খামার, ব্লক বা জেলার মধ্যে রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়।

2.10.1 পোল্ট্রি খামারগুলিতে পরিকাঠামো এবং জনবলের অভাব

37 টি খামারের মধ্যে 10 টি⁵³ খামারের পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই-এ দেখা যায় যে এই খামারগুলিতে কার্যকর জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো যেমন ফুট বাথ⁵⁴, হুইল ডিপ⁵⁵, চেঞ্জিং রুম, কোয়ারেন্টাইন রুম, ময়নাতদন্ত সুবিধা ইত্যাদির অভাব ছিল। এছাড়াও এই পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা খামারগুলিতে নর্দমাগুলি খোলা ছিল যা জীবন্ত পাখিদের জন্য দূষণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, এই খামারগুলিতে নিম্নলিখিত অন্যান্য জৈব নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে:

- জৈব-নিরাপত্তার জন্য সাধারণ নির্দেশিকা অনুসারে, খামারগুলিকে তাদের হ্যাচারিগুলিকে সীমানা প্রাচীর দ্বারা পৃথক করার প্রয়োজন ছিল, তবে পাঁচটি⁵⁶ খামারে এই ধরনের সীমানা প্রাচীর ছিল না। হ্যাচারিগুলিকে অন্যান্য শেড থেকে 500 মিটার দূরে অবস্থিত করার কথা ছিল, তবে নয়টি⁵⁷ খামার এই মানদণ্ড পূরণ করেনি।
- নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে খামারগুলিকে ঘন জঙ্গলমুক্ত রাখতে হবে এবং গাছপালা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে যাতে বন্য পাখিরা খামারে প্রবেশ করতে না পারে যা জীবাণু বহন করে এবং হাঁস-মুরগির মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে দেখা গেছে যে ছয়টি⁵⁸ খামার ঘন জঙ্গলপূর্ণ ছিল এবং পাঁচটি⁵⁹ খামারে গাছপালা কম ছিলনা।

উপরের সমস্ত ঘাটতিগুলি খামারে জীবাণু প্রবেশের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে এবং ফলস্বরূপ পাখির মৃত্যুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ, এম ও ই এফ সি সি, ভারত সরকার কর্তৃক জারি করা এবং পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পোল্ট্রি খামারগুলির জন্য পরিবেশগত নির্দেশিকা অনুসারে, খামারগুলিকে ধুলো এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া এড়াতে ঢাকনায়ুক্ত সংরক্ষণ গর্তে সার এবং আবর্জনা⁶⁰ সংরক্ষণ করা উচিত। তবে, দেখা গেছে যে 10টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা খামারের মধ্যে তিনটিতে⁶¹ এই ধরনের সুবিধা অনুপস্থিত ছিল।

⁵³ ডিস্ট্রিক্ট কম্পোজিট ফার্ম বড়মহল্লা (বীরভূম) ও ডোমকল (মুর্শিদাবাদ), রাজ্য হাঁস প্রজনন খামার সেখমপুর (বীরভূম) ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), রাজ্য মুরগী খামার মোহিতনগর (জলপাইগুড়ি), কৃষ্ণনগর (নদিয়া), দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), রাজ্য হাঁস মুরগী খামার (পশ্চিম মেদিনীপুর) এবং হাঁস প্রজনন খামার (কল্যাণী)।

⁵⁴ প্রবেশপথে চওড়া ও অগভীর গর্ত রয়েছে, যেগুলোতে জীবাণুনাশক ভরা থাকে, যাতে সেগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জ্বুতো জীবাণুমুক্ত হয়।

⁵⁵ প্রবেশপথে চওড়া ও অগভীর গর্তগুলোতে জীবাণুনাশক ভরা থাকে, যার মধ্য দিয়ে টায়ারগুলো গেলে সেগুলো জীবাণুমুক্ত হয়।

⁵⁶ ডি সি এফ বড়মহল্লা (বীরভূম), এস পি এফ মোহিতনগর (জলপাইগুড়ি), এস পি এফ কৃষ্ণনগর (নদিয়া), এস পি এফ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এবং এস ডি বি এফ রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁵⁷ ডি সি এফ বড়মহল্লা ও এস ডি বি এফ সেখমপুর (বীরভূম), এস পি এফ মোহিতনগর (জলপাইগুড়ি), এস পি এফ কৃষ্ণনগর ও ডি বি এফ এস এল এফ কল্যাণী (নদিয়া), এস ডি বি এফ রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), এস ডি পি এফ (পশ্চিম মেদিনীপুর), এস পি এফ দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), ডি সি এফ ডোমকল (মুর্শিদাবাদ)।

⁵⁸ ডি সি এফ বড়মহল্লা (বীরভূম), এস পি এফ মোহিতনগর (জলপাইগুড়ি), এস ডি বি এফ রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), এস ডি পি এফ (পশ্চিম মেদিনীপুর), এস পি এফ দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান) এবং এস পি এফ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)।

⁵⁹ ডি সি এফ বড়মহল্লা (বীরভূম), এস ডি পি এফ (পশ্চিম মেদিনীপুর), এস পি এফ দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), এস পি এফ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং এস পি এফ কৃষ্ণনগর (নদিয়া)।

⁶⁰ চালার ভেতরে মুরগির বিছানা হিসেবে ব্যবহৃত কাঠের গুঁড়া বা অনুরূপ পদার্থগুলো পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়।

⁶¹ এস ডি পি এফ রায়গঞ্জ, ডি সি এফ ডোমকল এবং ডি বি এফ এস এল এফ কল্যাণী।

খামারগুলির মৃত পাখিদের কমপক্ষে তিন থেকে চার মিটার গভীর এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তর থেকে তিন মিটার উপরে সমাধিস্থলে ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলক ভাবে নির্বাচিত রাজ্য পোল্ট্রি ফার্ম (এস পি এফ) বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ এবং দুর্গাপুরের এস পি এফ-তে লক্ষ্য করা যায় যে, মৃত পাখিদের নিক্ষেপনের জন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

খামারগুলিতে পরিষ্কার করার কাজের থেকে সৃষ্ট বর্জ্য জল সংরক্ষণের জন্য হোল্ডিং ট্যাঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক ছিল, কিন্তু যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জুলাই 2023) নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছিল যে, তিনটি⁶² খামারে এমন কোনও হোল্ডিং ট্যাঙ্ক ছিল না, যা পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

উল্লেখিত পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর পাশাপাশি, সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য পোল্ট্রি খামারগুলিতে পর্যাপ্ত জনবল মোতায়েনেরও প্রয়োজন ছিল কারণ অপরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি এবং জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব হাঁস-মুরগির রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। 10 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা পোল্ট্রি খামারের মধ্যে ছয়টিতে⁶³, অনুমোদিত 169 জনের নিরিখে মাত্র 56 জন লোক নিযুক্ত ছিলেন। বাকি চারটি⁶⁴ পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা খামার নিরীক্ষাকে জনবলের নিযুক্তির অবস্থা সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রদান করেনি।

খামারের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে জনবলের ঘাটতি খামারের উৎপাদন ও পরিচালনার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

সুতরাং, খামারগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, বিশেষ করে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব এবং জনবলের ঘাটতির কারণে, হাঁস-মুরগিগুলি মৃত্যুর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল এবং পরিবেশ দূষণের কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে নিরীক্ষা কর্তৃক লক্ষ্য করা পরিকাঠামোগত ঘাটতিগুলি সাময়িক প্রকৃতির। দপ্তর আরও জানিয়েছে যে 139 জন ভি ও নিয়োগ করা হয়েছে এবং জনবল ঘাটতির সমস্যা সমাধানের জন্য 217 জন প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সহকারী (এল ডি এ) নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তবে, এই উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বেশিরভাগ ঘাটতিই অস্থায়ী ছিল না বরং জৈব নিরাপত্তা নিয়ম অনুসারে অপরিহার্য এবং স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত ছিল।

সুপারিশ 6: সংশ্লিষ্ট বিপদ থেকে হাঁস-মুরগীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সুস্পষ্ট বিধি স্থাপন এবং পরিকাঠামোগত ফাঁক পূরণ করে দপ্তরকে খামার স্তরীয় জৈব নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

2.11 ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর পোল্ট্রি খামার

ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউ বি এল ডি সি এল রাজ্যে চারটি পোল্ট্রি খামার পরিচালনা করে (2023 সালের হিসাব অনুযায়ী)। নিরীক্ষায় ডব্লিউ বি এল ডি সি কর্তৃক

⁶² ডি সি এফ বারমহল্লা (বীরভূম), এস ডি বি এফ সেখমপুর (বীরভূম) এবং এস ডি পি এফ পশ্চিম মেদিনীপুর।

⁶³ এস পি এফ দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), মোহিতনগর (জলপাইগুড়ি), এস পি এফ কৃষ্ণনগর (নদিয়া), ডি সি এফ বড়মহল্লা (বীরভূম), এস ডি বি এফ রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর) এবং এস ডি পি এফ (পশ্চিম মেদিনীপুর)।

⁶⁴ ডি বি এফ কল্যাণী এস এল এফ (নদিয়া), এস ডি বি এফ সেখমপুর (বীরভূম), এস পি এফ বহরমপুর এবং ডি সি এফ ডোমকল (মুর্শিদাবাদ)।

প্রতিষ্ঠিত চারটি⁶⁵ পোল্ট্রি খামারই পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করে, যার মধ্যে কল্যাণী লেয়ার ফার্ম ডিম উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল এবং বাকি খামারগুলি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য হাঁস-মুরগীর ছানা উৎপাদন করছিল।

নিরীক্ষার সময়, জৈব নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত নিয়মের ক্ষেত্রে এ আর ডি এ অধিদপ্তরের পোল্ট্রি খামারের মতো একই রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছিল যে প্রয়োজ্য নির্দেশিকা উলঙ্ঘন করে, চারটি খামারের মধ্যে দুটিতে⁶⁶ জৈব বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য কোনও সার তৈরির ব্যবস্থা ছিল না। আরো দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা দুটি খামারে⁶⁷ বর্জ্য-জলের নর্দমাগুলি ঢেকে রাখা হয়নি, যার ফলে খামারটি জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, দুটি খামারে⁶⁸ দেখা গেছে যে খামারের প্রবেশপথে পা ডুবানোর মতো কোনও মৌলিক জৈব সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না যার ফলে খামারে জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উত্তরে দপ্তর জানিয়েছে যে ত্রুটিগুলি শীঘ্রই সংশোধন করা হবে।

2.11.1 ব্রয়লার প্রজনন মুরগির খামারের ক্ষমতার স্বল্প ব্যবহার

চারটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা খামারের মধ্যে, শুধুমাত্র একটি ব্রয়লার প্রজনন খামার (বি বি এফ), জোতিয়াকালী ব্রয়লার প্রজনন পক্ষী (প্রজননকারী পাখি) পালনে নিযুক্ত ছিল। দেখা গেছে যে খামারটিতে একসাথে 30,000 লেয়ার পাখির ধারণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, পাখির সংখ্যা অনেক কম ছিল, যা ডিম উৎপাদন এবং একদিন বয়সী ছানা (ডি ও সি) উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছিল। এপ্রিল 2023 থেকে মার্চ 2024-এর মধ্যে পালিত পাখির বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে খামারটিতে গড়ে প্রতি মাসে 20,757 টি পাখি পালন করা হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) যে বাজারে মূল ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা সহজে পাওয়া যায় না এবং সরবরাহকারী ক্রয় আদেশ পাওয়ার পর মুরগির বাচ্চা সরবরাহ করতে চার থেকে পাঁচ মাস সময় নেয়। দপ্তরের উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ খামারের ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত মূল ব্রয়লার মুরগির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান পদ্ধতি সংশোধন করা উচিত ছিল।

এই বিলম্বগুলি কাঠামোগত বাধাগুলিকে তুলে ধরে যা ব্রয়লার প্রজনন কেন্দ্রগুলিতে সমন্বয়পযোগী কার্যক্রমকে ব্যাহত করে এবং ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবহারকে ব্যাহত করে।

2.12 পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থার বুল মাদার ফার্ম

পি বি জি এস বি এস দ্বারা পরিচালিত বুল মাদার ফার্ম (বি এম এফ) উচ্চমানের ষাঁড় উৎপাদন করে যাদের একটি হিমায়িত বীর্ষ বুল স্টেশনে (এফ এস বি এস) পাঠানো হয়, যেখানে ষাঁড় থেকে বীর্ষ সংগ্রহ করে বীর্ষ চোঙ তৈরি করা হয়, যা কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত হয়। মানসম্পন্ন বীর্ষ উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পদ্ধতি “গবাদি পশুর হিমায়িত বীর্ষ উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম মান”⁶⁹ ম্যানুয়ালটিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, গবাদি পশুর

⁶⁵ ব্রয়লার ব্রিডিং ফার্ম জোতিয়াখালি (জলপাইগুড়ি), কল্যাণী হাঁস প্রজনন খামার, হরিণঘাটা মুরগি খামার এবং কল্যাণী ই সি লেয়ার ফার্ম (নদিয়া)।

⁶⁶ কে ডি বি এফ কল্যাণী এস এল এফ এবং হরিণঘাটা মুরগি খামার (নদিয়া)।

⁶⁷ ব্রয়লার প্রজনন খামার জোতিয়াখালী এবং কে ডি বি এফ কল্যাণী (এসএলএফ)।

⁶⁸ কে ডি বি এফ কল্যাণী (এস এল এফ) এবং হরিণঘাটা মুরগি খামার।

⁶⁹ মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন এবং মৎস্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত, 2022।

জন্য জৈব নিরাপত্তা এবং জৈব নিরাপত্তা ম্যানুয়াল⁷⁰ গবাদি পশুর মধ্যে রোগের প্রবর্তন, স্থাপন এবং বিস্তার রোধ করার পদ্ধতিগুলির রূপরেখা দেয় এবং কর্মীদের এবং পরিবেশের সুরক্ষাও রক্ষা করে।

নিরীক্ষার সময়, পি বি জি এস বি এস-এর তিনটি বুল মাদার ফার্মই⁷¹ পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং প্রযোজ্য বিধান অনুসরণ না করায় বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল, যা নীচে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

- যাঁড়গুলিকে ঠান্ডা রাখার জন্য খামারগুলিতে একটি স্প্রিংকলার সিস্টেম থাকা বাধ্যতামূলক ছিল, তবে, পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা দুটি বি এম এফ⁷²-তে এই ধরনের স্প্রিংকলার সিস্টেম অনুপস্থিত ছিল।
- খামারগুলিতে উচ্চ তাপমাত্রার এবং চাপ সৃষ্টিকারী জলের ব্যবস্থা থাকা বাধ্যতামূলক ছিল, খামারের যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা কোনও খামারেই এটি ছিল না।
- এছাড়াও, অসুস্থ যাঁড়দের আলাদা রাখার জন্য এবং সংক্রমণের বিস্তার রোধ করার জন্য খামারগুলিতে আইসোলেশন ইউনিট থাকার কথা ছিল, তবে দেখা গেছে যে বি এম এফ কল্যাণীতে এই ধরনের কোনও সুবিধা ছিল না এবং বি এম এফ হরিণঘাটায় এটি অকার্যকর দেখা গেছিল।
- খামারগুলিতে বর্জ্য জল পরিশোধনের জন্য বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থাকা উচিত, তবে, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা কোনও খামারেই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল না।
- পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা কোনও খামারে খামারের বর্জ্য পচানোর জন্য কম্পোস্ট পিট বা জৈব মিথেনেশন প্ল্যান্ট দেখা যায়নি।
- খামারে প্রবেশকারী যানবাহনের টায়ার জীবাণুমুক্ত করার জন্য খামারের প্রবেশপথে টায়ার ডিপ স্থাপন করা বাধ্যতামূলক ছিল। তবে, বি এম এফ কল্যাণীতে এটি অনুপস্থিত ছিল।
- খামারের পশুদের ক্ষুরগুলি রোগজীবাণু থেকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল। এর জন্য, পশুদের পা ধোয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল কিন্তু দুটি⁷³ খামারে এই ধরনের সুবিধা ছিল না।

জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য নিরাপদে নিক্ষেপনের জন্য খামারগুলিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকাও আবশ্যিক ছিল। জুন 2024-এ নিরীক্ষা দ্বারা যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে বি এম এফ হরিণঘাটায় জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য একটি খোলা গর্তে ফেলা হয়েছিল যা অনাবৃত অবস্থায় রাখা হয়েছিল যার ফলে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে গেছিল।

উত্তরে দপ্তর জানিয়েছে যে উল্লেখিত ত্রুটিগুলি শীঘ্রই সংশোধন করা হবে।

2.13 মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র

ডব্লিউ বি এল ডি সি এল দুটি মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিচালনা করে, যথা হরিণঘাটা মাংস কেন্দ্র এবং ফাঁসিদেওয়া মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি মুরগি, ভেড়া, খাসির মাংস,

⁷⁰ মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন এবং মৎস্য দপ্তর কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

⁷¹ বি এম এফ শালবনি (পশ্চিম মেদিনীপুর), হরিণঘাটা এবং কল্যাণী (নদিয়া)।

⁷² বি এম এফ, হরিণঘাটা এবং কল্যাণী (নদিয়া)।

⁷³ বি এম এফ কল্যাণী এবং হরিণঘাটা।

শূকরের মাংস, হাঁস এবং টার্কি থেকে তৈরি পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রি করে। উভয় মাংস কেন্দ্রই খাদ্য সুরক্ষা এবং স্ট্যান্ডার্ড কর্তৃপক্ষ অফ ইন্ডিয়া (এফ এস এস এ আই) এর অনুমোদন প্রাপ্ত। এছাড়াও, কেন্দ্রগুলির নিজস্ব “বিপত্তি বিশ্লেষণ এবং সংকট নিয়ন্ত্রণ বিন্দু” (এইচ এ সি সি পি)⁷⁴ এবং “খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি” (এফ এস এম এস)⁷⁵ রয়েছে যা তাদের কার্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মান নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করে। এইচ এ সি সি পি হল খাদ্য সুরক্ষার একটি ব্যবস্থা যা জৈবিক, রাসায়নিক এবং ভৌত বিপত্তি সনাক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার জন্য একটি পদ্ধতিগত অভিমুখ প্রদান করে। এফ এস এম এস মানদণ্ডের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা যা পূরণ এবং পালন করতে হবে তা কোম্পানির কর্মীদের পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়।

ফাঁসিদেওয়া মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র:

ফাঁসিদেওয়া মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (পি এম পি) ডব্লিউ বি এল ডি সি দ্বারা 2019-20 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি আধুনিক শূকর এবং মুরগির মাংস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট। কেন্দ্রগুলির নিরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত এবং পরিচালনাগত ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয়েছিল:

- এফ এস এস এ আই-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়মাবলী, 2011 অনুসারে, কেন্দ্রটিতে উৎপাদিত মাংসজাত পণ্যের রাসায়নিক এবং জীবাণুগত দূষণকারী পরীক্ষা করা উচিত ছিল। 2022-24 সময়কালে এই ধরনের পরীক্ষার নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে 2022-23 সালে, 19টি মুরগিরজাত পণ্যের মধ্যে মাত্র একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং 2023-24 সালে, 31টি মুরগিরজাত পণ্যের মধ্যে তিনটি পরীক্ষা করা হয়েছিল, যা প্রযোজ্য মান মেনে চলার অভাবের ইঙ্গিত দেয় যার ফলে মান নিয়ন্ত্রণ খারাপ হয়। উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে মাংস এবং মাংসজাত পণ্যের প্রধান উপাদান ছিল কাঁচা মুরগির মাংস, তাই শুধুমাত্র একটি কাঁচা মুরগির হাড়বিহীন মাংস-এর একটি পরীক্ষা এবং পুরো রান্না করা মাংসজাত পণ্যের জন্য আরেকটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর হরিণঘাটা মাংস কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময়সূচী প্রতিটি ধরনের মাংসজাত পণ্যের পরীক্ষার সুপারিশ করে যা ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে পরীক্ষায় ঘাটতি নির্দেশ করে।
- নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কেন্দ্রটির 240 মেট্রিক টন বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন শূকরের মাংস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি 2020-2024 সালে মাত্র 1.21 শতাংশ ক্ষমতায় পরিচালিত হয়েছিল। মূলত কেন্দ্রটিতে জীবিত শূকরের সরবরাহ অপরিপূর্ণ থাকার কারণে এই ঘাটতি ঘটেছিল। দপ্তর এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছিল এবং জানিয়েছিল যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য, জানুয়ারি 2023-এ উত্তরবঙ্গে নিয়মিত শূকর সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি শূকর একীকরণ প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। তবে, নিরীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে প্রকল্পটি অকার্যকর ছিল, কারণ এটি 6.67 কোটি টাকা ব্যয় সত্ত্বেও ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে মাত্র 30 টি শূকর সরবরাহ করতে পেরেছিল।
- ডিসেম্বর 2020-এ ডব্লিউ বি এল ডি সি কর্তৃক কেন্দ্রটির একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করা হয়েছিল। নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি কেন্দ্রটিকে পাঠানোর 39 মাস পরেও, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির জন্য কসাইখানা এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণে

⁷⁴ এইচ এ সি সি পি হলো একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যেখানে কাঁচামাল উৎপাদন, সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্যের প্রস্তুত, বিতরণ এবং ব্যবহার পর্যন্ত জৈবিক, রাসায়নিক ও শারীরিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

⁷⁵ এফ এস এম এস হলো একটি কাঠামোগত, সক্রিয় কর্মপদ্ধতি, যা নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গঠিত এই সংস্থাগুলো খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ব্যবহার পর্যন্ত তার পুরো পক্রিয়াটি জুড়ে খাদ্যকে নিরাপদ রাখার নিশ্চয়তা বাস্তবায়ন করে।

ব্যবহৃত সরঞ্জাম পরিষ্কার করার জন্য গরম জলের সুবিধার অভাব এবং বিদ্যমান পরীক্ষাগারের অকার্যকর অবস্থায় পড়ে থাকার মতো ত্রুটিগুলি এখনও রয়ে গেছে।

হরিণঘাটা মাংস কেন্দ্র:

হরিণঘাটা মাংস কেন্দ্রটি (এইচ এম পি) 1964 সালে দপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 2006 সাল থেকে ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর কাছে পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়। এই কেন্দ্রটি মুরগি, ছাগল, ভেড়া এবং শূকর প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি এই পশুপালন থেকে প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত। এইচ এম পি-তে প্রতিটি পশুপালনের জন্য পৃথক প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট রয়েছে। নিরীক্ষার সময়, নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয়েছিল:

- এফ এস এস এ আই নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, কেন্দ্রটিতে যোগ্য কর্মীদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ছিল না। মাংস এবং মাংসজাত পণ্যের সমালোচনামূলক পরীক্ষা করার জন্য একজন রসায়নবিদ বা পশুচিকিৎসা মাইক্রোবায়োলজিস্ট অনুপস্থিত ছিলেন (জুন 2024 পর্যন্ত), যা পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা এবং পণ্যের গুণমান নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এছাড়াও, এফ এস এস এ আই ম্যানুয়াল এবং ডব্লিউ বি এল ডি সি এল দ্বারা প্রস্তুত এইচ এ সি সি পি-এর নিজস্ব ম্যানুয়াল অনুসারে, দূষণকারী বস্তুর পরীক্ষার জন্য প্রতি ছয় মাসে ই-কলি, সালমোনেলা এবং লিস্টেরিয়া-এর মতো পরীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রটি বাধ্য ছিল। এছাড়াও, এইচ এ সি সি পি ম্যানুয়াল সুপারিশ করেছিল যে এই ধরনের পরীক্ষা করার সময়, প্রতিটি পণ্যের পাঁচটি নমুনা পরীক্ষা করা উচিত। তবে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে যে 2023-24 সালে, নমুনাগুলি বছরে মাত্র একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং প্রতিটি পণ্যের নির্ধারিত পাঁচটি নমুনার পরিবর্তে একটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে পরীক্ষাগুলি এখন বছরে দুবার করা হচ্ছে। তবে, এর সমর্থনে নিরীক্ষাকে এ সংক্রান্ত কোনও নথি পেশ করা হয়নি।
- মাংস কেন্দ্রের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসারে, প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের মাংসজাত পণ্যগুলির গুণমান সুনিশ্চিত করার জন্য একজন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিদর্শন করার বিধি ছিল। তবে, অন্তিম পণ্যের গুণমান তদারকি করার জন্য কেন্দ্রটিতে কোনও প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপক ছিল না। এর ফলে গ্রাহকরা অন্তিম পণ্যগুলিতে পালক, চুল এবং নাইলনের সুতার মতো অবাঞ্ছিত বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করতেন। যদিও দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) জানিয়েছে যে প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপকের কাজটি একজন খাদ্য প্রযুক্তিবিদ দ্বারা করা হচ্ছে, কিন্তু প্রাপ্ত অভিযোগগুলি থেকে স্পষ্ট যে কেন্দ্রে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না।
- এই কেন্দ্রের একটি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময়সূচী রয়েছে যেখানে কেন্দ্রটিতে উৎপাদিত বিভিন্ন মাংসজাত পণ্যের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়সূচী অনুসারে, মাসে দুবার শূকরের মাংস, মুরগি এবং ভেড়ার মাংসের নমুনা পরীক্ষা করার কথা ছিল। তবে, কেন্দ্রের নিরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে কেন্দ্রটি তার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময়সূচী মেনে চলেনি এবং 2023-24 সালে প্রয়োজনীয় মাংসজাত পণ্যের 528 টি পরীক্ষার মধ্যে মাত্র 22 টি পরীক্ষা পরিচালনা করেছে।
- এফ এস এস এস অনুসারে, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রটিকে একটি পণ্য প্রত্যাহার দল গঠন করতে হত। তবে, একজন ক্রেতার (বিগ বাস্কেট) কাছ থেকে (এপ্রিল এবং মে 2024) তাদের কাছে সরবরাহ করা মাংস পণ্য সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। চালানের পরিমাণের নিরিখে সরবরাহ করা মাংসের পরিমাণ 664 কেজি কম ছিল। এইচ এম পি বিগ বাস্কেটকে তার বিরুদ্ধে করা দাবির প্রয়োজনীয়

যাচাই না করেই পণ্যের স্বল্প সরবরাহের জন্য 2.25 লক্ষ টাকা ক্রেডিট-নোট প্রদান করেছিল (জুন 2024)।

সুতরাং, সঠিক পরিষ্কার সুবিধার অভাবে, এইচ এম পি-তে তৈরি পণ্যের গুণমান নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি ছিল। এছাড়াও, মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করার জন্য যোগ্য পরীক্ষাগার কর্মী এবং অন্তিম পণ্য তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মীদের অভাব, পণ্যের গুণমান নিয়ে সন্দেহ তৈরি করেছিল।

সুপারিশ 7: দপ্তরকে মাংস পক্ৰিয়াকরণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে, কাঁচামাল এবং অন্তিম পণ্য উভয়ের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ-সুবিধা তৈরী করতে হবে এবং মাংস পক্ৰিয়াকরণ কেন্দ্রের ক্ষমতার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে হবে।

2.14 খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র

রাজ্যে (অক্টোবর 2023 পর্যন্ত) ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর ছয়টি⁷⁶ খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র চালু ছিল, যা গবাদি পশুর জন্য উন্নতমানের খাবার তৈরি এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য কাজ করছিল। এই কেন্দ্রগুলির উৎপাদিত পণ্য ডব্লিউ বি এল ডি সি এল, পি বি জি বি এস এবং এ আর ডি দপ্তরের অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত পোল্ট্রি এবং গবাদি পশুর খামারগুলিতে ব্যবহার করার কথা ছিল। ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-কে ই পি আই সি নামক ব্র্যান্ড ব্যক্তিগত ক্রেতাদের কাছে এই পণ্যগুলি বিক্রি করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল।

2.14.1 খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্রের কার্যকলাপ

কম উৎপাদন: নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্রগুলির কার্যকারিতা সর্বোত্তম ছিল না কারণ তারা তাদের সম্পূর্ণ স্থাপিত ক্ষমতা ব্যবহার করছিল না। ডব্লিউ বি এল ডি সি এল-এর দুটি⁷⁷ পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্রের মধ্যে দেখা গেছে যে একটি কেন্দ্রের (শালবনি খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র) ক্ষেত্রে, যার বার্ষিক ক্ষমতা 13,545 মেট্রিক টন ছিল সেখানে 2019-24 সময়কালে উৎপাদন 42 শতাংশ থেকে 72 শতাংশের⁷⁸ মধ্যে ছিল। একইভাবে, কল্যাণী ফিড মিলিং প্ল্যান্ট 2020-24 সময়কালে তার বার্ষিক 9,000 মেট্রিক টন ক্ষমতার 58 শতাংশ থেকে 68 শতাংশের⁷⁹ মধ্যে খাদ্য উৎপাদন করেছিল। উৎপাদন ক্ষমতার এত কম ব্যবহারের কারণ হিসেবে খাদ্যের কম বাজার চাহিদাকে দায়ী করা হয়েছিল। তবে, ডব্লিউ বি এল ডি সি এল এই ধরনের দুর্বল চাহিদার কারণ বিশ্লেষণ করার বা প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা করেনি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ স্বীকার করে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে পশু খাবার বিক্রি বাড়ানোর জন্য একটি বিপণন দল গঠন করা হয়েছে, যার ফলে পরবর্তীকালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বর্ধিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ: শিলিগুড়ি খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্রটি একটি বেসরকারি সংস্থার সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (আগস্ট 2022) যারা খাদ্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিক সরবরাহ করবে। চুক্তি অনুসারে, সংস্থাটিকে প্রতিদিন ন্যূনতম 18,000 কেজি উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রতি কেজি খাদ্যের জন্য 0.67 টাকা (সেপ্টেম্বর 2023 থেকে সংশোধিত

⁷⁶ পশুখাদ্য কেন্দ্র কল্যাণী (নদিয়া), শালবনি (পশ্চিম মেদিনীপুর), শিলিগুড়ি, গাজোল (মালদা), দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান) এবং মসাত্রাম।

⁷⁷ শালবনি এবং কল্যাণী পশুখাদ্য কেন্দ্র।

⁷⁸ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 5,709 মেট্রিক টন থেকে 9,764 মেট্রিক টনের মধ্যে।

⁷⁹ 5,237.825 মেট্রিক টন থেকে 6,132.777 মেট্রিক টন।

0.59 টাকা প্রতি কেজি) প্রদান করতে হবে। প্রতিদিন 18,000 কেজির বেশি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, প্রকৃত উৎপাদন অনুসারে শ্রমিক সরবরাহের খরচ পরিশোধ করা হবে।

নিরীক্ষা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এপ্রিল 2019 থেকে অক্টোবর 2022 পর্যন্ত প্ল্যান্টের দৈনিক গড় উৎপাদন ছিল মাত্র 2,732.11 কেজি। নভেম্বর 2022 থেকে ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত, মাত্র চারবার দৈনিক উৎপাদন 18,000 কেজির বেশি হয়েছিল। অন্যান্য সকল দিনে, গড় দৈনিক উৎপাদন ছিল 2,228.95 কেজি। ফলস্বরূপ, প্রতিদিন 18,000 কেজির বর্ধিত ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ফলে অনুৎপাদিত পরিমাণের জন্য শ্রম চার্জ প্রদান করতে হয়েছিল, যার ফলে 37.40 লক্ষ টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয় (পরিশিষ্ট-2.2)। এইভাবে, ডব্লিউ বি এল ডি সি এল প্রতিদিন 18,000 কেজির ন্যূনতম উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ভুল করেছে যার ফলে সংস্থাটি 37.40 লক্ষ টাকার অন্যায্য আর্থিক সুবিধা লাভ করেছে।

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে ভুল বাজার সমীক্ষার কারণে লক্ষ্যমাত্রা বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মান নিয়ন্ত্রণ: ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বি আই এস) 1374:2007 নির্দেশিকা অনুসারে, পোল্ট্রি খামারগুলিকে প্রতিটি কাঁচামালের ব্যাচে ন্যূনতম পরিমাণে ম্যাংকো এবং মাইক্রো⁸⁰ মিনারেলের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে হবে এবং সমাপ্ত পণ্যের প্রতিটি ব্যাচে বিপজ্জনক রাসায়নিকের⁸¹ উপস্থিতি পরীক্ষা করতে হবে। তবে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে যে শিলিগুড়ি খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র কর্তৃক এই জাতীয় কোনও পরীক্ষা করা হয়নি যার ফলে খাদ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি এবং পশুর স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থের ঘাটতি থাকার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।

এছাড়াও, বি আই এস নির্দেশিকা 2052:2009 অনুসারে, নির্ধারিত নমুনা পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি ব্যাচের জন্য গবাদি পশুর খাদ্যে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ইউরিয়া, আলফা টক্সিন, ভিটামিন ডি3, আর্দ্রতা, অপরিশোধিত প্রোটিন, ইথার নির্যাস ইত্যাদি পরীক্ষা করার কথা ছিল। তাছাড়া, কেন্দ্র কর্তৃক সমাপ্ত পণ্যে ধাতব পদার্থ এবং ভেজালের পরিমাণও পরীক্ষা করার কথা ছিল। তবে নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে শালবনি খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র কর্তৃক আর্দ্রতা, অপরিশোধিত প্রোটিন এবং ইথার নির্যাস ছাড়া উল্লিখিত কোনও পরীক্ষা করা হয়নি। লক্ষ্য করা গেছে যে কেন্দ্রের পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে না।

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে ফিড উপাদান চার্জিং পয়েন্টে প্ল্যান্ট মেটালিক অ্যারেস্টার⁸² চালু করা হবে।

সুপারিশ 8: বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে এবং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উন্নত বিপণন কৌশল তৈরি করে বিদ্যমান কেন্দ্রের ক্ষমতা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য দপ্তরকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

2.15 পরিকাঠামোর ব্যবহার না করা

পশুপালন সম্পর্কিত উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য দপ্তর বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। এই পরিকাঠামোর মধ্যে ছিল অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত পশুদের পৃথকীকরণের জন্য পৃথকীকরণ কেন্দ্র এবং পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে খামারের বর্জ্য নিক্ষেপনের জন্য জৈব-মিথেনেশন প্ল্যান্ট। নিরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে দপ্তর কর্তৃক তৈরি বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামো অকেজো পড়ে রয়েছে, যার ফলে যে লক্ষ্যগুলির জন্য সেগুলি স্থাপন করা হয়েছিল তা পূরণ হয়নি।

⁸⁰ ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরাইট, তামা এবং লোহা, দস্তা ইত্যাদি।

⁸¹ আর্সেনিক, ফ্লোরিন, পারদ, নাইট্রাইট এবং অ্যাক্সিটক্সিন।

⁸² পশুখাদ্য বা পশুখাদ্যের কাঁচামালে যদি কোনো ধাতব উপাদান থাকে, তবে তা আটক করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র।

2.15.1 জৈব-মিথানেশন কেন্দ্র

ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা গবাদি পশুর জন্য জৈব নিরাপত্তা এবং জৈব নিরাপত্তা ম্যানুয়াল, রোগজীবাণু ভার কমাতে গবাদি পশুর সার থেকে কম্পোস্ট তৈরি বা বায়োগ্যাস তৈরির সুপারিশ করেছে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নভেম্বর 2017-এ শালবনির ফ্লোজেন সিমেন্ট বুল স্টেশনে (এফ এস বি এস), পি বি জি এস বি এস কর্তৃক 24.98 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জৈব-মিথানেশন কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। তবে, নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে কারখানাটি কখনও চালু করা হয়নি (চিত্র 2.5)। স্টেশন ডিরেক্টর, এফ এস বি এস শালবনি বলেছেন যে কারখানাটি চালু না করার কারণ জানা নেই। ফলস্বরূপ, এফ এস বি এস-এ গবাদি পশুর সার নিরাপদে নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সাধন সম্ভব হয়নি।



চিত্র 2.5: জৈব-মিথানেশন কারখানা, শালবনি

একইভাবে, সেপ্টেম্বর 2015-এ হরিণঘাটার এফ এস বি এস-এ 24.95 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জৈব-মিথানেশন কারখানা নির্মাণ করা হয়েছিল, কিন্তু একটি গ্যাস পাইপের ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে এটিও আগস্ট 2019 থেকে কার্যকর ছিল না। স্টেশন ডিরেক্টর আগস্ট 2019-এ পি বি জি এস বি এস-এর কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো সত্ত্বেও, জুন 2024 পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সুতরাং, উভয় জৈব-মিথানেশন কারখানার জন্য 49.93 লক্ষ টাকা ব্যয় অপচয়ী ছিল, যা দপ্তরের উদাসীনতাকে তুলে ধরে।

উত্তরে দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2025) যে কারখানাগুলি 15 বছর বয়সী ছিল এবং তাদের সর্বোচ্চ সময় ধরে কাজ করেছে এবং এখন নিয়ম অনুসারে অকার্যকর। এই উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ শালবনি এবং হরিণঘাটার কারখানাগুলি 15 বছরের পুরনো নয়। শালবনি কারখানাটি কখনও চালু হয়নি এবং হরিণঘাটা কারখানাটি 2019 সাল থেকে খারাপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিষ্ক্রিয়তার কারণে বন্ধ হয়ে যায়, অবক্ষয়ের জন্য নয়।

2.15.2 কোয়ারেন্টাইন সেন্টার

দপ্তর কর্তৃক নকশাবাড়ির হাতিঘিশায় কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছিল আমদানি করা গবাদি পশুর মাধ্যমে বিপজ্জনক রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং পশুগুলির জবাইয়ের জন্য উপযুক্ত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত করার জন্য। তবে, লোকবলের অভাবের কারণে 2020 সালের মাঝামাঝি থেকে কেন্দ্রটি বন্ধ ছিল। স্টেশনটির দায়িত্বে থাকা ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও শিলিগুড়ি মহকুমা



চিত্র 2.6: কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র

পরিষদ ফেব্রুয়ারি 2024-তে দপ্তরকে লোকবলের জন্য অনুরোধ করেছিল যাতে এটি পুনরায় চালু করা যায় কিন্তু আগস্ট 2024 পর্যন্ত কোনও লোকবল সরবরাহ করা হয়নি (চিত্র 2.6)।

ফলে, সৃষ্ট সম্পদগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি এবং দীর্ঘ সময় ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, যার ফলে এগুলোর অবনতি এবং জীর্ণতা দেখা দিয়েছে। এছাড়াও, সম্পদের অব্যবহার স্টেকহোল্ডারদের জন্য পরিকল্পিত সুবিধার প্রবাহকেও প্রভাবিত করেছে।

সুপারিশ 9: দপ্তরের উচিত সময়োপযোগী মেরামত, পর্যাপ্ত লোকবল মোতায়ন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তৈরি পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবিত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে কাজক্ষিত সুবিধাগুলি বাস্তবায়িত হয়।

2.16 লোকবল

জাতীয় কৃষি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, 5,000 গবাদি পশুর জন্য একজন পশু চিকিৎসকের প্রয়োজন ছিল। ফেব্রুয়ারি 2024 পর্যন্ত, রাজ্য 36টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের⁸³ মধ্যে চিকিৎসক এবং পশু-পাখি অনুপাতের দিক থেকে 33তম স্থান অধিকার করে, যা ছিল 1:14,086 টি। এটি স্পষ্টভাবে এই সত্যকে তুলে ধরে যে রাজ্যের পশুপালন পরিচালনার জন্য আরও পশুচিকিৎসকের প্রয়োজন। লোকবলের ঘাটতি সম্পর্কিত নিরীক্ষার ফলাফল নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

2.16.1 এ আর ডি দপ্তরের অধীনস্থ প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে লোকবলের ঘাটতি, জি ও ডব্লিউ বি

এ আর ডি দপ্তরের অধীনস্থ প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি, উপ-পরিচালক (ডি ডি), সহকারী পরিচালক, ব্লক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং পশুচিকিৎসা কর্মকর্তা পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে খামার তত্ত্বাবধান, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং অংশীদারদের পশুচিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজ করে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে পশুপালন ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পদে লোকবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। সারণী-2.4-এ বর্ণিত বিভিন্ন পদে (আগস্ট 2024 অনুযায়ী) মোট 15 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ শূন্যপদ পর্যন্ত ছিল।

সারণি 2.4: আগস্ট 2024 অনুযায়ী এ আর ডি ডি-এর এ আর অ্যান্ড এ এইচ অধিদপ্তরের লোকবলের অবস্থান

ক্রমিক সংখ্যা	পদ	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত কর্মীর সংখ্যা	শূন্যপদ শতাংশে
1	উপদেষ্টা এবং পদাধিকারবলে প্রধান পরিচালক	1	0	100
2	পশুসম্পদ ও পশুচিকিৎসা পরিষেবার পরিচালক	1	0	100
3	অতিরিক্ত অধিকর্তা, এ আর ডি	5	2	60
4	যুগ্ম অধিকর্তা, এ আর ডি	12	3	75
5	উপ-অধিকর্তা, এ আর ডি	50	12	76
6	জেলা পশুচিকিৎসা আধিকারিক/সহকারী অধিকর্তা/ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক/ ভেটেনারি অফিসার	1,454	1,236	15
7	পশু চিকিৎসা ফার্মাসিস্ট	493	262	47
8	প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন সহকারি	3,358	487	85
	মোট	5,374	2,002	62.74

⁸³ 06 ই ফেব্রুয়ারি 2024-এ লোকসভার স্টারচিফি ছাড়া প্রশ্ন নং 535-এর উত্তর অনুসারে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) বলেছে যে শূন্যপদ পূরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এতে সময় লাগবে। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ হাসপাতাল, পরীক্ষাগার, কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র ইত্যাদির সুষ্ঠু ও কার্যকর কার্যকারিতার জন্য দপ্তরের পরিস্থিতি আগে থেকেই নির্ধারণ করে সমস্যাটি সমাধান করা উচিত ছিল।

2.16.2 দপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়গুলিতে লোকবলের ঘাটতি

জেলা পর্যায়ে, দপ্তরের কার্যাবলী ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও দ্বারা পরিচালিত হয়, যিনি প্রশাসনিক প্রধান। জেলাগুলির ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-কে সহকারী পরিচালকদের দ্বারা সহায়তা করা হয় যারা পশুখাদ্য উৎপাদন, রোগ তদন্ত, ঔষধ সংগ্রহ এবং পশুদের পরিচর্যা প্রদান এবং অন্যান্য পশুচিকিৎসা গবেষণা ও তদন্ত কার্যক্রমের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা আটটি জেলায় দেখা গেছে যে ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও পদগুলি এক থেকে ছয় বছর ধরে খালি ছিল (বীরভূম ব্যতীত)। পরিবর্তে এই কার্যালয়গুলি অতিরিক্ত সহকারী পরিচালকদের দ্বারা ডি ডি এ আর ডি এন্ড পি ও-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে পরিচালিত হচ্ছিল। এছাড়াও, পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা আটটি জেলায় (92টি পদের মধ্যে) 17 টি সহকারী পরিচালকের পদ খালি ছিল। এই স্তরে প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব জেলা পর্যায়ে আধিকারিকদের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করেছিল যার ফলে ক্ষেত্রীয় কার্যকলাপের উপর দুর্বল নজরদারি এবং পরিকল্পনাগুলির অকার্যকর বাস্তবায়ন ঘটে, যার ফলস্বরূপ পশুচিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ব্যাহত হয়েছিল।

দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2025) উত্তর দিয়েছে যে পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

2.16.3 পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলিতে লোকবলের অভাব

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে রাজ্যের তিনটি⁸⁴ পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা পলিক্লিনিকের মধ্যে দুটিতে 22 জন অনুমোদিত কর্মচারীর নিরিখে 9 জন কর্মচারী রয়েছে। ফলস্বরূপ, পলিক্লিনিকগুলি বিভিন্ন রোগ তদন্ত পরীক্ষা করার বা **অনুচ্ছেদ 2.8.1.1(ক)-এ** আলোচনা করা সমস্ত উপলব্ধ উচ্চমানের সরঞ্জাম ব্যবহার করার অবস্থায় ছিল না। মাটিগাড়ার অন্যান্য পলিক্লিনিকগুলিতে, অনুমোদিত কর্মচারী এবং উপলব্ধ লোকবল সম্পর্কে কোনও বিবরণ নিরীক্ষাকে পেশ করা হয়নি।

এছাড়াও, গ্রাম পঞ্চগয়েতে অবস্থিত পশুদের প্রাথমিক পশুচিকিৎসা সহায়তা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য দপ্তরের 2,054 টি প্রাণী উন্নয়ন সহায়তা কেন্দ্র (এ ডি এ সি) ছিল। এই কেন্দ্রগুলি পশুসম্পদ উন্নয়ন সহকারী (এল ডি এ) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। তবে, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই 2,054 টি এ ডি এ সি-এর মধ্যে, দপ্তরে মাত্র 176 টি এল ডি এ-এর প্রাপ্যতার কারণে মাত্র 176 টি এ ডি এ সি-তে কাজ করছিল এবং এল ডি এ-এর পদ শূন্য থাকার কারণে বাকি এ ডি এ সি-গুলি কার্যকর ছিল না।

সুতরাং, লোকবলের অভাবে, পশুচিকিৎসা হাসপাতালগুলি পর্যাপ্ত চিকিৎসা প্রদানের মতো অবস্থায় ছিল না এবং অস্ত্রোপচার, রোগ তদন্ত, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল।

2.16.4 রোগ তদন্ত ল্যাবরেটরিতে লোকবলের ঘাটতি

পরীক্ষামূলক ভাবেভাবে যাচাই করা নয়টি রোগ তদন্ত পরীক্ষাগারে (ডি আই এল) তে দেখা গেছে যে কোনও পরীক্ষাগারেই তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না।

⁸⁴ পলিক্লিনিক সিউড়ি (বীরভূম) এবং বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)।

সাতটি⁸⁵ ডি আই এল-এ, অনুমোদিত 31 জন কর্মীর নিরিখে, মাত্র 13 জন কর্মী⁸⁶ নিয়োগ করা হয়েছে। লোকবলের অভাবের কারণে, নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা করা, জৈব বর্জ্য নিষ্কাশন, সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ডি আই এল-গুলিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দুটি⁸⁷ ডি আই এল নিরীক্ষাকে লোকবল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করেনি।

নদীয়া জেলার বেথুয়াডহরিতে অবস্থিত আঞ্চলিক পরীক্ষাগারের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় কর্মী, অর্থাৎ একজন উপ-পরিচালক (মাইক্রো), চারজন সহকারী পরিচালক এবং চারজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, যাদের এই সুবিধা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, তাদের কাউকেই নিয়োগ করা হয়নি। নিকটবর্তী এস এ এইচ সি বেথুয়াডহরির একজন পশ্চিকিৎসা কর্মকর্তাকে পরীক্ষাগারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে পরীক্ষাগারের সামগ্রিক কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়েছিল। লোকবলের অভাবে পরীক্ষাগারটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করতে বা পর্যাপ্ত পরীক্ষা পরিচালনা করতেও সক্ষম হয়নি।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরীক্ষাগারটিও লোকবলের অভাবে 2015 থেকে অকার্যকর ছিল। পরীক্ষাগারের আধিকারিকদের⁸⁸ ডব্লিউ বি এল ডি সি এল এবং পি বি জি এস বি এস প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে আঞ্চলিক পরীক্ষাগারটি কোনও লোকবল ছাড়াই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল।

2.17 অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান যা যথাযথ তত্ত্বাবধান এবং নজরদারির মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়। নিরীক্ষায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে যা নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

পশ্চিকিৎসা হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অভাব:

- দপ্তর আবশ্যিক রেজিস্টার (রোগের প্রাদুর্ভাবের রেজিস্টার, পশুপালনের রেজিস্টার, নমুনার রেজিস্টার এবং ময়নাতদন্তের রেজিস্টার ইত্যাদি) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও নির্দেশিকা নির্ধারণ করেনি। ফলস্বরূপ, মহামারীর ইতিহাস লক্ষ্য করার জন্য কোনও পলিক্লিনিকে প্রাদুর্ভাব রেজিস্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ করা হয়নি। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হাসপাতালের মধ্যে চারটি এস এ এইচ সি⁸⁹, 14টি বি এ এইচ সি⁹⁰ এবং 14টি এ বি এ এইচ সি⁹¹ দ্বারাও এগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছিল না। মহামারী মোকাবিলার কৌশল তৈরিতে অতীতের কৌশলগুলির ধারণা নেওয়ার জন্য এই জাতীয় নথি রক্ষণাবেক্ষণ একটি কার্যকর পস্থা।

⁸⁵ ডি আই বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), ডি আই কৃষ্ণনগর (নদিয়া), ডি আর আই পরীক্ষাগার শিলিগুড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), জেলা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি জলপাইগুড়ি এবং মুরগি রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর)।

⁸⁶ সহকারী পরিচালক এ আর ডি (ডি আই), ল্যাব টেকনিশিয়ান, ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট, পিয়ন ইত্যাদি।

⁸⁷ ডি আই বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) এবং ডি আই দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান)।

⁸⁸ উপ-পরিচালক মাইক্রো, এ ডি (ডি আর এন্ড আই), এ ডি মাইক্রো এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানগণ।

⁸⁹ এস এ এইচ সি জলপাইগুড়ি, দুর্গাপুর, লালবাগ এবং রায়গঞ্জ।

⁹⁰ বি এ এইচ সি সিউডি-II ও নলহাটি-I (বীরভূম), রাজগঞ্জ (জলপাইগুড়ি), কাঁকসা, জামুরিয়া ও রানিগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), কালিগঞ্জ ও নবদ্বীপ (নদিয়া), রঘুনাথগঞ্জ-I, বেলডাঙা-II ও হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চাপরা, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁹¹ এ বি এ এইচ সি বার্লা ও দেউচা (বীরভূম), ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), গাইরকাটা ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি), কুলডিহা (পশ্চিম বর্ধমান), বামনপুকুর, বরইতনা ও দিগনগর (নদিয়া), বড়লা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর)।

- টিকা পরিকল্পনা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, পশুসম্পদ প্রোফাইল ডেটা, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা হাসপাতালের 19টি বি এ এইচ সি⁹² এবং 11টি এ বি এ এইচ সি⁹³-তে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।
- এছাড়াও, পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা দুটি বি এ এইচ সি⁹⁴ এবং তিনটি⁹⁵ এ বি এ এইচ সি তে নমুনার উন্নত তদন্ত পরিচালনা বা বাইরের পরীক্ষাগারে নমুনা পাঠানোর তথ্য সংক্রান্ত কোনও নমুনা রেজিস্টার ছিল না। পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বি এ এইচ সি গুলির 21টিতে⁹⁶ ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য ময়নাতদন্ত রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করেনি এবং এ বি এ এইচ সি গুলির কোনওটিতেই কোনও ময়নাতদন্ত রেজিস্টার ছিল না। এই ধরনের নথির অভাব হাসপাতালগুলির রোগ তদন্ত করার ক্ষমতা সীমিত করে।

ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎসা ক্লিনিক:

- এম ভি সি-এর এস ও পি অনুসারে, বি এল ডি ও-এর কাজ হল এম ভি সি-এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এম ভি সি-এর সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করা। তবে নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে সাতটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা এম ভি সি-এর মধ্যে দুটিতে⁹⁷ বি এল ডি ও-এর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়নি।
- তাছাড়া, এস ও পি অনুসারে, একটি দপ্তরীয় এবং জেলাস্তরীয় দল এম ভি সি গুলির অন-সাইট পারফরম্যান্সের জন্য আকস্মিক এবং নিয়মিত পরিদর্শন করার কথা ছিল, কিন্তু 2022-23 এবং 2023-24 সালের মধ্যে এই ধরনের কোনও দল দুটি⁹⁸ পরীক্ষামূলক ভাবে এম ভি সি গুলিতে কখনও পরিদর্শন করেনি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে, নির্দেশিকা অনুসারে এম ভি সি গুলির পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয়নি এবং দেখা গেছে যে এম ভি সি গুলিতে সরঞ্জাম এবং ওষুধের অভাব ছিল যা এই ক্লিনিকগুলিতে প্রদত্ত চিকিৎসার মানকে প্রভাবিত করছিল।

2.18 উপসংহার

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে পরিকাঠামো, লোকবল, সরঞ্জাম এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতায় গুরুতর ঘাটতি ছিল। পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, পলিক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অপরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা, ওষুধের ঘাটতি এবং অকার্যকর রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের অভাব দেখা গেছে, যা কার্যকর পশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে সীমিত করেছে।

⁹² বি এ এইচ সি কেশপুর ও ডেবরা (পশ্চিম মেদনিপুর), সিউড়ি-II (বীরভূম), ধুপগুড়ি, রাজগঞ্জ ও মাটিয়ালি (জলপাইগুড়ি), খাড়িবাড়ি ও মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), কাঁকসা, জামুরিয়া ও রানীগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), কৃষ্ণনগর-I ও নবদ্বীপ (নদিয়া), রঘুনাথগঞ্জ-I, বেলডাঙ্গা-II ও হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁹³ এ বি এ এইচ সি বাল্লা (বীরভূম), গাইরকাটা, মাতেঙ্গি ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি), কুলডিহা (পশ্চিম বর্ধমান), বামনপুকুর (নদিয়া), বড়লা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর)।

⁹⁴ বি এ এইচ সি ডেবরা (পশ্চিম মেদনিপুর), এবং রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁹⁵ এ বি এ এইচ সি বড়লা (মুর্শিদাবাদ), দিগনগর ও বরইতনা (নদিয়া)।

⁹⁶ বি এ এইচ সি দাসপুর-II ও ডেবরা (পশ্চিম মেদনিপুর), সিউড়ি-II, মহম্মদ বাজার ও নলহাটি-I (বীরভূম), ধুপগুড়ি, রাজগঞ্জ ও মাটিয়ালি (জলপাইগুড়ি), খাড়িবাড়ি ও মাটিগাড়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), কাঁকসা, জামুড়িয়া, ও রানীগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), কালিগঞ্জ, কৃষ্ণনগর-I ও নবদ্বীপ (নদিয়া), রঘুনাথগঞ্জ-I ও হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)।

⁹⁷ এম ভি সি কাঁকসা (পশ্চিম বর্ধমান) এবং ফাঁসিদেওয়া (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ)।

⁹⁸ এম ভি সি নবদ্বীপ (নদিয়া) এবং ইটাহার (উত্তর দিনাজপুর)।

লোকবলের ঘাটতি, খারাপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরঞ্জামের অভাবের কারণে রোগ তদন্ত এবং আঞ্চলিক পরীক্ষাগারগুলি মূলত অব্যবহৃত বা অকার্যকর ছিল, যা রোগ নজরদারি এবং রোগ নির্ণয়কে দুর্বল করে তুলেছিল।

হাঁস-মুরগি এবং পশুপালনের খামারগুলিতে মৌলিক জৈব-নিরাপত্তা পরিকাঠামোর অভাব ছিল, যার ফলে পশুদের ঘন ঘন রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব এবং মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল। একইভাবে, খাদ্য প্রস্তুতকারক কেন্দ্র এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটগুলি দুর্বল মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সম্পদের দুর্বল ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি এবং সুরক্ষা মানদণ্ডে ত্রুটিসহ কম ক্ষমতায় পরিচালিত হচ্ছিল।

এছাড়াও, জৈব চিকিৎসা বর্জ্য নির্ধারিত নিয়ম মেনে পরিচালনা করা হচ্ছিল না এবং রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় দপ্তরের কার্যকর প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা ছিল না। কৌশলগত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মেনে না চলা পুরো দপ্তরের পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলিকে প্রতিফলিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়

উপকূলীয় পর্যটনের উপর বিষয়ভিত্তিক
মান্যতা নিরীক্ষা, যার মধ্যে সৈকত/
ম্যানগ্রোভ অরন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ইকো-
ট্যুরিজমের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে

তৃতীয় অধ্যায়

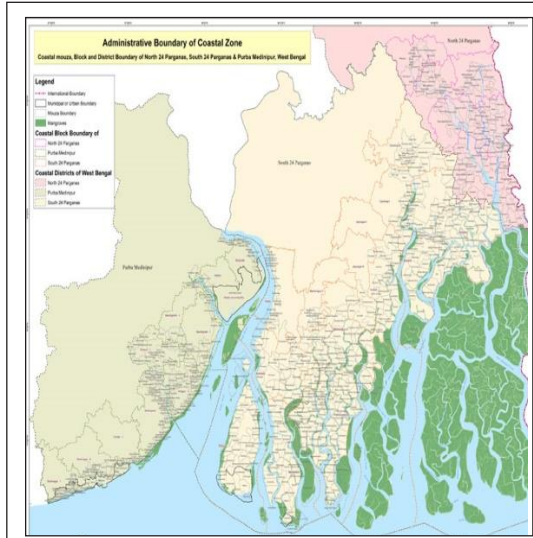
পর্যটন, নগর উন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক, বন এবং পরিবেশ দপ্তর

3 উপকূলীয় পর্যটনের উপর বিষয়ভিত্তিক মান্যতা নিরীক্ষা, যার মধ্যে সৈকত/ম্যানগ্রোভ অরন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ইকো-ট্যুরিজমের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে

3.1 ভূমিকা

বিশ্বব্যাংক রু ইকোনমিকে সমুদ্র বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, উন্নত জীবনযাত্রা এবং কর্মসংস্থানের জন্য সামুদ্রিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। 2015 সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এজেন্ডা 2030 গ্রহণ করেছে, যেখানে 17টি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস ডি জি) নির্ধারিত করা হয়েছে। এর মধ্যে, বেশ কয়েকটি এস ডি জি স্পষ্টভাবে উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যার মধ্যে রয়েছে এস ডি জি-12 যা সামুদ্রিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার এবং উৎপাদনের কথা বলে, এবং এস ডি জি-14 (জলের নীচের জীব)। এই এস ডি জি যা প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং পরিবেশ-বান্ধব ব্যবহারের কথা বলে, এর উপর ভিত্তি করে ভারতের রু ইকোনমি উপকূলবর্তী অঞ্চলে জাহাজ চলাচল, পর্যটন, মাছ ধরা ইত্যাদি বিস্তৃত ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চল প্রধানত তিনটি জেলায় বিস্তৃত রয়েছে যথা (1) পূর্ব মেদিনীপুর, (2) দক্ষিণ 24 পরগনা এবং (3) উত্তর 24 পরগনা (শুধুমাত্র হিংগলগঞ্জ অঞ্চল)। রাজ্যটির উপকূলরেখা 158 কিলোমিটার (বেসলাইন অনুসারে পরিমাপ), এবং অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে এই সংখ্যা 534 কিলোমিটারে পৌঁছেছে। রাজ্যের উপকূলীয় মানচিত্র চিত্র 3.1-এ দেখানো হল।



চিত্র 3.1: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের মানচিত্র

(উৎস: ছবিটি আই ই এস ডব্লিউ এম-এর ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া)

24 পরগনা এবং উত্তর 24 পরগনার উপকূলীয় জেলাগুলিতে বেশ কয়েকটি পর্যটন সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও, নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তর (ইউ ডি এন্ড এম এ ডি)-

রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবনের অনন্য ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র, দক্ষিণ 24 পরগনার বকখালি এবং ফেজারগঞ্জের সমুদ্র সৈকত এবং পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর এবং শঙ্করপুরের সমুদ্র সৈকত।

উপকূলবর্তী অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিস্তারের কারণে এই রাজ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এবং উপকূলীয় পর্যটন থেকে রাজস্ব আয় করে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি, 2016 অনুসারে, রাজ্যে উপকূলীয় পর্যটনের উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য উপকূলীয় পর্যটন সার্কিট এবং সুন্দরবন উপকূলীয় পর্যটন সার্কিট নামে দুটি পর্যটন সার্কিট তৈরি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ

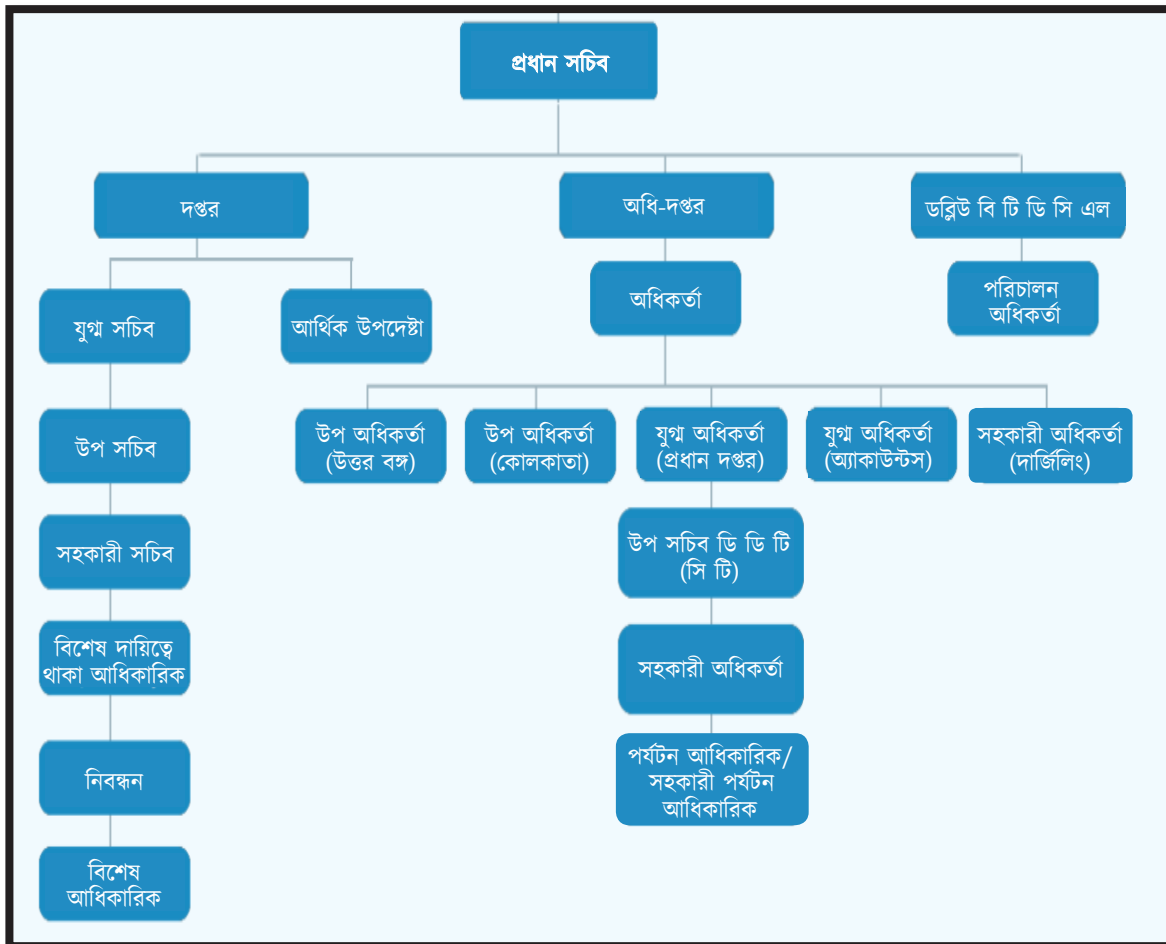
এর অন্তর্গত দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডি এস ডি এ) এবং গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জি বি ডি এ), বন দপ্তর (এফ ডি) এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি⁹⁹-এর সাথে রাজ্যে উপকূলীয় জেলাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত করে।

3.2 সাংগঠনিক কাঠামো

3.2.1 পর্যটন দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর রাজ্যে উপকূলীয় পর্যটনের প্রচারের জন্য নোডাল দপ্তর। প্রধান সচিব হলেন দপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান যাকে যুগ্ম সচিব এবং আর্থিক উপদেষ্টা নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ইত্যাদিতে সহায়তা করেন। পর্যটন, অধিদপ্তর-এর নেতৃত্বে রয়েছেন অধিকর্তা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে যুগ্ম অধিকর্তা এবং উপ-অধিকর্তারা সহায়তা করেন। দপ্তর কর্তৃক স্থাপিত হোটেলগুলির পরিচালনা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পর্যটন কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল) দ্বারা পরিচালিত হয়। দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো তালিকা 3.1-এ দেখানো হল:

তালিকা 3.1: দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো



উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও, (i) জেলার মধ্যে পর্যটন উন্নয়নের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করা, (ii) পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে এমন অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, (iii) বিদ্যমান পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা

⁹⁹ বিভাগীয় বন কার্যালয় (ডি এফ ও), সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র (এস টি আর)।

পর্যবেক্ষণ করা এবং (iv) চলমান যে কোন প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করার জন্য জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা জেলা স্তরে 2017 সালের মে মাসে জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (ডি টি ডি সি) গঠন করা হয়। ডি টি ডি সি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসক বা তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল; মনোনীত ব্যক্তির অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম) পদমর্যাদার নীচে হবেন না। উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা এ ডি এম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডি এফ ও) এবং পূর্ত দপ্তরের (পি ডব্লিউ ডি) বরিষ্ঠতম বাস্তবকার এই কমিটির সদস্য। এই কমিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহণ, সেচ, জল সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাধানের জন্য প্রাসঙ্গিক আধিকারিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে এমন বিশিষ্ট বাসিন্দাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা (ডি আই সি ও) কমিটির সদস্য সচিব ও আহ্বায়ক।

এছাড়াও, একটি প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটি (পি সি সি) গঠন করা হয়েছিল (জুন 2021) যা পরে পর্যটন দপ্তরের সচিবের সভাপতিত্বে দপ্তরীয় পর্যায়ে পুনর্গঠিত (আগস্ট 2023) হয়, এর অন্যান্য সদস্যরা হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক-ডব্লিউ বি টি ডি সি এল; আর্থিক উপদেষ্টা-পর্যটন বিভাগ; যুগ্ম অধিকর্তা-পর্যটন, অধিকার; সংশ্লিষ্ট জেলার পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ ডি এম (জেলা প্রকল্পের জন্য), অধীক্ষক বাস্তবকার (উত্তর)-ডব্লিউ বি টি ডি সি এল; নির্বাহী বাস্তবকার-ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং অন্যান্য উপযুক্ত আমন্ত্রিত সদস্যরা। উপ সচিব (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল প্রজেক্ট সেল) কমিটির সদস্য আহ্বায়ক ছিলেন। উপলব্ধ বাজেট বিবেচনা করে সমস্ত প্রকল্প খতিয়ে দেখে এবং সেগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যটন দপ্তরের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করতে কমিটিটি গঠন করা হয়েছিল।

3.3 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

উপকূলীয় পর্যটন-এর উপর এস এস সি এ, নিম্নলিখিত মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল:

- (ক) উপকূলীয় পর্যটনের উন্নয়নের জন্য কোনও কর্মপরিকল্পনা/মাস্টার প্ল্যান ছিল কিনা, যার মধ্যে নতুন/সম্ভাব্য স্থানগুলি চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান স্থানগুলির উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা।
- (খ) উপকূলীয় পর্যটন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন, সম্পাদন এবং ব্যবস্থাপনা কার্যকরী ছিল কিনা, সাশ্রয়ী, দক্ষ এবং উপকূলীয় নিয়মাবলী/নির্দেশিকা মেনে চলছিল কিনা;
- (গ) উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটে পি পি পি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা;
- (ঘ) উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং স্বনিয়ন্ত্রিত মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে পর্যটন কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিল কিনা;
- (ঙ) পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে পর্যবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর ছিল কিনা;

3.4 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

এস এস সি এ-তে 2019-20 থেকে 2023-24 পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে পর্যটন দপ্তর, ইউ ডি অ্যান্ড এম এ ডি, বন দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ দপ্তরের উপকূলীয় পর্যটনের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নের প্রচেষ্টাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

বিশেষ করে উপকূলীয় পর্যটন সার্কিট এবং সুন্দরবন পর্যটন সার্কিটে উপকূলীয় পর্যটন উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলি এস এস সি এ-তে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা (শুধুমাত্র হিংগালগঞ্জ অঞ্চল) এবং দক্ষিণ 24 পরগনা এই উপকূলীয় জেলাগুলি

এস এস সি এ-এর আওতাভুক্ত ছিল কারণ উপকূলীয় পর্যটন সম্পর্কিত রাজ্যের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি প্রধানত এই তিনটি জেলায় কেন্দ্রীভূত ছিল।

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে দপ্তরগুলির সাথে একটি এন্ট্রি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় (03 ডিসেম্বর 2024) এবং তারপরে পর্যটন দপ্তর, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট/কার্যালয় যেমন পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার জেলা শাসকের কার্যালয় (পর্যটন শাখা), ডি এস ডি এ, জি বি ডি এ, সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (এস বি আর) এবং সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ (এস টি আর)-এ রক্ষিত নথিগুলি বিশ্লেষণ করা হয়, এই বিশ্লেষণ নিরীক্ষা অনুরোধ/নিরীক্ষা জিজ্ঞাসা/নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, আলোকচিত্র গ্রহণ এবং যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার আগে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের নিরিখে দপ্তরের জবাব এবং প্রতিবেদনের বিষয়ে দপ্তরের প্রতিক্রিয়া যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়। এস এস সি এ শেষ হওয়ার আগে 13 মে 2025-এ দপ্তরের সাথে একটি এক্সিট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

3.5 নিরীক্ষার মানদণ্ড

এস এস সি এ-এর জন্য নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি নিম্নলিখিত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

- (ক) পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি 2016 এবং 2019;
- (খ) উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড) বিজ্ঞপ্তি 2011 এবং 2019 এবং সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (আই সি জেড এম) নিয়ম সহ জি ও ডব্লিউ বি-এর উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সি জেড এম পি);
- (গ) পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়মাবলী, 1986;
- (ঘ) স্বদেশ দর্শন নির্দেশিকা 2.0;
- (ঙ) জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974;
- (চ) প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়মাবলী, 2016 এবং 2018, 2021 এবং 2022-এ পরবর্তী সংশোধনী;
- (ছ) পশ্চিমবঙ্গ হোমস্টে পর্যটন নীতি 2017 এবং 2022;
- (জ) বিভিন্ন সময়ে জারি হওয়া সরকারি আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি;
- (ঝ) ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি)/আদালতের আদেশ, যদি থাকে।

নিরীক্ষার ফলাফল

এস এস সি এর ফলাফলগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল:

3.6 পর্যটক আগমনের হার

2020-24 সময়কালে, উপকূলীয় অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক আগমনের হার 2020 সালে 22.82 শতাংশ থেকে 2024 সালে 14.31 শতাংশে নেমে এসেছে। এছাড়াও, এও লক্ষ্য করা যায় যে 2020 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিদেশী পর্যটকদের আগমনের হার নগণ্য, যা এই ক্ষেত্র থেকে রাজ্যের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে। 2019-2024 সময়কালে রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের বিস্তারিত বিবরণ সারণী 3.1-এ দেওয়া হল:

সারণী 3.1: ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে পর্যটক আগমনের হার

বছর	পর্যটক আগমন (লক্ষতে)							উপকূলীয় পর্যটকের ভাগ (শতাংশ)			
	পশ্চিমবঙ্গ			পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকা ¹⁰⁰							
	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	হ্রাসের %(-)/ পর্যটক বৃদ্ধি (+)	দেশী	বিদেশী	মোট	হ্রাস (-)/ পর্যটক বৃদ্ধি (+)
2019	923.7	16.6	940.2	270.4	1.2	271.6	----	29.28	7.10	28.89	----
2020	289.8	4.6	294.4	66.9	3.3	67.2	(-) 75.26	23.09	6.13	22.82	(-)21.01
2021	243.1	0.3	243.5	60.1	0.0	60.1	(-) 10.56	24.72	1.68	24.69	(+)8.19
2022	879.8	10.4	890.2	187.9	0.0	187.9	(+) 212.64	21.35	0.10	21.11	(-)14.50
2023	1456.7	27.1	1483.8	218.5	0.4	218.9	(+) 16.50	15.00	1.54	14.76	(-)30.08
2024	1844.8	31.2	1876.0	268.5	0.03	268.5	(+) 22.66	14.55	0.10	14.31	(-) 3.05

(উৎস: পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দপ্তর দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)

3.7 পরিকল্পনা

তিনটি উপকূলীয় জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং উত্তর 24 পরগনায় (হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল) উপকূলীয় বাস্তুসংস্থান, জীবিকা এবং উপকূলীয় উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। এই এলাকাগুলিতে যে কোনও উন্নয়ন কৌশলের জন্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক চাহিদার সাথে দীর্ঘস্থায়ী প্রয়োজনীয়তার ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। অপরিবর্তিত/অবিবেচনামূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে উপকূলীয় স্থিতিশীলতা এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে যে কোনও খারাপ কাজ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর উপর, বিশেষ করে তাদের জীবন-জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সুতরাং, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকিগুলি সনাক্ত করতে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের সমাপ্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য দক্ষ পরিকল্পনা প্রয়োজন। উপকূলীয় পর্যটনের পরিকল্পনা সম্পর্কিত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে:

3.7.1 উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে পরিকল্পনার সংশোধন

ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, (এম ও ই এফ এন্ড সি সি, জি ও আই), জানুয়ারী 2011-এ পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন 1986-এর ধারা 3-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করে, কিছু উপকূলীয় অঞ্চলকে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড)-এর অংশ হিসাবে ঘোষণা করে। এছাড়াও, 2019 সালের জানুয়ারিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল, উপকূলীয় পরিবেশ/সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির সংরক্ষণ ও সুরক্ষার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিকভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রচারের চেষ্টা করেছিল। তদনুসারে, 2019 সালের সি আর জেড অনুসারে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে নিম্নলিখিত চারটি প্রধান বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সেখানে অনুমোদিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল:

- **সি আর জেড-I** পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা। এটিকে আরও দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; সি আর জেড-IA, যার অন্তর্ভুক্ত হল ম্যানগ্রোভ, বালিয়াড়ি ইত্যাদি এবং সি আর জেড-IB যার অন্তর্ভুক্ত হল সর্বনিম্ন জলসীমা (এল টি এল) এবং সর্বোচ্চ জল সীমা (এইচ টি এল)-এর মধ্যবর্তী আন্তঃ-জোয়ার এলাকা।

¹⁰⁰ এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনার পর্যটন তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- সি আর জেড-II-এর মধ্যে রয়েছে সেই সকল উন্নত নগর এলাকা যা উপকূলের কাছাকাছি, বর্তমান পৌরসভার সীমানার মধ্যে বা অন্যান্য বিদ্যমান আইনী মনোনীত শহুরে এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
- সি আর জেড-III: যা তুলনামূলকভাবে নির্বিঘ্ন স্থলভাগ (যেমন গ্রামীণ এলাকা) এবং যা সি আর জেড-II-এর অধীনে নেই। 2011 সালের আদমশুমারি অনুসারে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা যথাক্রমে 2,161-এর বেশি বা তার চেয়ে কম জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে এটিকে যথাক্রমে সি আর জেড-IIIA এবং সি আর জেড-IIIB হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।
- সি আর জেড-IV- জল এলাকা ও সমুদ্রতল নিয়ে, যাকে পরবর্তীতে সি আর জেড-IVA¹⁰¹ এবং সি আর জেড-IVB¹⁰²-তে বিভক্ত করা হয়।

সি আর জেড এলাকায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার আগে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষা চালাতে হয় এবং এরপর, এম ও ই এফ এন্ড সি সি, জি ও আই সহ রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের কাছ থেকে আগাম অনুমোদন নিতে হয়।

সি আর জেড 2011-এর উপর ভিত্তি করে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সি জেড এম পি) রাজ্য দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং 2018-এর অক্টোবরে এম ও ই এফ এন্ড সি সি, জি ও আই দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

এছাড়াও, 2019 সালের সংশোধিত সি আর জেড-এ নিয়ম অনুসারে, এম ও ই এফ এন্ড সি সি, জি ও আই জুন 2019-এ সমস্ত উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিকে তাদের সি জেড এম পি সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে এইচ টি এল-এর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে নির্মাণ কাজ ও পর্যটন কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি, 2019-এর নিয়ম অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর মার্চ 2020-এ সি জেড এম পি সংশোধন করে এবং অক্টোবর 2024-এ অনুমোদনের জন্য এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর কাছে জমা দেয়। তবে, জানুয়ারী 2025-এ এম ও ই এফ এন্ড সি সি দ্বারা উত্থাপিত প্রযুক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্বের কারণে সংশোধনটি অনুমোদিত হয়নি (মে 2025)। ফলস্বরূপ, সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2019-এর আওতায় নির্ধারিত ‘নো ডেভেলপমেন্ট জোন’¹⁰³-এর বাইরের উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যটনের পাশাপাশি অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য নিয়মের শিথিলতা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

3.7.2 ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন

ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (এল ইউ ডি সি পি) হল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবহৃত একটি পরিকল্পনা নথি যা ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য স্থান চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে ভূমি উন্নয়ন এবং নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত একটি পরিকল্পনা। এল ইউ ডি সি পি একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে¹⁰⁴ উন্নয়ন এবং জমির সাধারণ ব্যবহারের জন্য

¹⁰¹ এল টি এল থেকে সমুদ্র অভিমুখে 12 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত জল এলাকা এবং সমুদ্রতল।

¹⁰² উভয় তীরে এল টি এল পর্যন্ত জোয়ার-প্রভাবিত জলাশয়গুলির জল এলাকা।

¹⁰³ সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011 অনুসারে, সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় এইচ টি এল থেকে 200 মিটার অবধি ‘নো ডেভেলপমেন্ট জোন’ ছিল, যা সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2019-এর অধীনে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামীণ এলাকার জন্য এইচ টি এল থেকে হ্রাস করে 50 মিটারে করা হয়।

¹⁰⁴ যেমন আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক, কৃষি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন, বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদ, মৎস্য চাষ, সরকারি ও আধা-সরকারি উন্মুক্ত স্থানের জন্য ল্যান্ডস্কেপিং, পার্ক, খেলার মাঠ, জলাশয় ইত্যাদি।

পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ/উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মানচিত্র সহ নীতি এবং সাধারণ প্রস্তাবনা তৈরিতে সহায়তা করে।

পশ্চিমবঙ্গ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, 1979 (ডব্লিউ বি টি সি পি আইন)-এর ধারা 31 অনুসারে, প্রতিটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা এলাকা¹⁰⁵ ঘোষণার দু'বছরের মধ্যে এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুত করবে এবং আইনের ধারা 37-এর অধীনে ইউ ডি অ্যান্ড এম এ ডি, জি ও ডব্লিউ বি থেকে অনুমোদন নেবে।

এটি লক্ষ্য করা যায় যে ডি এস ডি এ-এর পরিকল্পনা এলাকার অধীনে মোট 51 টি মৌজার মধ্যে ইউ ডি এন্ড এম এ ডি, এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুতির জন্য নির্ধারিত মাস (নভেম্বর 1993) থেকে 20 বছর বিলম্বে উন্নয়ন ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য 42 টি মৌজার (8,752.62 একর) এল ইউ ডি সি পি¹⁰⁶ অনুমোদন করেছে (মার্চ 2015)। এছাড়াও, বাকি নয়টি মৌজা¹⁰⁷ (8,462.42 একর)-এর জন্য এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুত হয়নি (মে 2025)। এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুত না করার ফলে পরিকল্পিত এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হয়নি, সি আর জেড নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলগুলি পরিবেশগত এবং পরিকাঠামোগত ঝুঁকির সন্মুখীন হয়েছে।

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011-এর অধীনে সি জেড এম পি প্রস্তুতের নির্দেশিকা অনুসারে, এম ও ই এফ এন্ড সি সি দ্বারা অনুমোদিত সি জেড এম মানচিত্র অনুযায়ী স্থানীয় স্তরের সি জেড এম মানচিত্র প্রস্তুত করতে হবে, যেখানে এইচ টি এল এবং এল টি এল-এর সীমানা চিহ্নিত থাকবে, যা স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সি আর জেড এলাকা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011-এর পরিশিষ্ট 1 এবং 4-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সি আর জেড I, II, III এবং IV অঞ্চলের সীমানা অনুসারে সি জেড এম মানচিত্র প্রস্তুত করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরির সময় হাজার্ড লাইন (এইচ এল)¹⁰⁸-কেও ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং, সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011 অনুসারে উপকূলীয় পরিকল্পনা এলাকার জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বা এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুত করা অপরিহার্য, কারণ ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়ন প্রস্তাবগুলি উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ম মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য এইচ টি এল, এল টি এল, এইচ এল এবং সি আর জেড বিভাগগুলির (সি আর জেড-I, II, III, IV) সীমানা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

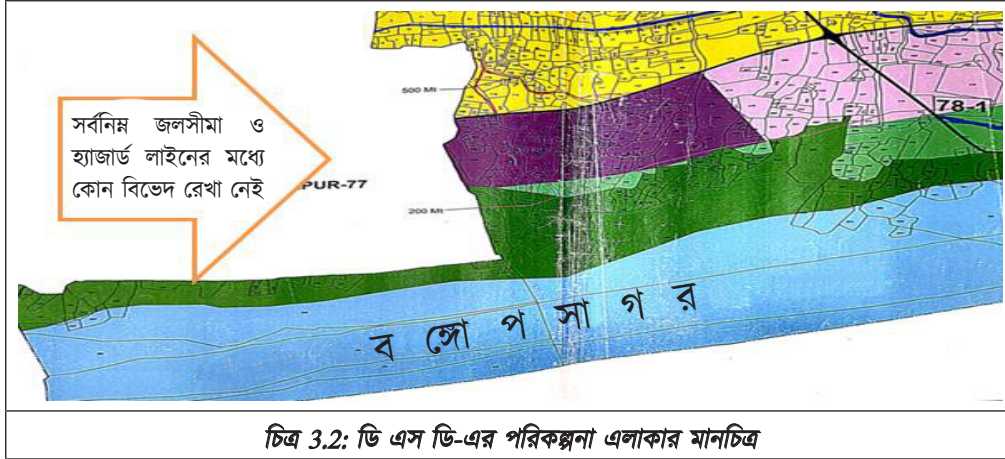
42 টি মৌজার অনুমোদিত এল ইউ ডি সি পি (মার্চ 2015-এ অনুমোদিত) যাচাই করে দেখা যায় যে ডি এস ডি এ দ্বারা প্রস্তুত মানচিত্রগুলি (অক্টোবর 2013) সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011 অনুসারে ছিল না, এতে এইচ টি এল-এর সীমানা ধরা হয়েছিল কিন্তু এল টি এল, এইচ এল এবং বিভিন্ন সি আর জেড এলাকা (সি আর জেড-I, সি আর জেড-II, সি আর জেড-III এবং সি আর জেড-IV)-এর সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি যা চিত্র 3.2-এ দেখানো হল:

¹⁰⁵ পশ্চিমবঙ্গ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, 1979 এর অধীনে, একটি “পরিকল্পনা অঞ্চল” হল রাজ্যের যে কোনও অংশ যা সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য মনোনীত করে। এই ঘোষিত পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে আঞ্চলিক ভূমি-ব্যবহার প্রবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলে অপরিবর্তিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনটি তৈরি করা হয়েছিল।

¹⁰⁶ 1991 সালে ডি এস ডি এ দ্বারা 42 টি মৌজার পরিকল্পনা অঞ্চল অবহিত করা হয়েছিল।

¹⁰⁷ মন্দারমণি, সিলামপুর, পাথরমুই, বৈচবানিয়া, দাদনপাড়া, মেনিয়া, দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর, তাজপুর ও বেড়াখানা।

¹⁰⁸ এটি জলপৃষ্ঠের ওঠানামার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং উপকূলরেখার পরিবর্তনের কারণে স্থল অঞ্চলে বন্যার পরিমাণ দেখায়।



(উৎস: ডি এস ডি-এর এল ইউ ডি সি পি মানচিত্র)

সুতরাং, সি আর জেড নিয়ম অনুযায়ী এল ইউ ডি সি পি প্রস্তুত না হওয়ার কারণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উপলব্ধ অঞ্চলগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন এবং চিহ্নিত করা যায়নি ফলস্বরূপ সি আর জেড নিয়ম লঙ্ঘন হওয়ার কারণে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি বাস্তুতন্ত্র ও পরিকাঠামোগত ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

3.7.3 ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র রেজিস্টার প্রণয়ন

ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র রেজিস্টার (এল ইউ এম আর) হল নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, একটি আইনত বাধ্যতামূলক নথি, যা একটি বিশদ ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রকে একটি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারের সাথে একত্রিত করে। এটি পশ্চিমবঙ্গ টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, 1979 অনুসারে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিগুলি শ্রেণিবদ্ধ করে এবং নথিভুক্ত করে।

ডব্লিউ বি টি অ্যান্ড সি পি আইন 1979-এর ধারা 28-এর অধীনে, একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তার গঠনের এক বছরের মধ্যে, তার পরিকল্পনা এলাকার অধীনে বিদ্যমান জমির ব্যবহার উল্লেখ করে একটি এল ইউ এম আর প্রস্তুত করবে।

জি বি ডি এ-এর পরিকল্পনা এলাকার অধীনে¹⁰⁹ 23 টি মৌজা ছিল। এর মধ্যে, 10 টি মৌজার এল ইউ এম আর 2018 সালে রাজ্য দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এছাড়াও, ইউ ডি অ্যান্ড এম এ ডি, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (আই আই ই এস টি), শিবপুর সাত মাসের (জানুয়ারী 2021-এর মধ্যে) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাকি 13 টি মৌজার (8,349.66 হেক্টর) এল ইউ এম আর প্রস্তুত করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল (জুন 2020)। অনুমোদিত অর্থ প্রদানের শর্তাবলী অনুসারে, আই আই ই এস টি অগ্রিম পরামর্শ ফি বাবদ 25% টাকা নেবে। যাইহোক, পরবর্তীকালে আই আই ই এস টি (অক্টোবর 2022) অগ্রিম পরামর্শ ফি বাবদ 60% দাবি করেছিল, যা জি বি ডি এ দ্বারা গৃহীত হয়নি। ফলস্বরূপ, জি বি ডি এ আই আই ই এস টি-তে একটি বাতিলকরণ চিঠি পাঠায় (আগস্ট 2023) এবং 17 মাস বিলম্বের পরে (ফেব্রুয়ারি 2025) কাজের জন্য আরও একটি নতুন ই ও আই আহ্বান করে। যাইহোক, এপ্রিল 2025 পর্যন্ত এটি চূড়ান্ত হয়নি।

সুতরাং, জি বি ডি এ দ্বারা দরপত্র চূড়ান্ত করতে বিলম্ব জি বি ডি এ-এর পরিকল্পনা এলাকার অধীনে বিদ্যমান জমির ব্যবহারের মূল্যায়ন, সনাক্তকরণ এবং পর্যবেক্ষণকে বাধাগ্রস্ত

¹⁰⁹ বিজ্ঞপ্তির তারিখ ছিল 12 ডিসেম্বর 2018।

করেছিল যা অপরিকল্পিত উন্নয়নের ঝুঁকির সাথে উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল।

সুপারিশ 1: রাজ্যে উপকূলীয় পর্যটনের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন এবং প্রচার নিশ্চিত করার জন্য সি আর জেড বিজ্ঞপ্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকারের উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-2019 এবং এল ইউ ডি সি পি/এল ইউ এম আর মানচিত্র চূড়ান্ত করার কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত।

3.8 বাস্তুবায়ন

পর্যটন দপ্তর নতুন ভ্রমণে আগ্রহী করতে, প্রকল্পগুলির উন্নয়ন এবং পর্যটন পরিকাঠামো সম্প্রসারণ/উন্নতির জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প (এস ডি এস)-এর অধীনে তহবিল মঞ্জুর করেছে। ইউ ডি অ্যান্ড এম এ দপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জেলা কর্তৃপক্ষ, বন দপ্তর এবং পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে রাজ্যে পর্যটনের প্রসারসহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করে থাকে।

এই প্রসঙ্গে, নিরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রকল্পের কাজগুলি যাচাই করা হয়েছে এবং এর ফলাফলগুলি নিম্নরূপ:

3.8.1 জম্মুদ্বীপ/জম্মু দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প চালু না হওয়া

জি বি ডি এ জুলাই 2016-এ জম্মুদ্বীপ দ্বীপে মোট 1.42 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। কাঠের সেতু, মাটির রাস্তা, বসার ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ছিল এই কাজের পরিধি।

মার্চ 2017 সালে ইউ ডি অ্যান্ড এম এ ডি, জি বি ডি এ-কে 2.74 কোটি টাকা ব্যয়ে ‘জম্মু দ্বীপে কাঠের ব্যাম্প সহ কংক্রিটের জেটি নির্মাণের জন্য একটি সংশোধিত প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। 2.74 কোটি টাকার মধ্যে, 1.36 কোটি টাকা ইউ ডি এন্ড এম এ ডি দ্বারা জি বি ডি এ-কে দুটি কিস্তিতে (আগস্ট 2016: 68.00 লক্ষ এবং মার্চ 2017: 68.19 লক্ষ টাকা) প্রদান করা হয়। কংক্রিটের জেটিটি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা পর্যটকদের জাম্মু দ্বীপে সহজে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

জুলাই 2016 সালে জি বি ডি এ দ্বারা প্রদত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন অনুসারে প্রকল্পটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্টল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি ডব্লিউ ডি সি এল)-কে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, কংক্রিটের জেটি নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর এবং বন দপ্তর উভয়ের কাছ থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের এন ও সি-এর জন্য আবেদনটি সেপ্টেম্বর 2016-এ জমা দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়ার আগেই জি বি ডি এ (ডিসেম্বর 2016) কংক্রিটের জেটি নির্মাণ ও প্রকল্পের অধীনে উন্নয়ন কাজের জন্য ডব্লিউ বি ডব্লিউ ডি সি এল-কে 73.17 লক্ষ টাকা দিয়েছিল। এটি লক্ষ্য করা যায় যে, পরিবেশ দপ্তর থেকে উল্লিখিত ছাড়পত্র না পাওয়ায় ফলে জি বি ডি এ জানুয়ারী 2017-এ ইউ ডি এন্ড এম এ ডি-কে 1.36 কোটি টাকা প্রত্যর্পণ করে এবং জেটি প্রকল্পটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় (জুন 2018)।

প্রকল্পের প্রধান অংশ, কংক্রিটের জেটি নির্মাণের কাজ বাদ দেওয়ার কারণে নেচার ট্রেইল এবং সহায়ক পরিকাঠামোর মতো অন্যান্য কাজগুলিও শেষ করা যায়নি, যার ফলে 73.17 লক্ষ টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়েছে।

সুতরাং, জি বি ডি এ-এর পক্ষ থেকে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ছিল কারণ ডব্লিউ বি ডব্লিউ ডি সি এল-কে কাজ বরাদ্দ করার আগে সমস্ত প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ছিল কিনা তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে, জম্মু দ্বীপের ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পটি চালু করা যায়নি এবং এই অঞ্চলে পর্যটকদের আগমন বাড়ানোর লক্ষ্য অসফল রয়ে গেছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, ইউ ডি অ্যান্ড এম এ দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে সি আর জেড জনিত কারণে প্রকল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

3.8.2 বাধামুক্ত জমি নিশ্চিত না করে প্রকল্প গ্রহণ-মেরিন ড্রাইভ প্রকল্প

সময় এবং ব্যয় বৃদ্ধি, কাজ শেষ করতে বিলম্ব, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি এড়াতে, পূর্ত (সড়ক) দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি সিদ্ধান্ত নিয়েছে (আগস্ট 2011) যে জমি অধিগ্রহণ এবং তার প্রকৃত দখল সহ প্রাক-নির্মাণ কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনও প্রস্তাবিত নির্মাণ বা উন্নয়নের জন্য কোনও দরপত্র আহ্বান করা হবে না।

দীঘা এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের মধ্যে মসৃণ পরিবহন সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে, ডি এস ডি এ দাদানপাত্রবর থেকে সৌলা খাল (0.0 কিমি থেকে 5.0 কিমি) পর্যন্ত বিটুমিনাস রোড প্রকল্পের (মেরিন ড্রাইভ) জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করেছিল (জানুয়ারী 2019) যাতে সবধরনের টুরিস্ট গাড়ি এবং অন্যান্য ভারী যানবাহন সহজেই রাস্তায় চলাচল করতে পারে। প্রকল্পের ফেজ-‘এ’¹¹⁰ (ফেব্রুয়ারী 2019) একটি বেসরকারী সংস্থাকে 16.05 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রদান করা হয়েছিল এবং কাজ শেষ করার সময়সীমা ফেব্রুয়ারী 2021-এ নির্ধারিত ছিল।

নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে 4.54 কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও, কাজটি এখনও (জানুয়ারী 2025) শেষ হয়নি (প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য 2,500 মিটারের নিরিখে রাস্তাটির মাত্র 1,900 মিটার নির্মিত হয়েছিল) কারণ ডি এস ডি এ নির্মাণের জন্য জবরদখলমুক্ত স্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। সংস্থাটি নির্মাণ এলাকায় (600 মিটার অংশে) অননুমোদিত দখলদারদের সম্পর্কে ডি এস ডি এ-কে অবহিত করেছিল, তবে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও (নভেম্বর 2021, জানুয়ারী 2022 এবং নভেম্বর 2022) ডি এস ডি এ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

এটি লক্ষ্য করা যায় যে 4.54 কোটি টাকা প্রদানের পরে, ডি এস ডি এ চুক্তিটি বাতিল করে এই বলে যে সংস্থাটি কাজ শেষ করার কোনও ইতিবাচক ইচ্ছা দেখায়নি। যাইহোক, নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জানুয়ারী 2025), দেখা যায় যে অসম্পূর্ণ রাস্তার অংশটি এখনও জবরদখলীকৃত রয়েছে (চিত্র 3.3 দ্রষ্টব্য) এবং সংস্থার অনুরোধ স্বত্ত্বেও এটি অপসারণের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সুতরাং, সড়ক প্রকল্পটির জন্য জবরদখলমুক্ত জমি প্রদান করতে ডি এস ডি এ-এর পক্ষ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ত্রুটি ছিল।

যেহেতু এই প্রকল্পটি দীঘা, তাজপুর, শঙ্করপুর এবং মন্দারমণির জনপ্রিয় উপকূলীয় পর্যটন স্থানগুলির সাথে পরিবহন সংযোগের উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, তাই এটি এই অঞ্চলগুলিতে পর্যটকদের আগমনের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ না হওয়ায় দীঘা সংলগ্ন উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটে পর্যটনের প্রসারের জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

¹¹⁰ প্রকল্পটি ফেজ-‘এ’ (0.000 কিমি থেকে 2.500 কিমি) এবং ফেজ-‘বি’ (2.500 কিমি থেকে 5.000 কিমি)-তে বিভক্ত।



চিত্র 3.3: দাদানপাট্রবর থেকে সৌলা খাল পর্যন্ত নির্মাণাধীন বিটুমিনাস রাস্তা

(উৎস: ছবিটি জানুয়ারী 2025-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

ইউ ডি এন্ড এম এ দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে বাকি কাজের জন্য শীঘ্রই একটি নতুন দরপত্র ডাকা হবে। যাইহোক, বিষয়টি হল যে নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার চার বছর পরেও এবং ঠিকাদারকে 4.54 কোটি টাকা দেওয়ার পরেও কাজটি শেষ হয়নি।

3.8.3 অসম্পূর্ণ প্রকল্পে বিনিয়োগ আটকে থাকা

পর্যটক এবং যাত্রীদের সহজেই মন্দারমণি সৈকতে পৌঁছাতে এবং সমুদ্র সৈকতে যানবাহন চলাচল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য, ডি এস ডি এ সাপুয়া থেকে মন্দারমণি বাই-পাস পর্যন্ত বিটুমিনাস রোডটির সুদৃঢ়করণের কাজ হাতে (মার্চ 2017) নেয়, যার ব্যয় ধরা হয় 18.57 কোটি টাকা। ডি এস ডি এ একটি ঠিকাদারকে 18.56 কোটি টাকার দরপত্রে কাজটি প্রদান করে (মে 2017)। কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার নির্ধারিত তারিখ মে 2019। দেখা গেছে ডি এস ডি এ 17.53 কোটি¹¹¹ টাকা ব্যয়ের পরেও চুক্তিটি বাতিল করেছিল (নভেম্বর 2020)।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে তারাসিয়া নদীর উপর মধ্যবর্তী সেতু সম্পর্কিত কাজ শুরু না হওয়ার কারণে রাস্তাটি অসম্পূর্ণ ছিল। সেতুটি দ্বারা বাইপাস রাস্তার উভয় প্রান্তকে সংযুক্ত করার কথা ছিল। এই সেতুটি একটি পৃথক প্রকল্প হিসাবে ডি এস ডি এ দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল, তবে পি ডব্লিউ ডি নির্বাহী সংস্থা ছিল। ডি এস ডি এ সেতুর ডি পি আর প্রস্তুতির জন্য পি ডব্লিউ ডি-কে 20 লক্ষ টাকা (জুন 2019) প্রদান করেছিল তবে ডি পি আর জমা পড়েনি (এপ্রিল 2025 পর্যন্ত)। এই কারণে, সেতুর কাজ শুরু করা যায়নি (এপ্রিল 2025)। মানচিত্রটি চিত্র 3.4-এ দেখানো হল।



চিত্র 3.4: সাপুয়া থেকে মন্দারমণি বাই-পাস ওয়ে পর্যন্ত বিটুমিনাস রোড

(উৎস: গুগল আর্থ থেকে ছবি)

¹¹¹ দশম আর এ বিল পর্যন্ত।

তারাসিয়া সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় সাপুয়া থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত বিটুমিনাস রাস্তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। এর ফলে রাস্তার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যয় করা 17.53 কোটি টাকার তহবিলও অবরুদ্ধ হয়েছিল, পাশাপাশি মন্দারমণিতে পর্যটকদের সহজে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যও অর্জন করা যায়নি।

ইউ ডি অ্যান্ড এম এ দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে উল্লিখিত সেতুটি নির্মাণের জন্য ডি পি আর প্রস্তুতির দায়িত্ব ডি ডব্লিউ ডি-কে দেওয়া হয়েছিল যা পাওয়া যায়নি। যাইহোক, ঘটনাটি হ'ল ডি পি আর শেষ না হওয়ার ফলে কেবল তারাসিয়া সেতু প্রকল্পই নয়, সাপুয়া থেকে মন্দারমণি সড়কের কাজেও প্রভাব পড়েছিল, যা এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে পর্যটকদের আগমনকে প্রভাবিত করেছিল।

3.8.4 গ্রিন সিটি মিশনের অধীনে এল ই ডি স্ট্রিট লাইট স্থাপন

শিল্প, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত মন্ত্রিসভার স্থায়ী কমিটি 04 জুলাই 2016-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর (ইউ ডি এন্ড এম এ ডি), জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা প্রস্তাবিত গ্রিন সিটি মিশনের বিষয়টি অনুমোদন করেছে, যা নগর প্রশাসনকে সবুজ অঞ্চল বৃদ্ধি, জলাশয় সংরক্ষণ এবং সর্বজনীন স্থানগুলিকে সুন্দর করার জন্য প্রকল্প চালু করতে উৎসাহিত করে।

সেইঅনুসারে, ইউ ডি এন্ড এম এ ডি এ, জি ও ডব্লিউ বি 2021-22 সালে গ্রিন সিটি মিশনের আওতায় দাদানপাত্রবর থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত এল ই ডি স্ট্রিট লাইট বসানোর জন্য 56.65 লক্ষ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে (ডিসেম্বর 2021)। ডি এস ডি এ 2022 সালের মার্চ মাসে এজেন্সিকে¹¹² ওয়ার্ক অর্ডার জারি করেছিল এবং কাজটি 2022 সালের মে মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা হয় যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল) উপরোক্ত রাস্তার উভয় পাশে ওভারহেড হাই-টেনশন লাইন স্থাপন করায় এবং এলইডি লাইট বসানোর জন্য কোনও বিকল্প রুট না থাকায় কাজটি গ্রহণ করা যায়নি। ফলস্বরূপ, গ্রিন সিটি মিশনের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাদানপাত্রবর থেকে মন্দারমণি পর্যন্ত উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটের সর্বজনীন স্থানগুলির সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্য পূরণ করা যায়নি।

সুতরাং ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল এবং ডি এস ডি এ-এর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে প্রকল্পটি শেষ করা যায়নি যা দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ করেছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে ইউ ডি অ্যান্ড এম এ দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে রাস্তার উভয় পাশে ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল-এর ওভারহেড হাই টেনশন লাইন থাকার কারণে প্রকল্পটি বাতিল করা হয়েছিল।

3.8.5 সি আর জেড এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের ফলে নিষ্ফল ব্যয়

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি, 2011 অনুসারে বালিয়াড়িগুলিকে সি আর জেড I(A) অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং সৌন্দর্যায়ন, বিনোদনের জন্য এই বালিয়াড়িগুলির পরিবর্তন নিষিদ্ধ কার্যক্রম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। যাইহোক, ডি এস ডি এ ওল্ড দীঘার বালিয়াড়ি এলাকায় সৈকত সৌন্দর্যায়নের কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র (আগস্ট 2020) আহ্বান করে। আনুমানিক 11.35 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ, পার্কিং সুবিধা, টয়লেট ব্লক, পাকা পথ, বসার ব্যবস্থা, ল্যান্ডস্কেপড

¹¹² মেসার্স জুপিটার ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন।

গার্ডেন, কাঠের গেজেবো, হাই মাস্ট লাইটেনিং¹¹³ সহ আলোকসজ্জা ইত্যাদি নির্মাণের কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই অনুসারে, ডি এস ডি এ (সেপ্টেম্বর 2020) 11.34 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ওয়ার্ক অর্ডার জারি করেছে এবং মার্চ 2022-এ সমাপ্তির তারিখ নির্ধারিত করেছে।

নথিপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই থেকে দেখা যায় যে ডি এস ডি এ তিনতলা অ্যামেনিটি হল-কাম-রেস্তোরাঁ, পার্কিং লট, ল্যান্ডস্কেপিং এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য 3.33 কোটি টাকা ব্যয় করেছে। যাইহোক, ডি এস ডি এ প্রকল্পটি শেষ করতে পারেনি কারণ এলাকাটি সি আর জেড-IA-এর অন্তর্গত ছিল এবং তাই এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। ফলস্বরূপ, ঠিকাদার মাত্র 44 শতাংশ কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন এবং মার্চ 2025 এর মধ্যে তাকে 3.33 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে, চুক্তিটি ডি এস ডি এ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2024)। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে কাজটি তখন থেকে এখনও পর্যন্ত (জানুয়ারী 2025 পর্যন্ত) অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। নির্মাণাধীন সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্র এবং ফুড কোর্ট চিত্র 3.5-এ দেখানো হল।



চিত্র 3.5: সি আর জেড এলাকার অধীনে নির্মাণাধীন সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্র এবং ফুড কোর্ট

(উৎস: ছবিটি ডিসেম্বর 2024 সালে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

সুতরাং, সি আর জেড প্রবিধানের অধীনে নির্ধারিত শর্তাবলী লঙ্ঘন করে যা বালিয়াড়ি অঞ্চলে এই জাতীয় নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ করায়, 3.33 কোটি টাকা অপচয় হয়েছিল।

ইউ ডি এবং এম এ দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে সি আর জেড-IA এলাকায় নির্মাণ সম্পর্কিত আদালতের বিচারাধীন মামলার কারণে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যাইহোক, বিষয়টি হল ডি এস ডি এ বালিয়াড়ি এলাকায় প্রকল্পটি শুরু করেছিল যা সি আর জেড-IA-এর অন্তর্গত যেখানে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ছিল।

সুপারিশ 2: রাজ্য সরকারের উচিত বাধামুক্ত জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং প্রকল্পগুলি গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা, যাতে সেগুলি সময়মতো শেষ করা এবং কার্যকর করা যায়।

3.9 পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ

প্রকল্পগুলি অর্থনৈতিক ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প এবং পরিকল্পনাগুলি সময়মতো শেষ করার জন্য কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। যৌথভাবে পরিদর্শনের সময় দুর্বল পর্যবেক্ষণ, অপচয়/অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, সৃষ্ট সম্পত্তির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার ঘাটতির মতো বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হল:

¹¹³ হাই মাস্ট লাইটিং একটি আলো সিস্টেমকে বোঝায় যা মাটির থেকে উঁচুতে শক্তিশালী আলোকসজ্জা স্থাপনের জন্য একটি লম্বা খুঁটি ব্যবহার করে।

3.9.1 পি পি পি মডেলের আওতায় ত্রুজ পরিষেবা শুরু

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি 2016, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) মডেলকে উৎসাহিত করে যেখানে সরকারী এবং বেসরকারী খাত একসাথে এমন একটি প্রকল্প তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত একটি এলাকাকে বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। পর্যটন দপ্তর রাজ্যের পর্যটনের নতুন গন্তব্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছিল যেখানে এই ব্যবস্থার অনুসরণ করা যেতে পারে।

পি পি পি মোডের অধীনে, ডি এস ডি এ (সেপ্টেম্বর 2023) নয়াকালী মন্দির সংলগ্ন চম্পা নদীতে একটি ত্রুজ পরিষেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিচালক নির্বাচনের জন্য একটি ইচ্ছাপত্র (ই ও আই) আমন্ত্রণ করে। ত্রুজ পরিষেবা পরিচালনার জন্য ত্রুজ ভেসেল এবং জেটির মতো অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার খরচ ডি এস ডি এ বহন করবে।

ডি এস ডি এ ত্রুজ পরিষেবাটির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বেসরকারী সংস্থার সাথে একটি চুক্তি করেছে (অক্টোবর 2023)। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যে (i) সংস্থাটি এক বছরের লাইসেন্স ফি হিসাবে অগ্রিম 50.36 লক্ষ টাকা জমা দেবে (দুটি কিস্তিতে), (ii) ডি এস ডি এ সংস্থাটিকে ত্রুজ ভেসেল সরবরাহ করবে এবং (iii) সংস্থাটি পরিবহন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর নিয়ম অনুসারে ত্রুজ পরিচালনা করবে।

তদনুসারে, ডি এস ডি এ ত্রুজ পরিষেবা পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে 7,500 টাকা লাইসেন্স ফি-তে পশ্চিমবঙ্গ সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি এস টি সি এল)-এর থেকে দুই বছরের জন্য একটি ত্রুজ ভেসেলের¹¹⁴ ব্যবস্থা করেছিল (এপ্রিল 2023)। এপ্রিল 2023 থেকে মে 2024 (13 মাস) সময়কালের জন্য ডি এস ডি এ দ্বারা ডব্লিউ বি এস টি সি এল-কে জি এস টি সহ 1.15 লক্ষ টাকা লাইসেন্স ফি প্রদান করা হয়েছিল। বেসরকারী সংস্থাটি ডি এস ডি এ-কে ত্রুজ পরিষেবা পরিচালনার জন্য 36.77 লক্ষ টাকা¹¹⁵ দিয়েছে (অক্টোবর 2023)।

নিরীক্ষা ডি এস ডি এ এবং সেচ দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন প্রতিবেদন (ডিসেম্বর 2023) থেকে পর্যবেক্ষণ করে যে, ত্রুজের উদ্দেশ্যে চম্পা নদীতে নির্বাচিত স্থানটি পরিষেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ছিল না কারণ জেটি কাঠামোর অবস্থা যথাযথ ছিল না এবং ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে:

- জেটি এবং তৎসংলগ্ন রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল; এবং
- ত্রুজ পরিচালনার জন্য ডব্লিউ বি এস টি সি এল থেকে ভাড়া করা ভেসেলটির ফিটনেস সার্টিফিকেট এখনও পরিবহন দপ্তর দ্বারা প্রদান করা হয়নি (জানুয়ারী 2025 পর্যন্ত)।
- যদিও বেসরকারী সংস্থাটি জেটি এবং অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ডি এস ডি এ-কে অনুরোধ করেছিল (জানুয়ারী 2024), ডি এস ডি এ ত্রুজ পরিষেবা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ করেনি। ফলস্বরূপ, ত্রুজ পরিষেবাগুলি চালু করা যায়নি (মে 2025 পর্যন্ত)।

সুতরাং, ডব্লিউ বি এস টি সি এল-এর কাছ থেকে ত্রুজ বোট কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও এবং চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পরেও জেটি, ডকইয়ার্ড এবং নৌ চালানোর সুবিধার মতো মৌলিক পরিকাঠামোর অভাবে চম্পা নদীতে ত্রুজ পরিষেবা চালু করা যায়নি। এর ফলে কেবল সম্পদ এবং তহবিল অবরুদ্ধ হয়নি, বরং এই এলাকাটি সম্ভাব্য পর্যটন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পি পি পি অংশীদারিত্বের আওতায় সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

¹¹⁴ এম ভি নিবেদিতা।

¹¹⁵ 25.18 লক্ষ প্রথম কিস্তি এবং 11.59 লক্ষ টাকা জামানত হিসাবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, দপ্তর জানায় (এপ্রিল 2025) জানিয়েছে যে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন দপ্তর থেকে ড্রাই ডক সার্টিফিকেট¹¹⁶ পাওয়ার পরে ক্রুজ পরিষেবাটি চালু হবে। বিভাগের প্রতিক্রিয়া গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবের মূল সমস্যাটির সমাধান করে না, যা ক্রুজ পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে রয়ে গেছে।

3.9.2 পিচাবনিতে নবনির্মিত স্মৃতিসৌধ ও যাদুঘর চালু করা

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে পূর্ব মেদিনীপুরের কন্টাই-1 ব্লকের অধীনে পিচাবনিতে একটি স্মৃতিসৌধ ও যাদুঘর নির্মাণের প্রস্তাব পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক (অক্টোবর 2019) দ্বারা করা হয়েছিল। তদনুসারে, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক পর্যটন দপ্তরকে স্মৃতিসৌধ ও যাদুঘর নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছিলেন (ডিসেম্বর 2019), পাশাপাশি প্রতি মাসে 12,000 সম্ভাব্য পর্যটকের আগমন এবং 30,000¹¹⁷ টাকা মাসিক আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়। পর্যটন দপ্তর থেকে প্রকল্পটির জন্য 2.54 কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল (নভেম্বর 2020) সেপ্টেম্বর 2022-এ শেষ হওয়ার নির্ধারিত তারিখ সহ। 10 মাস বিলম্বের পরে 2.18 কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের পি ডব্লিউ ডি-এর নির্বাহী বাস্তুকার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন (জুলাই 2023)।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (ডিসেম্বর 2024) যে স্মৃতিসৌধ এবং যাদুঘরটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রদর্শনী সামগ্রী, মূর্তি এবং সৌন্দর্যবর্ধনের কোনো ব্যবস্থা ছাড়াই নির্মিত হয়েছিল। জুলাই 2023-এ যাদুঘরটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই জেলা শাসক যাদুঘরটি চালু করার জন্য পর্যটন দপ্তরের কাছ থেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়েছিলেন (জুলাই 2024)।

সুতরাং, 2.18 কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও যাদুঘরটি চালু করা সম্ভব হয়নি এবং সমাপ্তির পর থেকে (জুলাই 2023) প্রায় দুই বছর (মে 2025 পর্যন্ত) অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল। এর ফলে, প্রকল্প প্রস্তাবে অনুমান করা সম্ভাব্য রাজস্ব আয় অর্জন করা সম্ভব হয়নি, এবং কর্মসংস্থানও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পিচাবনিতে অকার্যকর নবনির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ এবং যাদুঘর চিত্র 3.6-এ দেখানো হল।



চিত্র 3.6: পিচাবনিতে অকার্যকর নবনির্মিত স্মৃতিসৌধ ও যাদুঘর

(উৎস: ছবিটি ডিসেম্বর 2024 সালে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

¹¹⁶ একটি ড্রাই ডক সার্টিফিকেট প্রমাণ করে যে ভেসেলটি সফলভাবে তার বাধ্যতামূলক ড্রাই ডক সেফটি সার্ভেতে উত্তীর্ণ হয়েছে, যা নিশ্চিত করে যে ভেসেলের হাল, জলের নীচের পার্টস এবং যন্ত্রপাতি নিরাপদ এবং কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে।

¹¹⁷ মোট মাসিক উপর্জন, ব্যয় ও আয় যথাক্রমে 1,30,000 টাকা, 1,00,000 টাকা এবং 30,000 টাকা অনুমান করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, পর্যটন বিভাগ জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে সমস্যাটি সমাধান করতে এবং যাদুঘরটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার জন্য জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হয়েছে (এপ্রিল 2025)।

3.10 বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত

3.10.1 অপরিশোধিত বর্জ্য নিকাশনের ফলে সৃষ্ট দূষণ

একটি পরিষ্কার পরিবেশ পর্যটনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি রক্ষা এবং একটি গন্তব্যের সুনাম বৃদ্ধি করে পর্যটনকে উৎসাহিত করে। পর্যটকদের পরিষ্কার এবং সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করার সম্ভাবনা বেশি, যা বারংবার পরিদর্শন এবং ইতিবাচক কথাবার্তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি, 2011 এর অনুচ্ছেদ 3 (vi) অনুসারে, শিল্প, শহর বা নগর থেকে অপরিশোধিত বর্জ্য এবং বর্জ্য নিকাশন বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক এবং নিষিদ্ধ। তদনুসারে, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পি এইচ ই ডি) ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (আই সি জেড এম পি)-এর একটি উপ-উপাদান হিসাবে “দীঘায় স্যানিটারি নিকাশী প্রকল্পের সংস্কার” প্রকল্পের অধীনে 28.87 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নিকাশী শোধনাগার (এস টি পি) নির্মাণ করেছে (সেপ্টেম্বর 2016)। এস টি পি টি-এর পরিশোধন ক্ষমতা 6.7 মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন (এম এল ডি), যা 2025 সাল পর্যন্ত 678 টি হোটেল থেকে প্রত্যাশিত নিকাশী শোধন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা দ্বারা ডি এস ডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জানুয়ারী 2025), পর্যবেক্ষণ করা হয় যে কার্যকরী এস টি পি-এর প্রকৃত ব্যবহার ছিল মাত্র 3.00 এম এল ডি অর্থাৎ মোট ক্ষমতার 44.78 শতাংশ। সুতরাং, দীঘার নিকাশী শোধনাগারে 3.7 এম এল ডি (ধারণক্ষমতা: 6.7 এম এল ডি - ব্যবহার: 3.0 এম এল ডি) শোধন ক্ষমতা অব্যবহৃত ছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পুরাতন দীঘা অঞ্চলকে দীঘার বিদ্যমান নিকাশী ব্যবস্থার অপারেশনাল জোনের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে এই কম ব্যবহার করা হয়েছিল। পি এইচ ই ডি পুরাতন দীঘার নর্দমা লাইনগুলিকে এস টি পি-এর সাথে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার কারণে অপরিশোধিত নিকাশী যাত্রাানালা (নতুন দীঘা) এবং মোহনা (পুরাতন দীঘা)-এর কাছে সমুদ্রে প্রবাহিত হতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (ডব্লিউ বি পি সি বি)-এর জলের গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এটি দীঘা অঞ্চলের জলজ জীবন এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এটি লক্ষ্য করা যায় যে সেপ্টেম্বর 2024-এ ডব্লিউ বি পি সি বি রিপোর্ট অনুসারে গৃহীত নমুনা জলে মোট সাসপেন্ডেড সলিডস (টি এস এস) এবং ফিকাল কলিফর্মের মাত্রা যথাক্রমে 72 এম জি/লি এবং 3,300 এম এন পি/100 মিলি ছিল, যা অনুমোদিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে¹¹⁸। চিত্র 3.7-এ সমুদ্রে দূষিত জল নিকাশন দেখানো হল।

¹¹⁸ টি এস এস জলে স্থগিত কণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যাবে। পরিষ্কার জলের জন্য টি এস এস < 20 মিলিগ্রাম/লিটার, ঘোলা জলের জন্য, 40 থেকে 80 মিলিগ্রাম/লিটারের মধ্যে টি এস এস। নোংরা জলের জন্য, টি এস এস > 150 মিলিগ্রাম/লিটার এবং ফিকাল কলিফর্মের জন্য, বছরের 20 শতাংশ নমুনায় এবং বর্ষার মাসে টানা 3 টি নমুনায় গড় মান 200/100 মিলিলিটারের বেশি নয়।



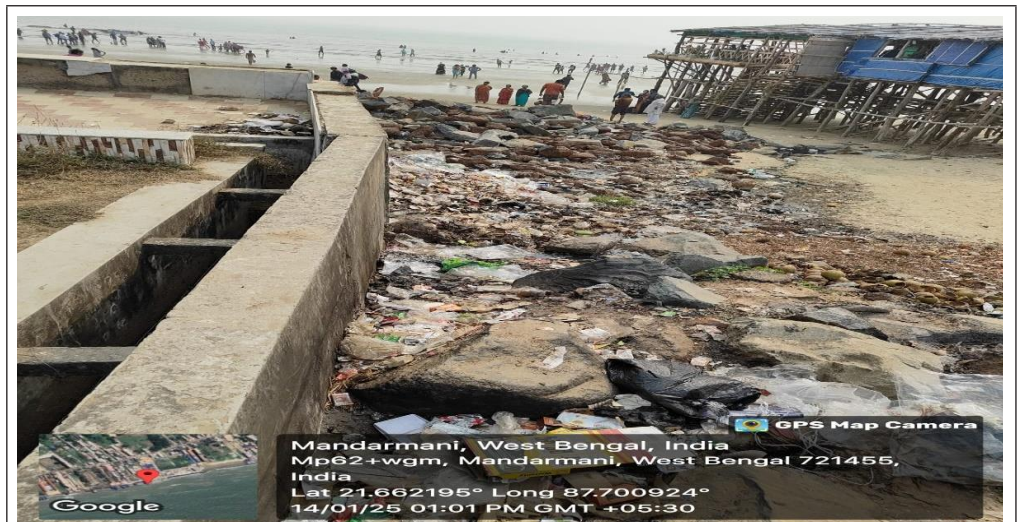
চিত্র 3.7: যাত্রাানালা, নিউ দীঘা এবং মোহনা, ওল্ড দীঘায় পরিশোধন ছাড়াই দূষিত জল সমুদ্রে পড়ছিল

(উৎস: ছবিটি জানুয়ারী 2025-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

এছাড়াও, মন্দারমণি এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে, লক্ষ্য করা গেছে যে দূষিত জল কোনোরকম শোধন ছাড়াই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে কারণ আজ পর্যন্ত (জানুয়ারী 2025) এই অঞ্চলগুলির জন্য কোনও নিকাশী প্রকল্প প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন করা হয়নি।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে মন্দারমণি সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে মোট 98 টি হোটেল চালু ছিল এবং কোনও শোধন ছাড়াই সরাসরি সমুদ্রে নিকাশী নিষ্কাশিত হচ্ছিল যা চিত্র 3.8-এ দেখানো হয়েছে। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি) 02 মে 2022 তারিখের আদেশে নির্দেশ দিয়েছিল যে সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি এবং জল আইন 1974 লঙ্ঘন করে হোটেল, রেস্টোরাঁ এবং রিসর্টগুলি আইন অনুসারে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দ্বারা বন্ধ করা যেতে পারে।

এছাড়াও, এন জি টি-এর নির্দেশাবলী মেনে ডি এস ডি এ-কে নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত হোটেল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে একটি কার্যকরী নিকাশী পরিসরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে অপরিশোধিত বর্জ্য নিষ্কাশন রোধ করা যায়। যাইহোক, ডি এস ডি এ এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার ফলে মন্দারমণি অঞ্চলে সমুদ্রে দূষিত জল নিষ্কাশন অব্যাহত ছিল। এটি কেবল সি আর জেড নিয়ম এবং এন জি টি-এর নির্দেশিকাই লঙ্ঘন করেনি, উপকূলীয় পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন উদ্যোগের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে।



চিত্র 3.8: মন্দারমণিতে শোধন না করে দূষিত জল সমুদ্রে নিষ্কাশন করা

(উৎস: ছবিটি জানুয়ারী 2025 সালে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

3.10.2 দীঘায় বালিয়াড়ি সমতলকরণ/ধ্বংস

উপকূলীয় বালিয়াড়ি হল একটি ঢিবি, পাহাড় বা বালির শৈলশিরা যা প্রধানত বায়ুমন্ডলীয় ক্রিয়া দ্বারা গঠিত যা জোয়ার দ্বারা প্রভাবিত সৈকতের পিছনে অবস্থিত। বালিয়াড়িগুলি ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস এবং উচ্চ ঢেউয়ের বিরুদ্ধে উপকূলকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রদান করে, উপকূলীয় বন্যা এবং কাঠামোগত ক্ষতি রোধ করে, পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত আবাসস্থল প্রদান করে। উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল, 2019 বালিয়াড়িগুলিকে সি আর জেড-IA অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং সি আর জেড এলাকার মধ্যে বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে বালিয়াড়িগুলিকে সাজানো বা পরিবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জানুয়ারী 2025) দেখা যায় যে জগন্নাথ ধাম ঘাট থেকে অপরািজিতা ঘাট পর্যন্ত উপকূল বরাবর বালিয়াড়িগুলি ডি এস ডি এ-এর কোনও অনুমতি ছাড়াই স্থানীয় লোকেরা ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করছিল। বালিয়াড়িতে ঘোড়ার আস্তাবল নির্মাণ ও পরিচালনার ফলে বালিয়াড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বালির সংকোচন, পদদলন এবং সার থেকে সৃষ্ট দূষণ বালিয়াড়ির ওপরে জন্মানো গাছপালা নষ্ট হয়। এই কার্যকলাপগুলি বালিয়াড়ি গুলিকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যার ফলে উপকূলরেখা রক্ষাকারী এবং উপকূলীয় পর্যটনকে সমর্থনকারী প্রাকৃতিক বাধার ক্ষয় এবং অবক্ষয় ঘটে।

সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি 2011 অনুসারে, অঞ্চলটিকে সি আর জেড-IA হিসাবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও ডি এস ডি এ বালিয়াড়ি সুরক্ষার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

ডি এস ডি এ বা ইউ ডি অ্যান্ড এম এ ডি এই বিষয়ে কোনও উত্তর দেয়নি (জানুয়ারী 2025)।

সুপারিশ 3: দপ্তরকে সি আর জেড এবং এন জি টি নির্দেশাবলী মেনে সমস্ত নিকাশি লাইন সংযুক্ত করে বিদ্যমান এস টি পি ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সমুদ্রে অপরিশোধিত জল নিক্ষেপন রোধ করতে এবং উপকূলীয় বালিয়াড়ি রক্ষা করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

3.11 হোমস্টে প্রকল্প

স্থানীয় মানুষের জীবিকা উন্নত করতে এবং কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পর্যটকদের আগমন বাড়ানোর জন্য, পর্যটন দপ্তর একটি সুসংহত হোমস্টে নীতি-2017 প্রণয়ন করেছে (মে 2017) যা এই হোমস্টেগুলির মালিকানা, স্কেল, আকার, নিবন্ধন, প্রচার এবং বুকিং সুবিধা ইত্যাদির সমস্ত দিক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নীতি অনুসারে, হোমস্টে মালিকদের সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের কাছে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণের মেয়াদ তিন বছরের জন্য থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হোমস্টে পর্যটনের প্রসারের জন্য যোগ্য হোমস্টে মালিকদের তিনটি সমান কিস্তিতে 1.50 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে, যার মধ্যে হোমস্টে সম্প্রসারণ, বিস্তার, আধুনিকীকরণ এবং/অথবা হোমস্টে বৈচিত্র্যকরণ¹¹⁹ অন্তর্ভুক্ত ছিল। হোমস্টে ইউনিট (এইচ এস ইউ) কার্যকর এবং পেশাদারভাবে চালানোর জন্য হোমস্টে মালিকদের উদ্দেশ্যে পর্যটন দপ্তর বিভিন্ন নির্দেশিকাও¹²⁰ প্রণয়ন করেছে। আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের দ্বারা এই এইচ এস ইউ গুলির কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার এবং শংসাপত্র দেওয়ার কথা ছিল।

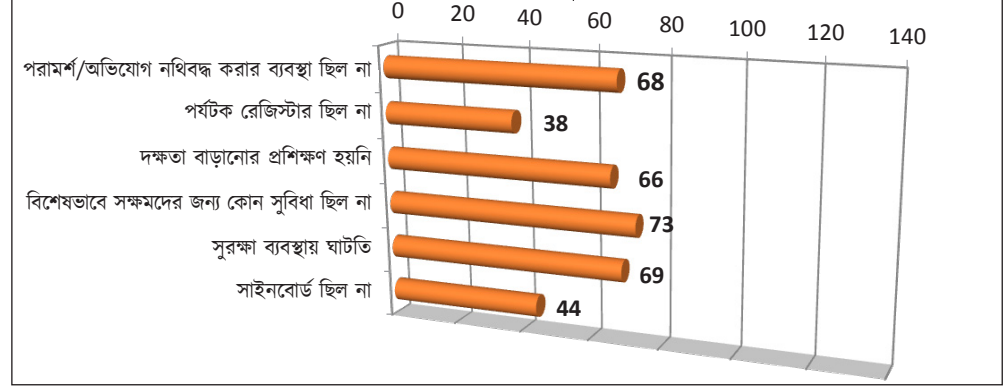
পর্যটন দপ্তর তিনটি উপকূলীয় জেলায় (পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনা) 282 টি এইচ এস ইউ (জুলাই 2020 থেকে সেপ্টেম্বর 2024-এর মধ্যে) নিবন্ধিত

¹¹⁹ মেমো নং 1179-TW/TM/14011(11)/216/2018 তারিখ 14.06.2019।

¹²⁰ পর্যটক রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, পরামর্শ/অভিযোগ নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা, সাইনবোর্ড প্রদর্শন, যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জল সংরক্ষণের মতো পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা ইত্যাদি।

করেছে। 282 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে, নিরীক্ষা পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে 74 টি এইচ এস ইউ-এর যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন করেছিল (জানুয়ারী 2025)। এই 74 টি পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা এইচ এস ইউ গুলির যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করা গেছে যে বহুক্ষেত্রে পর্যটন দপ্তরের নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি পূরণ করা হয়নি; নিম্নলিখিত তালিকা-3.2-এ দেখানো হল।

তালিকা 3.2: নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি পূরণ করা হয়নি (সংখ্যায়)



নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2019-20 থেকে 2023-24 সময়কালে 74 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে 38 টি কোনও রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করেনি এবং বাকি 36 টি এইচ এস ইউ¹²¹-এর মধ্যে 15 টিতে যারা পর্যটন রেজিস্টার বজায় রেখেছিল, তারা লক্ষ্য করেছে যে এই সময়কালে কোনও পর্যটক আসেনি। শুধুমাত্র 36 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে 21 টি এইচ এস ইউ¹²²-তে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে, যা 599 পর্যটক (2021-22 সালে) থেকে বেড়ে 3,011 (2023-24 সালে) হয়েছে।

3.11.1 দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের অনুপস্থিতি

ডব্লিউ বি হোমস্টে নীতি, 2022 অনুসারে, পর্যটন দপ্তর হোমস্টেগুলি পেশাদারভাবে চালনা এবং পরিচালনা করার জন্য আতিথেয়তা, খাদ্য ও পানীয়, হাউসকিপিং এবং স্বাস্থ্যবিধি, সাধারণ শিষ্টাচার এবং ভাষা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের সহযোগিতায় মালিকদের (ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জানুয়ারী 2025), পর্যবেক্ষণ করা হয় যে 74 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে 66 টিকে তাদের নিবন্ধনের পর থেকে কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।

পর্যটন দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণটি মেনে নিয়ে জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে তারা হোমস্টে নীতি, 2022-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্ত মালিকদের জন্য একটি সুসংহত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

3.11.2 হোম স্টে প্রকল্পে নজরদারি না করা

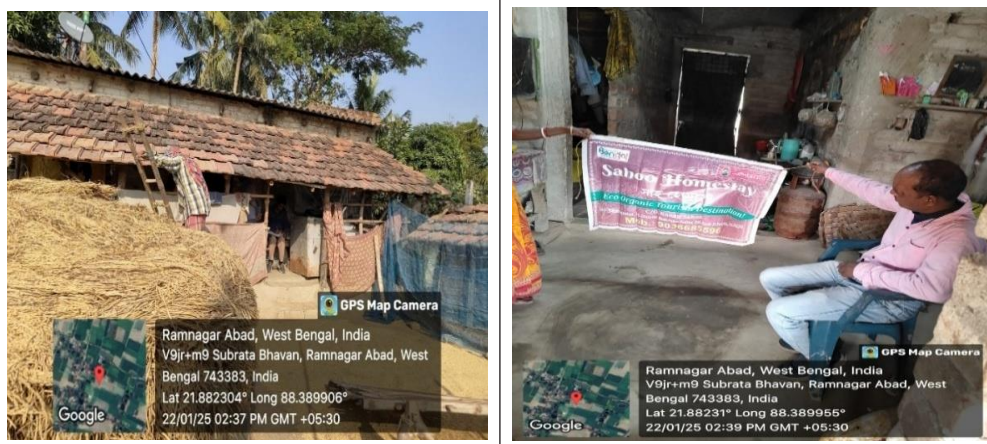
হোমস্টে নীতি, 2022 অনুসারে এইচ এস ইউ গুলির পর্যটন রেজিস্টার, পরামর্শ/অভিযোগ নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা, সাইনবোর্ড, যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা ইত্যাদি বজায় রাখা উচিত। পর্যটন দপ্তর বা সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসক যে কোনও সময় পূর্বাভাস ছাড়াই

¹²¹ 36 = 74 বিয়োগ 38।

¹²² 21 = 36 বিয়োগ 15।

তাদের স্বীকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা নিবন্ধীকৃত পর্যটন ইউনিটগুলি পরিদর্শন করতে পারেন। নির্ধারিত কোনও প্রবিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, দপ্তর নিবন্ধন বাতিলসহ সংশ্লিষ্ট এইচ এস ইউ-এর বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে।

পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষা দ্বারা যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জানুয়ারী 2025) এটি লক্ষ্য করা গেছে যে 74 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে 30 টিতে যাওয়ার জন্য যথাযথ রাস্তা এবং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল না। নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে এই 30 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে 10 টিতে কোনও সাইনবোর্ড, পর্যটন রেজিস্টার, অভিযোগ/পরামর্শ নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা, সিসিটিভি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সুবিধা ছিল না। উপরন্তু, এই 10 টি এইচ এস ইউ-এর মধ্যে দুটি খুব খারাপ অবস্থায় পাওয়া গেছে যা পর্যটকদের আবাসনের জন্য এবং এইচ এস ইউ হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্ত চিত্র 3.9-এ তা দেখানো হল।



(চিত্র 3.9: হোমস্টে ইউনিটগুলি খারাপ অবস্থায় রয়েছে)

(উৎস: ছবিটি জানুয়ারী 2025 সালে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)

সুতরাং, পরিস্থিতির উন্নতির জন্য পর্যটন দপ্তর দ্বারা নিয়মিত বিরতিতে এইচ এস ইউ গুলির উপর নজরদারি চালানো প্রয়োজন ছিল। এই প্রকল্পের ওপর নজরদারি না থাকায় এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নিয়ে, পর্যটন দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে নিরীক্ষায় উত্থাপিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সুপারিশ 4: পর্যটন দপ্তরের উচিত পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শনের মাধ্যমে নিবন্ধিত হোমস্টে ইউনিটগুলির তদারকি জোরদার করা, নীতি নির্দেশিকার মান্যতা সুনিশ্চিত করা এবং পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং জীবিকা উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ পর্যটনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত হোমস্টে মালিকদের জন্য পরিকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায়

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র
পর্যবেক্ষণ

চতুর্থ অধ্যায়

মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

কৃষি দপ্তর

4.1 নিষ্ফল ব্যয়

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নির্মিত পরিকাঠামো ব্যবহার করা যায়নি ফলস্বরূপ 13.78 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়েছিল পাশাপাশি কৃষি কাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হয়নি।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বি সি কে ভি)-এর সদরদপ্তর মোহনপুর, নদীয়ায় 1974 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত বিজ্ঞানের অধ্যয়নের জন্য এবং এই অঞ্চলে গবেষণা করার জন্য।

বি সি কে ভি (2015-16 থেকে 2020-21-এর মধ্যে) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) কাছ থেকে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (আর আই ডি এফ¹²³) এবং রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর কে ভি ওয়াই¹²⁴)-এর অধীনে চারটি প্রকল্প¹²⁵ বাস্তবায়নের জন্য তহবিল পেয়েছে যা পরবর্তী অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী অসম্পূর্ণ/অকার্যকর রয়েছে:

ক. খাদ্য ও জলের গুণমানের জন্য পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আর আই ডি এফ-এর অধীনে বি সি কে ভি “খাদ্য ও জলের গুণমান পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে গ্রহণ করেছে:

- সুপারিশ সহ খাদ্য ও জলের গুণমান¹²⁶ পরীক্ষার জন্য একটি রাজ্য স্তরের সুপারিশকৃত পরীক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- ভালো পরীক্ষাগার অনুশীলন (জি এল পি), ভাল কৃষি অনুশীলন (জি এ পি) এবং ভাল উৎপাদন অনুশীলনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- রাজ্যের শিক্ষাবিদ, গবেষণাকারী শিক্ষার্থী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ।

আর আই ডি এফ-এর অধীনে বি সি কে ভি দ্বারা কৃষি দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-তে জমা দেওয়া ডি পি আর অনুসারে, প্রকল্পের মোট আনুমানিক ব্যয় ছিল 8.45 কোটি টাকা যার মধ্যে এককালীন ব্যয়¹²⁷ 5 কোটি টাকা এবং 3.45 কোটি টাকা নিয়মিত আপাতকালীন (আর সি) ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর সি-তে অন্যান্য খরচ ছাড়া 10 বছর পরিচালনার জন্য 1.00 কোটি টাকা

¹²³ ভারত সরকার কর্তৃক 1995-96 সালে আর আই ডি এফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চলমান গ্রামীণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে অর্থায়নের জন্য। এই তহবিলটি মূলত নার্বার্ড দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

¹²⁴ রাজ্যগুলিকে জেলা/রাজ্য স্তরের পরিকল্পনা অনুসারে তাদের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বেছে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের একটি আমব্রেলা প্রকল্প হিসেবে আর কে ভি ওয়াই 2007 সালে চালু করা হয়েছিল।

¹²⁵ খাদ্য ও জলের গুণগত মানের জন্য একটি পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, জৈব সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন, রাজ্য ফার্ম মেশিনারি ট্রেনিং অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য পরিকাঠামোগত সহায়তা এবং অর্থকরী ফসল হিসেবে ঔষধি গাছ স্টিভিয়ার উৎপাদন ও প্রসারের জন্য খামার এবং টিসু কালচার ইউনিট স্থাপন।

¹²⁶ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, ধাতু এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু।

¹²⁷ সরঞ্জাম, সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজ, আসবাবপত্র, এ সি, ইউ পি এস এবং আনুষঙ্গিক।

এবং 10 বছর পরীক্ষা পরিচালনা এবং গবেষণাকেন্দ্র চালানোর জন্য চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা¹²⁸ বাবদ 1.48 কোটি টাকা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বি সি কে ভি এককালীন ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য কৃষি দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-তে 7.26 কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল (জানুয়ারী 2015), যার মধ্যে সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় 1.47 কোটি টাকা, সরঞ্জামের জন্য 5.52 কোটি টাকা এবং আসবাবপত্রের জন্য 0.27 কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, পরীক্ষাগারটি পরিচালনার জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরকে জানানো হয়নি।

কৃষি দপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বি সি কে ভি-কে 7.49 কোটি টাকা (2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে) প্রদান করেছে এবং জুলাই 2015-এ কাজ শুরু হয়েছিল। জুলাই 2023 পর্যন্ত, বি সি কে ভি সারণী 4.1-এ দেখানো হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যয় করেছে:

সারণী 4.1: পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ব্যয়ের বিবরণ

অনুমোদিত কাজ	ব্যয়	বর্তমান অবস্থা
সিভিল ও বৈদ্যুতিক কাজ	1.45 কোটি টাকা	ছোটখাটো (সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল) কাজ এখনও শুরু হয়নি
সরঞ্জাম	2.97 কোটি টাকা	27 টি সরঞ্জামের মধ্যে 22 টি ক্রয় এবং স্থাপন করা হয়েছিল। কোভিড-19 এবং বিধানসভা নির্বাচন-2021-এর কারণে 2020-21 সালে 2.75 কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয়ের পাঁচটি মেশিন (বিল্লেষণাত্মক উপকরণ) কেনা যায়নি
পরীক্ষাগারের উপকরণ	0.25 কোটি টাকা	প্রয়োজনীয় কিছু অতিরিক্ত কাজ শুরু হয়নি
জরুরী ভিত্তিক কাজ	0.07 কোটি টাকা	প্রয়োজনীয় কিছু অতিরিক্ত কাজ শুরু হয়নি
মোট	4.74 কোটি টাকা	ব্যয় না হওয়া উদ্ভূতের পরিমাণ 2.75 কোটি টাকা

সুতরাং, উপরোক্ত থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রকল্পটি শুরু হওয়ার আট বছর পরেও প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বি সি কে ভি-এর কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষার দ্বারা যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (মার্চ 2024) দেখা যায় যে, যদিও প্রকল্পের অধীনে একটি দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছিল, তবে জল এবং খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য এটি ব্যবহার করা যায়নি। কারণ প্রস্তাবিত পরীক্ষাকেন্দ্রটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের কোনও বিধান ছিল না। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরিকল্পিত উদ্দেশ্যগুলির পরিবর্তে ভবনটি অন্যান্য প্রকল্পের¹²⁹ জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্পের প্রধান তদন্তকারী¹³⁰ (পি আই) এটিও স্বীকার করেছেন (মার্চ 2024) যে, প্রকল্পটি শেষ না হওয়ার কারণে প্রফেশনাল টেস্টিং পরিষেবা শুরু করা যায়নি। এছাড়াও এই প্রকল্পের জন্য আরও কর্মী নিয়োগ করা হয়নি, যার ফলে প্রফেশনাল টেস্টিং শুরু হয়নি।

সুতরাং, প্রাথমিক ডি পি আর থেকে বিচ্যুতির কারণে প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ রয়েছে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। ফলস্বরূপ, প্রকল্পে ব্যয় করা 4.74 কোটি টাকা ফলপ্রসূ হয়নি।

¹²⁸ প্রতি মাসে 30,000 টাকা হারে একজন সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, প্রতি মাসে মাথাপিছু 18,000 টাকা হারে তিনজন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, প্রতি মাসে মাথাপিছু 9,000 টাকা হারে তিনজন প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং মাথাপিছু 6,000 টাকা হারে দুজন ল্যাবরেটরি এবং ফিল্ড অ্যাটেন্ডেন্ট।

¹²⁹ এম ইউ এল এল এ আর পি (মুগ ডাল, কড়াই ডাল, মসুর ডাল, খেসারি, রাজমা এবং মটর)-এর উপর সর্ব ভারতীয় সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প (এ আই সি আর পি), গম এবং বার্লির উৎকর্ষসাধনের উপর এ আই সি আর পি এবং শাকসব্জী ফসলের উৎকর্ষসাধনের উপর এ আই সি আর পি।

¹³⁰ প্রধান তদন্তকারী হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জুন 2024) যে সমস্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 4-5 মাসের মধ্যে কার্যক্রম বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

খ. রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় জৈব সার উৎপাদন ইউনিট

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর কে ভি ওয়াই) তহবিলের অধীনে বি সি কে ভি-তে “জৈব সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপন” প্রকল্পটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল:

- সরকারি সংস্থা, দপ্তর এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ব্যাপক পরিমাণে জৈব সার উৎপাদনের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন;
- বি সি কে ভি ব্র্যান্ড নামের অধীনে গুণগত মানের সার উৎপাদন নিশ্চিত করা; এবং
- উন্নত মানের প্রস্তুতি এবং সঠিক সংরক্ষণের মাধ্যমে সারের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটি আর কে ভি ওয়াই-এর রাজ্য স্তরের অনুমোদনকারী কমিটি দ্বারা (জুলাই 2015) দুই বছরের মধ্যে শেষ করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল (অক্টোবর 2018) যার আনুমানিক ব্যয় ছিল 4.57 কোটি টাকা। প্রকল্পটি অক্টোবর 2016 সালে বি সি কে ভি দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজগুলি মার্চ 2020-এ শেষ হয়েছিল।

কৃষি দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি দ্বারা দেহিতে তহবিল প্রদানের জন্য অবশিষ্ট প্রকল্পটি শেষ করতে বিলম্ব হয়েছিল যেমনটি সারণী 4.2-এ দেখানো হয়েছে:

সারণী 4.2: বছরভিত্তিক তহবিলের বরাদ্দ ও ব্যয়

বছর	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)
2016-17	1.23	1.22
2017-18		
2018-19	1.05	1.05
2019-20	2.09	2.02
মোট	4.37 (অগ্রদত্ত= 0.20)	4.29

এছাড়াও, প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান যন্ত্রপাতিগুলি এপ্রিল 2021-এর পরেই স্থাপন করা হয়েছিল এবং বিলম্বের জন্য কোভিড-19 এর কারণে চালু হওয়া লকডাউনকে দায়ী করা হয়েছিল। প্রকল্পে 4.29 কোটি টাকা ব্যয়ের পরে অক্টোবর 2018-এর নিরিখে অক্টোবর 2021 থেকে জৈব সার উৎপাদন শুরু হতে পারে। যে প্ল্যান্টটি স্থাপন করা হয়েছিল তার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 200 মেট্রিক টন তবে এর নিরিখে প্ল্যান্টটি স্থাপন হওয়ার পর থেকে (এপ্রিল 2021 থেকে মার্চ 2024) তিন বছরে 600 মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে মাত্র 1.2 মেট্রিক টন জৈব সার উৎপাদন করেছে। এছাড়াও, সরকারি/বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব সারের চাহিদা পাওয়া যায়নি এবং স্থানীয় কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির কাছ থেকে সামান্য পরিমাণে জৈব সারের চাহিদা পাওয়া গেছে। জৈব সারের কম চাহিদা ইঙ্গিত দেয় যে প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়নের আগে কোনও প্রাক-প্রকল্প সমীক্ষা করা হয়নি। পুরানো যন্ত্রপাতির কারণে বিদ্যমান জৈব সার ইউনিটটি আর কাজ করছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রকল্পটি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরেও বি সি কে ভি/দপ্তর এর উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং এর উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে অর্ডার পাওয়ার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা করেনি। এই বিষয়ে কেবল একটি অন-লাইন মিটিং¹³¹ (লকডাউনের সময়) হয়েছিল।

¹³¹ কৃষি অধিকর্তা, আর কে ভি ওয়াই-এর সদস্য, বি সি কে ভি-এর গবেষণা অধিকর্তা এবং প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির উপস্থিতি ছিলেন।

ফলস্বরূপ, প্রকল্পটি এপ্রিল 2021 থেকে মার্চ 2024 সময়কালে তার সম্পূর্ণ লক্ষ্য (উৎপাদন ক্ষমতা) অর্জন করতে পারেনি।

বি সি কে ভি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (মার্চ 2024) থেকে দেখা যায় যে উৎপাদন ইউনিটটি চালু ছিল না কারণ উৎপাদনের জন্য কোনও চাহিদা ছিল না।



চিত্র 4.1: সরঞ্জাম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে

প্রকল্পের পি আই নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতার জন্য হতাশাজনক কাজকর্মকে দায়ী করেছে (আগস্ট 2023 এবং মার্চ 2024):

- এটি একটি চাহিদা-ভিত্তিক উৎপাদন ছিল কারণ ছয় মাস উৎপাদনের পরে জীবাণুগুলি ধীরে ধীরে মারা যায়। অতএব, বেশি পরিমাণে চাহিদা না থাকার কারণে প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে।
- সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের অভাব। সুতরাং, প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদার অনুপস্থিতিতে, জৈব সার উৎপাদন ইউনিটটি শেষ হওয়ার পর থেকে নিষ্ক্রিয় থেকে যায় এবং এটি স্থাপনের জন্য ব্যয় করা 4.29 কোটি টাকা ফলপ্রসূ হয়নি।

দপ্তরটি জানিয়েছে (জুন 2024) যে জৈব সারের মূল্য নির্ধারণ কৌশলকে বাস্তবসম্মত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক কৃষি সমবায় (পি এ সি), ফার্মার প্রডিওসার অর্গানাইজেশন (এফ পি ও) এবং চা বাগানের পাশাপাশি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আউটলেটগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কে ভি কে গুলির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। দপ্তর আরও জানিয়েছে যে আগামী 6-8 মাসের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

গ. ফার্ম মেশিনারি ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট

আর কে ভি ওয়াই তহবিলের অধীনে “রাজ্য ফার্ম মেশিনারি ট্রেনিং অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (এফ এম টি টি আই)-এর কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য পরিকাঠামো সহায়তা” প্রকল্পটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে শুরু করা হয়েছিল:

- কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- মেশিনের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কোড অনুযায়ী বিভিন্ন নির্মাতাদের খামার সরঞ্জাম পরীক্ষা করার পর তাদের পরীক্ষার শংসাপত্র প্রদান করা। এই পরীক্ষার শংসাপত্রের উপর ভিত্তি করে, রাজ্য সরকার কৃষকদের কৃষি থেকে আরও ভাল আয়ের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করতে ভর্তুকি দেবে।

প্রকল্পটি বি সি কে ভি দ্বারা দুই বছরের মধ্যে শেষ করার জন্য আনুমানিক 5.00 কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত হয়েছিল (আগস্ট 2015)। প্রকল্পটিতে একটি ভবন, অফিসের আসবাবপত্র,

প্রশিক্ষণ হল এবং গেস্ট হাউস, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সরঞ্জাম, অডিও ভিজুয়াল উপস্থাপনার জন্য সরঞ্জাম ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বি সি কে ভি-এর একজন অধ্যাপক (ফার্ম মেশিনারি এবং বিদ্যুৎ দপ্তর) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রধান তদন্তকারী (পি আই) হিসাবে মনোনীত হন।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (আগস্ট 2023) যে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার আট বছর পরেও শেষ হয়নি, যদিও প্রকল্পের অধীনে কৃষকদের থাকার ব্যবস্থা, সীমানা প্রাচীর, টেস্ট ট্রাক, খামারের সরঞ্জাম, পরীক্ষার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং প্রশিক্ষণের জন্য অডিও-ভিজুয়াল সরঞ্জাম সহ প্রশিক্ষণ হলের জন্য 2.57 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। তবে সব যন্ত্রপাতি কেনার কাজ শেষ হয়নি।

বি সি কে ভি পূর্ববর্তী পি আই-এর পক্ষ থেকে অব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করার পরে অসম্পূর্ণ প্রকল্পটি অন্য একজন পি আই-কে স্থানান্তরিত করেছিল (ডিসেম্বর 2021)। পরীক্ষার¹³² জন্য প্রয়োজনীয় সাতটি যন্ত্র এবং প্রশিক্ষণের¹³³ জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি যন্ত্রপাতি কেনা যায়নি, কারণ প্রকল্পটি হস্তান্তরের পরে বি সি কে ভি দ্বারা নতুন পি আই-কে তহবিল প্রদান করা হয়নি, যা পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছিল।

এফ এম টি টি আই-এর ডি পি আর-এ প্রকল্পটি চালানোর জন্য লোকবলের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রথম দুই বছরের জন্য (2015-16 এবং 2016-17) প্রতি বছর 10 লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তবে দুবছর পর প্রকল্পটি চালানোর জন্য তহবিল/লোকবল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎসের কথা ডি পি আর-এ উল্লেখ করা হয়নি। এইভাবে, 2017-18 পর্যন্ত কেবল দুটি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং 2018-19 পর্যন্ত তিনটি অ-আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছিল। তহবিল ও লোকবলের অভাবে এরপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়নি। উপরন্তু, 2017-18 থেকে মার্চ 2024- সময়কালে মাত্র ছয়টি খামার সরঞ্জামের বাণিজ্যিক পরীক্ষা করা হয়েছিল।

বি সি কে ভি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন এবং বি সি কে ভি-এর উত্তরে জানা গেছে যে এফ এম টি টি আই-এর জন্য তৈরি আবাসিক সুবিধাগুলি (25 শয্যা ধারণক্ষমতা) বি সি কে ভি-এর পি এইচ ডি শিক্ষার্থীদের আবাসন সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

সুতরাং, তহবিল এবং জনবলের অভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যায়নি এবং প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা 2.57 কোটি টাকাও ফলপ্রসূ হয়নি।

দপ্তর জানিয়েছে (জুন 2024) যে এফ এম টি টি আই গেস্ট হাউস থেকে অবশিষ্ট কয়েক শিক্ষার্থীকে শীঘ্রই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেলে স্থানান্তরিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে যে আগামী 5-6 মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষার কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ঘ. স্টিভিয়া উৎপাদন/প্রচারের জন্য টিসু কালচার ইউনিট

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (আর আই ডি এফ)-এর অধীনে বি সি কে ভি দ্বারা একটি “অর্থকরী ফসল হিসেবে ঔষধি গাছ স্টিভিয়ার¹³⁴ উৎপাদন ও প্রসারের জন্য খামার এবং টিসু কালচার ইউনিট স্থাপন” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

মোট বরাদ্দকৃত 2.44 কোটি টাকা তহবিলের মধ্যে 2.18 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এবং বাকি 0.26 কোটি টাকা কৃষি দপ্তরকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটি মার্চ 2021-এ শেষ

¹³² ঘাস কাটা মেশিন, ঘাস গাটবন্দী করার মেশিন, ধান রোপন মেশিন, স্ব-চালিত স্প্রিঙ্কলার সেচ সরঞ্জাম, ইঞ্জিনের কাট মডেল এবং পাম্পের কাট মডেল এবং অন্যান্য ছোট যন্ত্রপাতি।

¹³³ কঠিনতা পরীক্ষার যন্ত্র, ইঞ্জিন পরীক্ষার জন্য টেস্ট রিগ এবং স্প্রেয়ারের স্প্রে প্যাটার্ন পরীক্ষার জন্য প্যাটার্ননেটর।

¹³⁴ এটি একটি ঔষধি গাছ এবং এটি মিষ্টি পাতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হয়েছিল। যদিও, প্রকল্পের পি আই বলেছেন (আগস্ট 2023) যে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এটি অকার্যকর ছিল:

- ✓ পরীক্ষাকেন্দ্রে স্থাপন করা যন্ত্রগুলির সফলভাবে কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় এ সি সংগ্রহ করা যায়নি, কারণ বি সি কে ভি দ্বারা প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয়নি।
- ✓ জেনারেটর সেট যা প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তা ক্রয় করা হয়েছিল তবে বৈদ্যুতিক প্যানেলের কাজ করা না যাওয়ায় এটি কার্যকর করা যায়নি।
- ✓ প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য কোনও লোকবল সরবরাহ করা হয়নি।

বি সি কে ভি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (মার্চ 2024) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ পায়:

- প্রকল্পটি ছিল একটি দ্বিতল ভবনের। তবে নিচতলা¹³⁵ ও দোতলার¹³⁶ কিছু অংশ অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল।
- পরীক্ষাকেন্দ্রের ডার্ক রুম, সিড জার্মিনেটর, শেপিং ইনকিউবেটরের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা না থাকায় অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল।



চিত্র 4.2: জেনারেটর সেট নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে



চিত্র 4.3: সরঞ্জাম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে



সুতরাং, সুবিধাপ্রাপকরা কেবল প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি, তবে 2.18 কোটি টাকার ব্যয়ও অফলপ্রসূ হয়েছে।

উত্তরে দপ্তর জানায় (জুন 2024) যে, বি সি কে ভি কর্তৃপক্ষ প্রোটোকল এবং প্রত্যাশিত মূল্যের জন্য প্রস্তুত আছে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে চারাগাছ তৈরি হয়ে যাবে।

সুতরাং, বি সি কে ভি এবং কৃষি দপ্তরের প্রকল্পগুলির দুর্বল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কারণে, আর কে ভি ওয়াই/আর আই ডি এফ তহবিলের অধীনে তৈরি সুবিধাগুলি রাজ্যের কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি, যার ফলে 13.78 কোটি টাকা ব্যয় ফলপ্রসূ হয়নি।

সমবায় দপ্তর

4.2 ইম্পাত সামগ্রী ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারদের 2.01 কোটি টাকার অন্যান্য সুবিধা

সমবায় দপ্তর গুদাম নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য কম হারের পরিবর্তে ইম্পাত সামগ্রীর উচ্চতর হারের অনুমতি দিয়ে ঠিকাদারদের 2.01 কোটি টাকার অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান করেছে।

¹³⁵ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ নিয়ে সর্ব ভারতীয় পরিসরে প্রকল্প (এ আই এন পি)।

¹³⁶ পাট এবং সংশ্লিষ্ট তন্তুর উপর এ আই এন পি।

পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়মাবলীর (প্রথম খণ্ড) নিয়ম 35-এ উল্লেখ আছে যে ‘সরকারী তহবিল থেকে ব্যয়কারী বা অনুমোদনকারী প্রত্যেক আধিকারিককে উচ্চ মানের আর্থিক ন্যায্যতা মেনে চলতে হবে’।

ধানের বীজ সংরক্ষণের জন্য, ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) গুদামজাতকরণ পরিকাঠামো তহবিল¹³⁷ 2013-14-এর অধীনে রাজ্যের 14 টি জেলায় 10,000 মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন মডেলর 23টি গুদাম নির্মাণের জন্য সমবায় দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে (ফেব্রুয়ারী 2018)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন ফেডারেশন লিমিটেড (বেনফেড) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (পি আই এ) হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল। তদনুসারে, রাজ্যের 14টি জেলায় 10,000 মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন 23 টি গুদাম নির্মাণের জন্য নাবার্ড-এর অনুমোদনের জন্য বি ই এন এফ ই ডি দ্বারা স্বতন্ত্র বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) প্রস্তুত করা হয়েছিল।

সমবায় দপ্তর দ্বারা গোডাউন নির্মাণের জন্য মোট 240.20 কোটি টাকা ব্যয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল (আগস্ট 2018), মার্চ 2021-এর মধ্যে শেষ করার শর্তে। তদনুসারে, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে বেনফেড দ্বারা 23 টি পৃথক ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছিল (মার্চ 2019 এবং আগস্ট 2020-এর মধ্যে)। 236.46 কোটি টাকা ব্যয়ে এই 23 টি গোডাউনের কাজ জুলাই 2023-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি)-এর দর তালিকা (নভেম্বর 2017 থেকে কার্যকর এস ও আর) অনুসারে লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন কাজের জন্য ইস্পাত সামগ্রীর দুটি হার প্রযোজ্য ছিল (ক) সেল/টাটা/আর আই এন এল-এর হার (খ) অন্যদের হার। এস ও আর-এ উপলব্ধ সেল/টাটা/আর আই এন এল-এর ইস্পাত সামগ্রীর দাম বিবেচনা করে বেনফেড 23 টি গুদাম নির্মাণের জন্য ডি পি আর প্রস্তুত করেছে। যদিও, 23 টি গোডাউন নির্মাণের সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিকাদাররা সেল/টাটা/আর আই এন এল-এর তৈরি নির্দিষ্ট ইস্পাত সামগ্রী ব্যবহার করার পরিবর্তে রশ্মি/কনকাস্ট স্টিলের মতো অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করেছিলেন যা কম দামের ছিল।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে 23 টির মধ্যে নয়টির ক্ষেত্রে, নন-ব্র্যান্ডেড ইস্পাত সামগ্রী (রশ্মি/কনকাস্ট/এস আর এম বি) ব্যবহারের কারণে কম দামের ভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করা হয়েছিল, ডি পি আর-এ উল্লিখিত উচ্চ-মূল্যের সেল/টাটা/আর আই এন এল ইস্পাতের পরিবর্তে। যাইহোক, বাকি 14 টি ক্ষেত্রে, সমবায় দপ্তর ইস্পাত সামগ্রীর উচ্চতর হার প্রদান করেছিল (ব্র্যান্ড সেল/টাটা/আর আই এন এল-এর জন্য প্রযোজ্য), যদিও কম দামের ইস্পাত (সেল/টাটা/আর আই এন এল ব্যতীত রেশ্মি-এর মত) সামগ্রী ব্যবহার করেছিল, যার ফলে ঠিকাদারদের 1.98 কোটি টাকার অন্যায্য সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। নিরীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, সমবায় দপ্তর 23 টি কাজের মধ্যে 14 টিতে ইস্পাত সামগ্রীর উপর প্রতি মেট্রিক টন লোডিং, আনলোডিং এবং মজুদ করার জন্য 139 টাকা বেশি মাশুল¹³⁸ দিয়েছে, যেখানে প্রকৃত হার ছিল প্রতি মেট্রিক টন 96 টাকা, যার ফলে ঠিকাদারদের 2.78 লক্ষ টাকার অন্যায্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, সমবায় দপ্তর লোডিং, আনলোডিং এবং মজুদ মাশুলের উচ্চহার প্রদানের পাশাপাশি ইস্পাত উপকরণের জন্য ঠিকাদারদের 2.01 কোটি টাকার (পরিশিষ্ট-4.1) অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান করেছে।

¹³⁷ 2013-14 সালে, ভারত সরকার গুদাম পরিকাঠামো তৈরির জন্য নাবার্ড কর্তৃক পরিচালিত 5,000 কোটি টাকার তহবিল নিয়ে গুদামজাতকরণ পরিকাঠামো তহবিল চালু করে।

¹³⁸ দপ্তর প্রতি মেট্রিক টন 139 টাকা লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাকিং চার্জের অনুমতি দিয়েছে, যদিও এস ও আর, পি ডব্লিউ ডি (ডব্লিউ বি), ডি ও এল. III 2018-এর আইটেম নং 1.03 (h), পৃষ্ঠা 227 অনুসারে, এটি প্রতি মেট্রিক টন 96.00 টাকা হবে।

সমবায় দপ্তর জানায় যে (এপ্রিল 2024) মার্চ 2019 এবং আগস্ট 2020-এ অর্থাৎ কোভিড মহামারির সময় ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছিল এবং সেল/টাটা/আর আই এন এল-এর তৈরি ইস্পাত উপকরণের ঘাটতির কারণে প্রকল্পের কার্ঠামোগত কাজে আই এস আই অনুমোদিত ব্র্যান্ডের ইস্পাত উপকরণগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল।

যদিও, এই জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সমবায় দপ্তরের উচিত ছিল রেশমি/কনকাস্ট/এস আর এম বি-এর তৈরি ইস্পাত সামগ্রী ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারদের অর্থ প্রদান সীমিত করা এবং সেল/টাটা/আর আই এন এল উপাদানের উচ্চতর হার অনুমোদন না করা, যেমনটি নয়টি ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর

4.3 পরিহারযোগ্য ব্যয়

দখল নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা, ইজারার মেয়াদ শেষ হতে বিলম্ব এবং দুর্বল চুক্তি ব্যবস্থাপনার কারণে, দপ্তর 14.72 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় করেছে।

ভারত সরকার (জি ও আই) জুলাই 2008-এ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) কার্যপদ্ধতির অধীনে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফ সি আই)-এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারস গ্যারান্টি (পি ই জি) প্রকল্প চালু করেছিল।

এই প্রকল্পটি পাঁচ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত প্রকল্পের¹³⁹ অধীনে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের দ্বারা তাদের ব্যয়ে গুদাম নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল যা পরবর্তীকালে বাড়িয়ে 10 বছর (আগস্ট 2010) করা হয়েছিল। এফ সি আই-এর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ওয়ারহাউজিং কর্পোরেশন (সি ডব্লিউ সি)/স্টেট ওয়ারহাউজিং কর্পোরেশন (এস ডব্লিউ সি)-এর মাধ্যমে এই গুদামগুলি ভাড়া করার কথা ছিল, যারা এই গুদামগুলি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ এস ডব্লিউ সি এবং পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি ই সি সি সি এল) খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের (দপ্তর) সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে এই পি ই জি গুদামগুলি পরিচালনা করছিল।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের রাতুলিয়ায় পি ই জি প্রকল্পের অধীনে নির্মিত গুদামগুলিতে বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় (ডি সি পি) স্টকের জন্য স্টোরেজ স্পেস প্রদানের জন্য ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল এবং এফ সি আই একটি চুক্তি করেছে (27 নভেম্বর 2014)। চুক্তির অনুচ্ছেদ 1.4 এবং 1.5 অনুসারে, এফ সি আই গুদামের ভাড়া (মাসিক ভাড়া) পরিশোধ করবে এবং মাসিক ভাড়ার 15 শতাংশ ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল-কে তদারকি মাশুল হিসাবে প্রদান করবে। রাজ্য সরকারও গুদামগুলিতে কমপক্ষে 80 শতাংশ দখল রাখার চেষ্টা করবে।

উপরোক্ত চুক্তির ধারাবাহিকতায়, ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল এবং পূর্ব মেদিনীপুরের রাতুলিয়ায় পি ই জি গুদামগুলির ব্যক্তিগত মালিক¹⁴⁰ (ইজারাদার) একই দিনে (27 নভেম্বর 2014) আরেকটি চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুসারে, ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল ইজারাদারকে ততদিন ভাড়া¹⁴¹ দিতে সম্মত হয়েছিল যতদিন চুক্তি কার্যকর¹⁴² থাকবে এবং এই ভাড়া ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল দ্বারা গোড়াউনের প্রকৃত দখলের তারিখ থেকে থেকে শুরু হবে।

¹³⁹ এফ সি আই পাঁচ বছরের নিশ্চিত প্রকল্পের আওতায় স্টোরেজ স্পেসের নিশ্চিত ব্যবহারের গ্যারান্টি দেবে। যদি কোনও বছরে, কম ক্রয় বা বেশি বিক্রয়ের কারণে গুদামের স্টোরেজ স্পেসটি অব্যবহৃত থাকে, তাহলে এফ সি আই গ্যারান্টির সময়কালে গুদামের মালিককে ভাড়া প্রদান অব্যাহত রাখবে।

¹⁴⁰ মেসার্স এম এস ভি ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড।

¹⁴¹ চুক্তিতে উল্লিখিত হিসাবে প্রতি কুইন্টাল 8.88 টাকা হারে মাসিক ভাড়া।

¹⁴² এই ইজারা নয় বছর তিন মাস এবং ষোল দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যদি না কোনও বাধ্যবাধকতা পূরণ না হওয়ার কারণে বাতিল করা হয়।

দপ্তর ডি সি পি প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল-এর পি ই জি গুদাম সহ অন্যান্য গুদামে সংরক্ষণ করেছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে, দপ্তর গুদামে মজুত ক্ষমতার 80 শতাংশ বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেনি। গোড়াউনগুলি শুরু থেকেই (জুলাই 2014) দুর্বলভাবে এবং বিরতিহীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আগস্ট 2017 থেকে এপ্রিল 2018-এর মধ্যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছিল এবং কোনও মাসেই বাধ্যতামূলক ব্যবহারের লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি। ফলস্বরূপ, এফ সি আই ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল-কে জুলাই 2017 পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করেছিল এবং তারপরে পরিশোধ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেইঅনুসারে, ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল আগস্ট 2017 থেকে ব্যক্তিগত মালিককে ভাড়া প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে একটি রেফারেন্সের ভিত্তিতে, অ্যাডভোকেট জেনারেল (এ জি), জি ও ডব্লিউ বি (মার্চ 2021) ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল-কে উল্লিখিত ইজারাটি বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছিল। যাইহোক, ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল কেবল সেপ্টেম্বর 2023-এ অর্থাৎ এ জি-র পরামর্শের দুই বছরেরও বেশি সময় পরে এবং পি ই জি গুদামগুলিতে মজুত বন্ধ করার পাঁচ বছর পরে চুক্তিটি বাতিল করেছে।

বেসরকারি মালিক সুদ সহ গোড়াউন ভাড়া দাবি করে বিভিন্ন ফোরামে¹⁴³ আবেদন করেন। অবশেষে, জুলাই 2014 থেকে জুন 2023 পর্যন্ত প্রাপ্য ভাড়া পরিশোধের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট প্রাইভেট মালিকের পক্ষে একটি আদেশ জারি করেছিল (নভেম্বর 2022)। সুতরাং, দপ্তরকে ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল-এর মাধ্যমে বেসরকারী মালিককে 14.72 কোটি টাকা দিতে হয়েছিল।

সুতরাং, দপ্তরটি পি ই জি গুদামগুলির 80 শতাংশ বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়নি, যার ফলে এফ সি আই-এর পরিশোধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং মে 2018 থেকে মজুত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি 2021 সালের মার্চ মাসে অ্যাডভোকেট জেনারেলের ইজারা বাতিল করার পরামর্শ দেওয়ার পরেও, দপ্তরটি কোনও যুক্তি ছাড়াই চুক্তিটি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দীর্ঘায়িত করার অনুমতি দেয়। এই উদাসীনতা, দুর্বল চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং সময়োপযোগী সংশোধনমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে উচ্চ আদালতের একটি প্রতিকূল আদেশের ফলে দপ্তরটি কোনও স্টোরেজ সুবিধা ছাড়াই ব্যক্তিগত মালিককে 14.72 কোটি টাকা প্রদান করতে বাধ্য হয়। এইভাবে, দপ্তরের ত্রুটির ফলে রাজ্যের কোষাগারের পরিহারযোগ্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর

4.4 বহুমুখী সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স নির্মাণে নিষ্ফল ব্যয়

প্রেক্ষাগৃহ এবং সংগ্রহালয় নির্মাণের জন্য একটি ভুল জায়গা বেছে নেওয়ার কারণে, যুবকদের মধ্যে লোকশিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়নি এবং এর ফলে 5.04 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর (আই সি এ ডি) (আগস্ট 2005) ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের (মন্ত্রণালয়) কাছে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছিল একটি বহুমুখী সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স (এম পি সি সি) স্থাপনের জন্য যা লোক ও উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

¹⁴³ i) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজ ফেসিলিটেশন কাউন্সিল, ii) আলিপুরে বাণিজ্যিক আদালত এবং কলকাতায় মাননীয় হাইকোর্ট।

(এফ টি সি সি)¹⁴⁴ দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত হবে। আই সি এ ডি মন্ত্রককে প্রকল্পের জন্য বিনামূল্যে জমি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং ব্যয়ের 50 শতাংশও বহন করতে অনুরোধ করেছিল, যখন বাকি 50 শতাংশ ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে। এর প্রতিক্রিয়ায়, মন্ত্রণালয় “এফ টি সি সি, কলকাতা দ্বারা এ জে সি বোস রোড কলকাতায় এম পি সি সি নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রকল্প” হিসাবে প্রকল্পটিকে অনুমোদন দেয় এবং এফ টি সি সি-এর পক্ষে প্রথম কিস্তি হিসাবে 1.00 কোটি টাকার মোট অংশের মধ্যে 60.00 লক্ষ টাকা (অক্টোবর 2006) প্রদান করে। প্রকল্পটি শেষ করার নির্ধারিত তারিখ ছিল আগস্ট 2008।

যদিও, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে। ফলস্বরূপ, আই সি এ ডি মন্ত্রণালয়কে জানায় (এপ্রিল 2007) যে, এই বিলম্বের কারণে, জি ও ডব্লিউ বি এ জে সি বোস রোড কলকাতায় এম পি সি সি-এর জন্য নির্ধারিত জমি ললিতকলা একাডেমি, ভারত সরকারের পক্ষে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আই সি এ ডি মন্ত্রণালয়কে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার অন্তর্গত শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে 15 কিলোমিটার দূরে ই এম বাইপাসের পাশে ছিটকালিকাপুরে এম পি সি সি স্থাপনের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ করেছিল আই সি এ ডি-এর প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রণালয় স্পষ্টভাবে জানায় (এপ্রিল 2007) যে প্রকল্পটি একটি নির্দিষ্ট স্থানের জন্য ভারত সরকার অনুমোদিত করেছে। পূর্ববর্তী স্থানের জন্য প্রস্তুত পরিকল্পনা, নকশা এবং প্রাক্কলন নতুন স্থানের জন্য ব্যবহার করা হবে কিনা তা মন্ত্রক জানতে চেয়েছে।

আই সি এ ডি মন্ত্রণালয়কে জানায় (মে 2007) যে পূর্ববর্তী স্থানের জন্য প্রস্তুত পরিকল্পনা, নকশা এবং অনুমানগুলি নতুন স্থানের জন্য ব্যবহার করা হবে না তবে এটি আশ্বাস দিয়েছে যে নতুন পরিকল্পনা, নকশা এবং অনুমানগুলিতে কোনও অতিরিক্ত খরচ হবে না। মন্ত্রকের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনার কোনও নথি পাওয়া যায়নি। এটিও দেখা গেছে যে ভারত সরকার এই প্রকল্পের জন্য আর কোনও কিস্তি প্রদান করেনি।

পরবর্তীতে, আই সি এ ডি কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে এবং এম পি সি সি-এর মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ ভবনের পাশাপাশি একটি প্রশাসনিক ভবন ও সংগ্রহশালা অন্তর্ভুক্ত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এফ টি সি সি আনুমানিক 9.19 কোটি টাকা¹⁴⁵ ব্যয়ে তিনটি স্বতন্ত্র ভবন : - প্রশাসনিক ভবন, প্রেক্ষাগৃহ এবং সংগ্রহশালা নির্মাণের জন্য একটি ঠিকাদারকে¹⁴⁶ নিযুক্ত করেছিল (মে 2008)। এই ভবনগুলি নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং 10.93 কোটি টাকা¹⁴⁷ ব্যয়ে এফ টি সি সি-কে হস্তান্তর করা হয় (ডিসেম্বর 2010)।

নিরীক্ষা নথিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে এবং যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (ডিসেম্বর 2023) নির্মিত সুবিধাগুলির সামগ্রিক ব্যবহারে অনিয়ম পর্যবেক্ষণ করেছে:

- (i) **সংগ্রহশালা ভবন:** 2.90 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সংগ্রহশালাটি একটি দ্বিতল ভবন হওয়ার কথা ছিল যেখানে লোকগান/সংগীত রেকর্ডিংয়ের জন্য একটি স্টুডিও বানানোর জন্য একটি হলের প্রয়োজন ছিল। যদিও, এটি লক্ষ্য করা যায় যে স্টুডিওতে লোকগান/সংগীত রেকর্ডিংয়ের জন্য সংগীত স্টুডিও হিসাবে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও উপকরণ ছিল না। এছাড়াও, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু নিদর্শন নিচতলায় প্রদর্শিত হলেও সংগ্রহশালাটি সাধারণ মানুষের জন্য কখনই খোলা হয়নি যার ফলে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

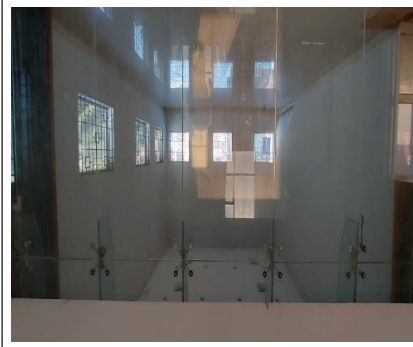
¹⁴⁴ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, লোক শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য আই সি এ ডি-এর তত্ত্বাবধানে 1994 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

¹⁴⁵ কার্যালয় + প্রেক্ষাগৃহের জন্য 6.36 কোটি টাকা এবং সংগ্রহশালার জন্য 2.83 কোটি টাকা, মোট = 9.19 কোটি টাকা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

¹⁴⁶ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত একটি কোম্পানি ম্যাকিনটোশ বার্ন লিমিটেড।

¹⁴⁷ প্রেক্ষাগৃহ এবং অফিস ভবনের জন্য 8.03 কোটি টাকা এবং সংগ্রহশালার জন্য 2.90 কোটি টাকা।

(ii) **প্রেক্ষাগৃহ:** নাটক, নৃত্য, গান বা লোক সংস্কৃতির অন্যান্য রূপ পরিবেশনে শিল্পীদের সহায়তা করার জন্য 300 আসন বিশিষ্ট একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়েছিল। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে 2.16 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রেক্ষাগৃহটি যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল কখনই সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি। এফ টি সি সি দাবি করেছে (জুলাই 2023) যে 2012-13 থেকে 2016-17 এর মধ্যে মোট 39 টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এর জন্য বেসরকারী পক্ষের কাছ থেকে অডিটোরিয়ামের ভাড়া বাবদ 2.22 লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। ভবনটি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল লোকশিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার করা, তবে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলি লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত ছিল না বরং চলচ্চিত্রের শুটিং, জন্মদিনের পার্টি, বিবাহ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ছিল। এছাড়াও, 2017-18 সাল থেকে, প্রেক্ষাগৃহটি জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকার কারনে ব্যবহার করা যায়নি।

		
নিচতলায় শিল্পকর্ম নিদর্শন	প্রথম তলা ফাঁকা	দ্বিতীয় তলায় সরঞ্জাম ছাড়া স্টুডিও
চিত্র 4.4: অব্যবহৃত সংগ্রহশালা ভবন		
		
প্রধান প্রবেশদ্বার	ক্ষতিগ্রস্ত ফলস সিলিং	ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা
চিত্র 4.5: ক্ষতিগ্রস্ত প্রেক্ষাগৃহ		

নির্মিত সুবিধাগুলি ব্যবহার না করার সত্যটি দপ্তর স্বীকার করেছে (মার্চ 2024)। বলা হয় যে সংগ্রহশালা তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল গবেষকদের উপকার করা, জনসাধারণের দেখার জন্য নয়। এছাড়াও, এটি স্বীকার করে যে, প্রেক্ষাগৃহটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও, দপ্তরের অধীনস্থ অন্যান্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহগুলি খুব সুন্দর জায়গায় অবস্থিত এবং মেট্রো/ট্রেন/বাস ইত্যাদির সাথে ভালভাবে সংযুক্ত ছিল। তাই দুর্বল যোগাযোগ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে ছিটকালিকাপুরের প্রেক্ষাগৃহটি এত জনপ্রিয় ছিল না।

যেহেতু দপ্তর প্রেক্ষাগৃহের অবস্থানগত অসুবিধা এবং সংশোধিত স্থানের সাথে যুক্ত জলাবদ্ধতার সমস্যার মতো বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল, তাই সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার পরেই সংগ্রহশালা এবং প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এছাড়াও, এই সংগ্রহশালা এবং প্রেক্ষাগৃহের উদ্দেশ্য ছিল যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে

সচেতনতা তৈরি করা এবং এটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে জনসাধারণ সহজে প্রবেশ করতে পারে, বর্তমানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নয় যেখানে বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এছাড়াও, দপ্তরটি এম পি সি সি-তে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম/কর্মশালা/অনুষ্ঠানগুলির বিশদ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সুতরাং, ভুল জায়গা নির্বাচন করার কারণে এম পি সি সি-তে তৈরি সুযোগ-সুবিধাগুলি তাদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়নি। ফলস্বরূপ, 5.04 কোটি টাকা ব্যয় দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষ্ফল থেকে গেছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর

4.5 জল উত্তোলনের ব্যবস্থায় পরিহারযোগ্য ব্যয়

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর একটি বেশি উচ্চতায় স্টোরেজ পুকুরের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করেছিল, যাতে জল উত্তোলনের ব্যবস্থায় 6.07 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পি এইচ ই ডি) (2012 সালে) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার¹⁴⁸ বারাসুকজোরা এবং এর আশে পাশের 35 টি মৌজার জন্য পুকুর ভিত্তিক নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প (পি ডব্লিউ এস এস) নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে যার আনুমানিক ব্যয় 22.05 কোটি টাকা¹⁴⁹। গ্রীষ্মের মরসুমে জেলাটি পানীয় জলের তীব্র ঘাটতির মুখোমুখি হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল তারাফেনি সাউথ মেন ক্যানেল (উত্তর) থেকে সাইফন জলনির্গমন প্রণালী¹⁵⁰ ব্যবহার করে মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে স্টোরেজ পুকুরে জল সংগ্রহ করা এবং পর্যাপ্ত পরিশোধনের পরে জনগণকে পানীয় জল সরবরাহ করা।

মেদিনীপুর বিভাগের বাস্তুকার কারিগরি, পি এইচ ই ডি দ্বারা প্রস্তুত (জানুয়ারী 2012) প্রকল্পের মূল ডি পি আর অনুসারে উপরোক্ত সেচ খাল থেকে জল বছরে তিনবার পানীয়জল সরবরাহ করার কথা ছিল যার আনুমানিক ব্যয় 21.36 কোটি টাকা ছিল। পরবর্তীকালে, তারাফেনি সাউথ মেন ক্যানেল (উত্তর)-এর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সেচ ও জলপথ দপ্তর (আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি) বছরে তিনবারের পরিবর্তে বছরে দুইবার খাল থেকে জল তোলায় অনুমতি দেয় (ফেব্রুয়ারী 2013)। তদনুসারে, আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি পরামর্শ দিয়েছিল যে স্টোরেজ পুকুরের ক্ষমতা 220 একর-ফুটের মূল স্টোরেজ ক্ষমতার নিরীখে 330 একর-ফুটে বাড়ানো উচিত। ফলস্বরূপ, স্টোরেজ পুকুরের নকশাটি সংশোধন করা হয় (ফেব্রুয়ারী 2013) যাতে 9 মিটার গভীরতায় খনন করে এর স্টোরেজ ক্ষমতা 330 একর-ফুট বৃদ্ধি করা যায়। কাজটি মেদিনীপুর বিভাগ, পি এইচ ই ডি দ্বারা 19.57 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল (জুন 2016)।

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা যায় যে স্টোরেজ পুকুরে নকশা সংশোধন করার এক বছর পরে, পি এইচ ই ডি আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের¹⁵¹ ভিত্তিতে আরও একটি ডি পি আর প্রস্তুত করেছিল (মার্চ 2014)। এটি খালের তীরে একটি ভূগর্ভস্থ অপরিশোধিত জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে খাল থেকে মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে জল সংগ্রহ করা হবে। এরপরে, অপরিশোধিত জলের ট্যাঙ্ক থেকে স্টোরেজ পুকুরে জল পাম্প করার কথা ছিল। এটি দেখা যায় যে এই কাজগুলি জানুয়ারী 2012-এ অনুমোদিত মূল কাজের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত

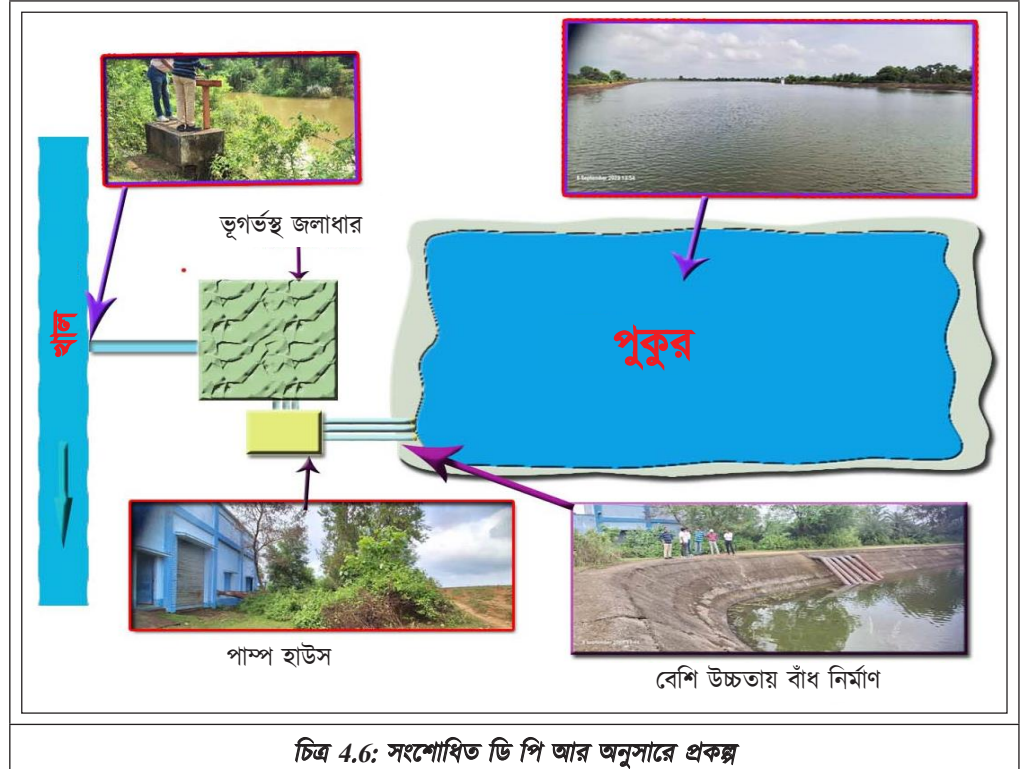
¹⁴⁸ বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলার অধীনে।

¹⁴⁹ সিভিল কাজ 19.80 কোটি টাকা + যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক কাজ 1.56 কোটি টাকা + পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে 0.685 কোটি টাকা।

¹⁵⁰ উচ্চতর স্তরের স্টোরেজ থেকে নিম্ন স্তরের স্টোরেজে পুকুরে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে জল স্থানান্তর করা।

¹⁵¹ i. খালের জন্য জল বিদ্যমান খালের তলদেশ থেকে 1.5 মিটার বা তার উপরের স্তর থেকে নিতে হবে। ii. পুকুরের তলদেশের স্তর খালের বিদ্যমান তলদেশ স্তরের নীচে হবে না।

ছিল না। ফলস্বরূপ, ভূগর্ভস্থ অপরিশোধিত জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কাজের জন্য 10.57 কোটি টাকার পৃথক বাজেট তৈরি করা হয়েছিল। কাজটি 6.09 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রদান করা হয়েছিল (জানুয়ারী 2015) এবং 6.07 কোটি টাকা (মার্চ 2019) ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। যদিও, বিভাগের পক্ষ থেকে আই এন্ড ডব্লিউ ডি দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধের (যার কারণে সংশোধিত এবং পুনঃরায় ডি পি আর তৈরি করতে হয়) বিষয়ে কোনও নথি পেশ করা হয়নি এবং প্রকল্পের জন্য আই এন্ড ডব্লিউ ডি দ্বারা দপ্তরের জারি করা এন ও সি-তে এ ধরনের বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও, নিরীক্ষা দ্বারা এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে, আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2023) যে তারা এই জাতীয় কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করেনি।



নিরীক্ষা পি এইচ ই দপ্তর এবং আই অ্যান্ড ডব্লিউ ডি-এর আধিকারিকদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন (সেপ্টেম্বর 2023) পরিচালনা করে। পরিদর্শন থেকে জানা যায় যে স্টোরেজ পুকুরটি সেচ খালের মূল এলাকার মধ্যে অবস্থিত এবং সেচ খাল থেকে স্টোরেজ পুকুর পর্যন্ত একটি প্রাকৃতিক নিম্নমুখী ঢাল থাকলেও গভীরতা কাটার পরিবর্তে পুকুরের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য স্টোরেজ পুকুরের বাঁধটি একটি উচ্চ স্তরে নির্মিত হয়েছিল। ফলে খাল থেকে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে জলের প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহ সীমিত হয়ে যায়।

মূল ডি পি আর-এ খাল থেকে স্টোরেজ পুকুরে জলের মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহ বজায় রাখার জন্য মাটির স্তর থেকে নয় মিটার পর্যন্ত স্টোরেজ পুকুর খনন করে কাজক্ষিত সঞ্চয় অর্জন করা হয়েছিল। তবে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, তিন মিটার খনন এবং পুকুরের চারপাশে ছয় মিটার উঁচু বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নয় মিটার স্টোরেজ পুকুরের এই অনুমোদিত উচ্চতা অর্জন করা হয়েছিল, যার ফলে খাল থেকে স্টোরেজ পুকুরে জলের মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহ সীমাবদ্ধ ছিল।

সুতরাং, ভূগর্ভস্থ উপরে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে, খাল থেকে স্টোরেজ পুকুরে জল উত্তোলনের জন্য পি এইচ ই ডি-কে 6.07 কোটি টাকার অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হয়। দপ্তর কোনও উত্তর দেয়নি (মার্চ 2025)।

পূর্ত দপ্তর

4.6 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর দ্বারা সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দীর্ঘ অনুচ্ছেদ

4.6.1 ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর (জি ও ডব্লিউ বি) রাজ্যে রাস্তা, সেতু, রেলওয়ে ওভারব্রিজ (আর ও বি), ফ্লাইওভার ইত্যাদির মতো সরকারি সম্পদের পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত।

সাতটি জেলার¹⁵² পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত 17 টি বিভাগের বিশদে নিরীক্ষার সময়, এটি দেখা যায় যে 2019-20 থেকে 2023-24 সময়কালে 1,338.29 কোটি টাকা ব্যয়ে সেতু নির্মাণ বা এই সময়ে সমাপ্ত হওয়া 67 টি ব্রিজের কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল। মোট 67 টি সেতুর মধ্যে 13 টি সেতু নির্মাণের কাজ 31 মার্চ 2024 পর্যন্ত চলছিল। আরও দেখা যায় যে, 226.68 কোটি টাকা ব্যয়ে 453 টি সেতুর মেরামত ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত কাজ নেওয়া হয়েছে এবং নিরীক্ষা সময়কালে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিরীক্ষার ফলাফলগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে দেওয়া হল।

4.6.2 পরিকল্পনা

সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষার প্রয়োজন যাতে ন্যূনতম সম্পদের মাধ্যমে কাক্ষিত ফলাফল অর্জন করা যায়।

4.6.2.1 কার্যকরি সেবা প্রদানের বিধান

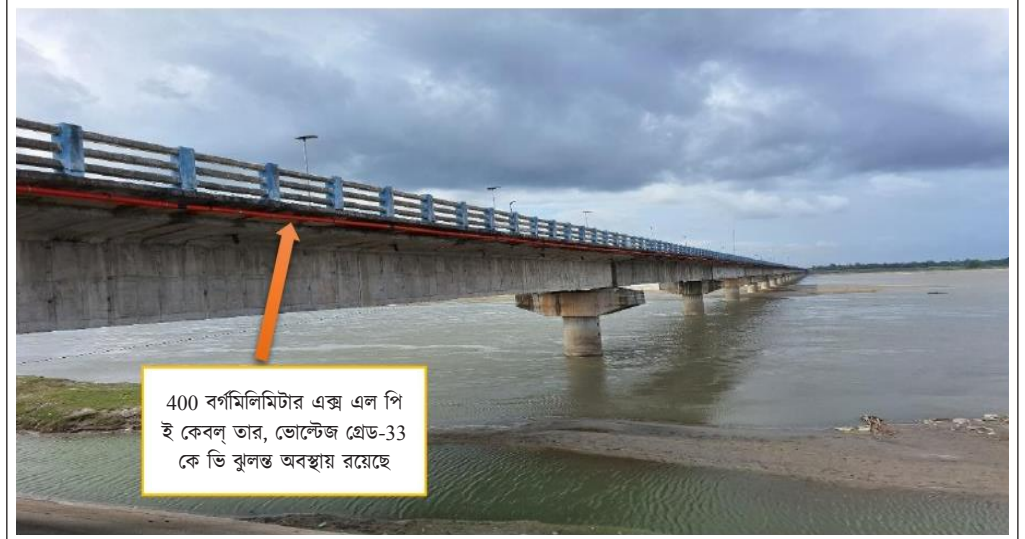
আই আর সি 5-2015-এর অনুচ্ছেদ 109.1 অনুসারে, একটি সেতু কাঠামোতে বিদ্যুৎ খুঁটি, ল্যাম্পপোস্ট এবং বিদ্যুৎ তার ইত্যাদি বহন করার জন্য উপযুক্ত নালীগুলির জন্য ফিক্সচার থাকতে হবে, যা প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করবে। এছাড়াও, সেতুর কাঠামোর উপর সরাসরি জল, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম পণ্যের জন্য কেবল তার এবং পাইপলাইনের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি এড়িয়ে চলা উচিত। এগুলি সেতু স্তম্ভ এবং প্রান্তিক ধারক দেওয়ালগুলির কাঠামোতে স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও, আই আর সি 98-2011-এর অনুচ্ছেদ 3.7.6 অনুসারে, সমস্ত নতুন সেতু কাঠামোতে তাদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষকে সমস্ত জন-উপযোগী কর্তৃপক্ষ (অর্থাৎ পৌরসভা, পঞ্চগয়েত, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ইত্যাদি)-এর সাথে পরামর্শ করা উচিত, যাতে সেই পরিষেবাগুলির জন্য নকশায় যথাযথ বিধান করা যায়। পাশাপাশি, পি ডব্লিউ ডি-এর নির্দেশিকা অনুসারে¹⁵³, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পি এইচ ই ডি)-এর উচিত যতদূর সম্ভব জলাশয়ের উপরের সেতু, উড়ালপুল ইত্যাদি কাঠামোর উপর পাইপ স্থাপন করা এড়িয়ে চলা তবে যদি অপরিহার্য হয় পি ডব্লিউ ডি-এর অনুমোদন নিয়েই তা করা যেতে পারে। নিরীক্ষা বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি তুলে ধরা হল:

- নিরীক্ষা 2019-20 থেকে 2023-24-এর মধ্যে 17 টি পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত বিভাগে 67 টি নবনির্মিত সেতুর মধ্যে 15 টি সেতু নির্বাচন করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, নবনির্মিত সেতুগুলির কোনোটিতেই অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এবং বৈদ্যুতিক ল্যাম্প পোস্ট ছাড়া প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যা অপরিহার্য পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয় যার ফলে ভবিষ্যতে অপরিবর্তিত কাজ, পরিহারযোগ্য ব্যয় এবং সেতু পরিকাঠামোর ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। পৌরসভা, পঞ্চগয়েত, ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল ইত্যাদির মতো বিভিন্ন স্টেক-হোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সম্পর্কিত কোনো নথি পাওয়া যায়নি যা স্টেক-হোল্ডারদের ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে।

¹⁵² (1) হাওড়া, (2) আলিপুরদুয়ার, (3) পুরুলিয়া, (4) পূর্ব বর্ধমান, (5) উত্তর দিনাজপুর, (6) কুচবিহার, (7) নদিয়া।

¹⁵³ যুগ্ম সচিব (সড়ক), পি ডব্লিউ ডি-র নির্দেশিকা নং 1m-3/16/192-R/PL তারিখ 17.11.2021।

- কোচবিহার মহাসড়ক বিভাগের অধীনে কোচবিহার জেলার দিনহাটা শীতলকুচি সড়কের সাগরদিঘী ঘাট এবং সিতাই সড়কে মানসাই নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ 115.00 কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বরে 2020 সালে সম্পন্ন হয়েছিল। তবে, সেতুর নকশা এবং নির্মাণ পর্যায়ে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের জন্য কেবল তারের জন্য নালীর ব্যবস্থা করা হয়নি। সেতুর কাজটি শেষ হওয়ার পরেই 2022 সালের মে মাসে 400 বর্গমিলিমিটার এক্স এল পি ই তার, ভোল্টেজ গ্রেড-33 কেভি স্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয় যা জুলাই 2022-এ অনুমোদিত হয় এবং সেতুর প্রধানকাঠামো বরাবর স্থাপন করা হয় যা চিত্র-4.7-এ দেখানো হয়েছে।



চিত্র 4.7: সেতু কাঠামোর সাথে বুলন্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা

(উৎস: 02 সেপ্টেম্বর 2024-এ বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত ছবি)

সুতরাং, সেতুর সাথে তারের লাইনটি একটি নির্ধারিত নালী দিয়ে রাউট করার পরিবর্তে প্রধানকাঠামোর সাথে বেঁধে রাখা বিদ্যমান আই আর সি কোডের লঙ্ঘন ছিল। এটি পরিকাঠামোগত সুরক্ষার সাথেও আপস করা হয়েছিল কারণ সেতুর প্রধানকাঠামোটি অতিরিক্ত বহন ক্ষমতা, কম্পন এবং ব্যবহার্য তারগুলির অ্যাক্সারিংস্ট্রেস বহন করার জন্য নকশা করা হয়নি, যা সময়ের সাথে সাথে উপাদানগুলিকে দুর্বল করতে পারে এবং সেতুর অবনতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

- একইভাবে, নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত 17 টি বিভাগের 30 টি সেতুতে নিরীক্ষা দল এবং পি ডব্লিউ ডি কর্মকর্তাদের যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময়, পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে পাঁচটি পুরানো সেতুতে জলের পাইপলাইন, বিদ্যুতের তারের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি অননুমোদিতভাবে সেতুর প্রধানকাঠামোর উপরে স্থাপন করা হয়েছিল কারণ সেতুগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল না। সেতুগুলিতে এই অতিরিক্ত উপকরণগুলি সংযুক্ত করার আগে পি ডব্লিউ ডি-এর সাথে কোনও পরামর্শ করা হয়নি। এইভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি অননুমোদিত স্থাপনের ফলে নিকাশী নির্গমনপথগুলি অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং যাত্রীদের চলাফেরা ব্যহত হয়। তাছাড়া, সেতুর নকশা প্রণয়নের সময় প্রয়োজনীয় পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত নিজস্ব ওজন¹⁵⁴ বিবেচনা করা হয়নি যা সেতুকে দুর্বল করে দিতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির অননুমোদিত স্থাপনের কয়েকটি উদাহরণ চিত্র 4.8 থেকে 4.11-এ দেখানো হল।

¹⁵⁴ সেতুগুলিতে, গার্ডার, স্ল্যাব বা পাটাতন, সেতু স্তম্ভ, প্রান্তিক ধারক দেওয়াল, ফুটপাথ এবং কার্যকরী পরিষেবাদির অন্যান্য সংযুক্তিগুলির ওজন নিজস্ব ওজন হিসাবে বিবেচিত হয়।



চিত্র 4.8: উত্তর দিনাজপুর মহাসড়ক ডিভিশন পি ডব্লিউ ডি (সড়ক)-এর মোকদমপুর-ভাটোল রোডের 1.00 কিমিতে সেতুর প্রধানকাঠামোর উপর পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে

চিত্র 4.9: আলিপুর ডিভিশনের (পি ডব্লিউ ডি) আলিপুরদুয়ার-ভলকা রোডের 10.70 কিমিতে রায়ডাক সেতুর রেলিংয়ের সাথে দুটি হোসপাইপ ঝুলছে



চিত্র 4.10: কোচবিহার ডিভিশনের (পি ডব্লিউ ডি) অন্তর্গত কোচবিহার দিনহাটা গিটালদহ সড়কের 2 কিমিতে মোরা তোরী সেতুর রেলিংয়ের সাথে পাইপলাইন ঝুলছে

চিত্র 4.11: কোচবিহার ডিভিশনের (পি ডব্লিউ ডি) অন্তর্গত কোচবিহার দিনহাটা গিটালদহ সড়কের 2.00 কিমিতে মোরা তোরী সেতুর ফুটপাথে কেবল লাইন স্থাপন করা হয়েছে

(উৎস: ছবিগুলি 08 আগস্ট 2024, 24 জুন 2024, 29 আগস্ট 2024-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছে)

- নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জুলাই 2024 থেকে আগস্ট 2024), পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, 17 টি পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত বিভাগের¹⁵⁵ মধ্যে সাতটির

¹⁵⁵ (i) নদীয়া (পি ডব্লিউ ডি)-র চাপড়া গংড়া সড়কের- 6.75 কিমিতে, (ii) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-I-এর বাঙলা-নোনাগঞ্জ রোডের গজনাবাজার সেতু, (iii) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-I-এর বর্নপুর-গেদে রোডের গেদে ব্রিজ, (iv) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-I-এর কৃষ্ণগঞ্জ-গোবিন্দপুর রোডের স্বর্ণখালী সেতু, (v) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-I-এর কৃষ্ণগড়-মাজদিয়া রোডের মাথাভাঙ্গা সেতু, (vi) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-II-এর চাকদাহ বাগিরথি ফেরিঘাট রোডের 2.40 কিমিতে সেতু, (vii) কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন সড়ক থেকে কাঁচরাপাড়া-গয়েশপুর সড়কের সেতু নদীয়া এইচ ডব্লিউ-II-এর 0.50 কিমি, (viii) বর্ধমানের কুসুমগ্রাম-সমসপুর রোডের চৌডাঙ্গা সেতু (পি ডব্লিউ ডি), (ix) বর্ধমানের মেমারি-মন্তেশ্বর রোডের মোগরা সেতু (পি ডব্লিউ ডি), (x) উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর-আমলাবারি রোডের তিস্তা মহানন্দা লিঙ্ক খালের উপর সেতু (পি ডব্লিউ ডি), (xi) উত্তর দিনাজপুর এইচ ডব্লিউ -এর মোকদমপুর ভাটোল রোডের 1.00 কিমিতে সেতু, (xii) উত্তর দিনাজপুর এইচ ডব্লিউ-এর কাক্কা-গোয়াগাঁও রোডের 12তম কিমিতে কাহাটা সেতু, (xiii) উত্তর দিনাজপুর এইচ ডব্লিউ থেকে 8.00 কিলোমিটারে দুর্গাপুর কুনোরহাট রোড সাহেবঘাটা সেতু এবং (xiv) কোচবিহার দিনহাটা গিটালদহ রোড মোরা তোরী সেতু (পি ডব্লিউ ডি)।

14 টি সেতুতে, ফুটপাথ বা সেতুর রেলিং থেকে ঝুলিয়ে জলবাহী পাইপলাইন বসানো হয়েছে। পি এইচ ই ডি দ্বারা পি ডব্লিউ ডি থেকে কোনও পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি সেতু, উড়ালপুল ইত্যাদির কাঠামোতে জলের পাইপলাইন স্থাপনের আগে দপ্তর এই জাতীয় অননুমোদিত পাইপলাইন স্থাপনের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কোনও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

জবাবে, দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে ভবিষ্যতে, নতুন সেতু নির্মাণের আগে, ব্যবহার্য পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করা হবে। পি এইচ ই ডি দ্বারা স্থাপিত পাইপলাইনের ক্ষেত্রে দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়েছে।

4.6.2.2 অপরিাপ্ত প্রস্থসহ ফুটপাথের ব্যবস্থা

আই আর সি: 5(1998)-এর ধারা 112.5 অনুসারে, যখন একটি ফুটপাথ সহ একটি উঁচু সেতু¹⁵⁶ নির্মিত হয়, তখন এর প্রস্থ 1.50 মিটারের কম হওয়া উচিত নয়। পথচারীদের ট্রাফিকের একটি বড় ঘনত্বের সাথে শহর এবং জনবহুল এলাকার জন্য, ফুটপাথের প্রস্থ যথাযথভাবে বাড়ানো উচিত।

নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে 103.04 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত (জুন 2019 এবং মে 2024) 17 টি পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত বিভাগের মধ্যে সাতটি বিভাগের সাতটি সেতুর¹⁵⁷ বিভাগীয় নথি এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে ফুটপাথগুলির প্রস্থ 1.50 মিটারেরও কম (0.75 মিটার থেকে 1.25 মিটারের মধ্যে) যদিও সবগুলি সেতু উচ্চ-স্তরের সেতু ছিল। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় সংকীর্ণ ফুটপাথগুলি লক্ষ্য করা গেছে যা চিত্র 4.12 থেকে 4.13-এ দেখানো হল।



চিত্র 4.12: ফুটপাথের অপরিাপ্ত প্রস্থ



চিত্র 4.13: ফুটপাথের অপরিাপ্ত প্রস্থ

কোচবিহার জেলার সালটিয়া নদীর উপর কোচবিহার-শীতলকুচি সড়কের 2 কিমিতে আর সি সি সেতুর ফুটপাথ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার দৌরাডাঙ্গা-বরমল্লিক ঘাট সড়কের 4.00 কিমিতে কুনুর নদীর উপর সেতু। ছবিগুলি 28 নভেম্বর 2024-এ তোলা।

(উৎস: কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা দ্বারা তোলা ছবি)

¹⁵⁶ একটি উচ্চ স্তরের সেতু হ'ল একটি সেতু যা একটি চ্যানেলের সর্বোচ্চ বন্যা স্তর (এইচ এফএ ল) বা উচ্চ জোয়ারের স্তরের উপরে রাস্তাটি বহন করে, উপযুক্ত উল্লম্ব ক্লিয়ারেন্স সহ (আই আর সি:5-2015-এর ধারা 101.22)।

¹⁵⁷ (i) নদীয়া, পি ডব্লিউ ডি-এর করিমপুর টাউন বাইপাস রোডের 1.00 কিমি দূরত্বে মানিকতলা সেতু; (ii) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-এর বেথুয়াদাহারি-আগরদ্বীপ ফেরিঘাট রোডের 5ম কিমিতে চেরিগঙ্গা নদীর উপর সেতু; (iii) দাওয়াগুড়ি বাজার থেকে কোচবিহার এইচ ডব্লিউ-এর কালিজানি হেলথ সেন্টার রোডের 0.7 কিমি দূরত্বে মারা নওতারা ব্রিজ; (iv) পূর্ত দপ্তরের কোচবিহারের শীতলকুচি রোডের 2য় কিমি দূরে আর সি সি সেতু; (v) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-এর লবপুর-রামনগর-কোটাসুর রোডের 9.363 কিমি ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেতু; (vi) আলিপুরদুর্ এইচ ডব্লিউ-এর বুরি তোরশা, কুমাই-I এবং কুমাই-II নদীর উপর সেতু এবং (vii) বর্ধমান উত্তর এইচ ডব্লিউ-এর দৌরাডাঙ্গা-বরমল্লিক ঘাট রোডের 4র্থ কিমিতে কুনুর সেতু।

জবাবে দপ্তর বিষয়টি মেনে নিয়ে জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে, ফুটপাথ নির্মাণের পরে সড়ক নিরাপত্তাবেষ্টনী নির্মাণের কারণে ফুটপাথের প্রশস্ততা হ্রাস পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে ফুটপাথের প্রয়োজনীয় প্রস্থ বজায় রাখা হবে। দপ্তরের এই জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সেতুর সুরক্ষার জন্য ক্র্যাশ ব্যারিয়ার নির্মাণ একটি অপরিহার্য কাজ এবং আই আর সি-এর নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে নকশা তৈরিতে তা বিবেচনা করা উচিত ছিল। ফুটপাথের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্থের ব্যবস্থা না থাকা ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং মানদণ্ড মেনে না চলার ইঙ্গিত দেয়।

4.6.2.3 সরু সেতু যা প্রশস্ত করা দরকার

সরু সেতুগুলি অবাধ যান চলাচলে বাধা হিসাবে কাজ করে এবং সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে। সড়কে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য, সরু সেতুগুলিকে তাদের প্রস্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশস্ত করা দরকার ছিল। পি ডব্লিউ ডি-এর ভিশন ডকুমেন্ট (ভিশন: 2016-2026)-এ পরিকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য এই জাতীয় সেতুগুলি প্রশস্ত করার পরিকল্পনা করেছিল।

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা হয় যে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত 17 টি বিভাগে, 2026 সালের মধ্যে প্রশস্তকরণের জন্য 150 টি সংকীর্ণ সেতু চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 150 টি সেতুর মধ্যে মার্চ 2024 পর্যন্ত মাত্র 60 টি সেতু প্রশস্ত করা হয়েছিল, বাকি 90 টি সেতু প্রশস্ত করার কাজ এখনও শুরু হয়নি। সংকীর্ণ সেতুগুলি সুরক্ষা, যানবাহনের গতি এবং অর্থনৈতিক দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করতে পারে এবং সেই কারণে নিরাপদ, আরও দক্ষ এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তাদের উন্নীতকরণ বা প্রতিস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং, দপ্তর এই অঞ্চলগুলির ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামোগত চাহিদা মেটাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সরু সেতুগুলি প্রশস্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

দপ্তর জানায় (এপ্রিল 2025) যে তহবিলের অভাবের কারণে, পি ডব্লিউ ডি-এর ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সংকীর্ণ সেতুগুলির পুনর্নির্মাণ করা যায়নি। উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে আর্থিক পরিকল্পনার ঘাটতি ছিল যার ফলে তহবিলের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, যার ফলে দপ্তরের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

4.6.2.4 নক্সা অঙ্কন এবং নকশা প্রস্তুতির আগে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা

আই আর সি এস পি: 54-এর ধারা 6.1 অনুসারে, একটি সেতু স্থানের প্রাথমিককরণ চূড়ান্ত করার পরে, ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা, নিম্নবর্তী ভূ-স্তরের তদন্ত ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশদ তদন্ত করা প্রয়োজন।

2016-17 সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় সরু দুর্বল, কাঠের সেতুর পরিবর্তে 20.00 কিলোমিটারে সোনারপুর-হাসিমাড়া রোডের বানিয়া নদীর উপর আর সি সি সেতুর কাজটি আলিপুরদুয়ার মহাসড়ক ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তবকার একটি সংস্থাকে 4.58 কোটি টাকায় প্রদান করে, 09 নভেম্বর 2018-এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য। নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা হয় যে প্রকল্পের জন্য প্রকৃত বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত নিম্নবর্তী ভূ-স্তরের তদন্ত করা হয়নি। মাটির নিচের বৈশিষ্ট্যের অভাবে সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়, যেমন পাইল ভিত্তি স্থাপনের নীচে বড় আকারের বোল্ডার/নুড়ি আবিষ্কার। নিরীক্ষায় আরো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে কাজ সম্পাদনের সময় উচ্চ জলের ক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবাহিত হয়েছিল যা কাজ শুরু করার আগে সেচ ও জলপথ দপ্তর থেকে এই সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলস্বরূপ, পাইল ক্যাপ সফলভাবে কাস্ট করা যায়নি এবং সংস্থাটি কাজ

বন্ধ করে দেয় (মার্চ 2021) এবং 1.63 কোটি টাকা প্রদানের পরে দরপত্রটি বাতিল করা হয় (জানুয়ারী 2022)। নতুন দরপত্রের মাধ্যমে বাকি কাজ সম্পাদনের সময়, সাইটের অবস্থার কারণে ফাউন্ডেশনের পদ্ধতিটি পূর্ববর্তী পাইল ফাউন্ডেশন থেকে ওয়েল ফাউন্ডেশনে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। বাকি কাজটি (06 নভেম্বর 2023 থেকে) 7.55 কোটি টাকার দরপত্র মূল্যে কাজের পরিবর্তিত পরিধি সহ সম্পাদন করা হয়েছিল।

সুতরাং, নিম্নবর্তী ভূ-স্তরের চরিত্র অনুসন্ধান না করার কারণে, সেতুটি নির্মাণের ব্যয় 2018 সালে 4.58 কোটি টাকা থেকে 2023 সালে 7.55 কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সেতুটির পরবর্তী নির্মাণের কাজ সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিলম্ব হয়েছিল এবং আজ অবধি (মার্চ 2025) ভিত্তি স্তর পর্যন্ত অবশিষ্ট কাজের অগ্রগতি হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে সেতুটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং এটিকে সাধারণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

4.6.3 নিষ্পাদন

জনস্বার্থে সর্বোত্তম পরিষেবা দেয় এমন সেতুর নকশা দক্ষ এবং অর্থনৈতিক হতে হবে। একটি অর্থনৈতিক সেতু নকশায় দক্ষতা বজায় রাখার সময় নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস করার উপর নজর রাখে। সেতু নির্মাণে মান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নকশা এবং প্রশস্ততা অনুসারে সেতুর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য উপকরণ এবং কারিগরির নির্ধারিত মান মেনে চলাটিও জড়িত।

4.6.3.1 পরামর্শদাতাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন

পূর্ত দপ্তরের তিনটি অঞ্চলের¹⁵⁸ অধীনে বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্গত সেতুগুলির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা নিরূপণের জন্য (মার্চ 2019) তিনজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করে। অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (এন ডি টি)¹⁵⁹-এর ফলাফল এবং 374 টি স্থান থেকে সংগৃহীত কংক্রিট কোরের পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা একটি দৃশ্যমান জরিপের ভিত্তিতে সুপারিশসহ পরামর্শদাতারা তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে (মার্চ 2020)।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে উপরের তথ্যের ভিত্তিতে পরামর্শদাতা তার প্রতিবেদনে 24 টি সেতু পুনর্নির্মাণের সুপারিশ করেছিলেন। পরামর্শদাতাদের সুপারিশসহ এই জাতীয় সমস্ত সেতুর তালিকা (পরিশিষ্ট 4.2)-এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে দপ্তর পরামর্শকদের সুপারিশের ভিত্তিতে এই সেতুগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করেনি। পুনর্নির্মাণের জন্য সুপারিশকৃত 24 টি সেতুর বাস্তবায়নের বর্তমান (নভেম্বর 2024) অবস্থা সারণী 4.3-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 4.3: পরামর্শদাতার সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ

পুনর্গঠনের কাজ চলছে	ডি পি আর প্রস্তুতি/ অনুমোদনাধীন	সমীক্ষা এবং নকশা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে	জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায় বকেয়া	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ¹⁶⁰
5	8	4	2	5

(উৎস: মুখ্য বাস্তকার পরিকল্পনা, পি ডব্লিউ (সড়ক)-এর জবাব)

¹⁵⁸ (i) উত্তর অঞ্চল, (ii) পশ্চিম অঞ্চল (iii) দক্ষিণ অঞ্চল।

¹⁵⁹ এন ডি টি সেতুগুলির ক্ষতি না করে সেতুর কাঠামোগত অখণ্ডতা এবং অবস্থা মূল্যায়ন করতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে।

¹⁶⁰ (1) জলপাইগুড়ি এইচ ডব্লিউ-এর তিস্তা ব্রিজ লিঙ্ক ক্যানেল গোরামোর রোড, (2) তিস্তা সেতু নির্মাণ বিভাগের বুড়ি সেতু (পি ডব্লিউ ডি), (3) দার্জিলিং পি ডব্লিউ ডি-এর সিঙ্গেল বাজার ব্রিজ, (4) জলপাইগুড়ি পি ডব্লিউ ডি-এর পাঙ্গা ব্রিজ, (5) মালদা পি ডব্লিউ ডি-এর নূরপুর ব্যারেজ ব্রিজ।

সুতরাং, চার বছর অতিক্রম করার পরেও 12 টি সেতু সমীক্ষা এবং নকশা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির সাথে বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন প্রনয়নের পর্যায়ে ছিল। এছাড়াও, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং নদীয়া মহাসড়ক বিভাগের জমি অধিগ্রহণ না করার কারণে দুটি সেতুর¹⁶¹ কাজ হাতে নেওয়া হয়নি। পাঁচটি সেতুর পুনর্নির্মাণ কাজ চলছে এবং বাকি পাঁচটি সেতুর ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। দুর্দশাগ্রস্ত সেতুগুলি পুনর্নির্মাণে ব্যর্থতা নিরাপত্তা, যান চলাচলে গতিপ্রবাহ এবং অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে।

জবাবে দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে জমি অধিগ্রহণের সমস্যার কারণে, পরামর্শদাতাদের সুপারিশ অনুসারে কিছু সেতু পুনর্নির্মাণ করা যায়নি।

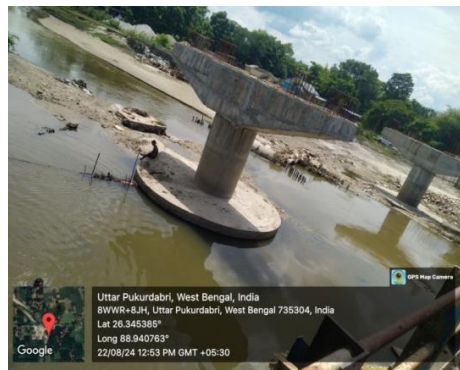
4.6.3.2 জমি অধিগ্রহণ/প্রয়োজনীয় পরিষেবা স্থানান্তর ছাড়াই কাজ প্রদান

পূর্ত দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে¹⁶², জমি অধিগ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরিষেবা সংক্রান্ত লাইন স্থানান্তর, গাছ কাটা, দখল অপসারণ ইত্যাদি প্রকল্পের প্রাক নির্মাণ কাজ শেষ করার আগে কোনও প্রস্তাবিত সড়ক ও সেতু প্রকল্পের জন্য কোনও দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পরীক্ষামূলক ভাবে নির্বাচিত 17 টি বিভাগের মধ্যে ছয়টি বিভাগে নয়টি সেতুর কাজে মার্চ 2025 পর্যন্ত 120.36 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করার আগে (পরিশিষ্ট 4.3) এই সেতুগুলির কাজ এপ্রিল 2007 থেকে ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত ঠিকাদারদের দেওয়া হয়েছিল। এই নয়টি ক্ষেত্রে কাজ দেওয়ার পরে জমি অধিগ্রহণে 16 থেকে 179 মাস পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে, নয়টি কাজের মধ্যে দুটি¹⁶³ 108 এবং 133 মাস বিলম্বে সম্পন্ন হয়েছিল এবং বাকি সাতটি কাজ এখনও চলছে এবং মার্চ 2024 পর্যন্ত সাত থেকে 146 মাস বিলম্ব হয়েছে। চিত্র 4.14 থেকে 4.15-এ কিছু অসম্পূর্ণ সেতুর অবস্থা দেখানো হল।



চিত্র 4.14: কোচবিহার জেলার তিস্তা সেতু নির্মাণ বিভাগের আওতায় বাগডোগরা-ফুলকাবাড়ির 1.00 কিমিতে সানিয়াজান নদীর উপর সেতু



চিত্র 4.15: কোচবিহার জেলার তিস্তা সেতু নির্মাণ বিভাগের অধীনে ইমিগ্রেশন রোডে কাংরাতলীতে সানিয়াজান নদীর উপর সেতু

(উৎস: 22 আগস্ট 2024-এ নিরীক্ষায় তোলা ছবি)

¹⁶¹ (1) দক্ষিণ 24 পরগনা পি ডব্লিউ ডি-এর সামাদ সেতু (2) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-এর মুরগটিয়া সেতু।

¹⁶² নং 3P-08/11/419-R/PL তারিখ 18.08.2011।

¹⁶³ (1) 1.46 কোটি টাকা ব্যয়ে বর্ধমান দক্ষিণ এইচ ডব্লিউ-এর সমসপুর-মুন্সিমপাড়া রোডে খারি নদীর উপর সেতু এবং (2) নদীয়া এইচ ডব্লিউ-এর বেথুয়াডহরি-আগরদ্বীপ ফেরিঘাট রোডের 5 কিমিতে চেরিগঙ্গা নদীর উপর সেতু।

একইভাবে, দুটি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাইকৃত বিভাগে, পরিষেবা লাইন স্থানান্তর এবং দখল অপসারণ ছাড়াই সেপ্টেম্বর 2017 এবং মার্চ 2019-এ দুটি সেতু¹⁶⁴ নির্মাণের কাজ ঠিকাদারদের দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, 32 মাস থেকে 74 মাস পর্যন্ত সেতু নির্মাণের কাজে বিলম্ব হয়।

সুতরাং, জমি অধিগ্রহণ এবং পরিষেবা লাইনগুলি স্থানান্তরনে বিলম্বের কারণে, সেতু প্রকল্পগুলি বিলম্বিত হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, 156.56 কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও প্রত্যাশিত পরিষেবা ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছায়নি করা যায়নি।

দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে জমি অধিগ্রহণ সর্বদা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, এবং রাজ্যের জমি ক্রয় নীতি অনুসারে তাদের জমি কিনতে হয়েছিল। তবে উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ জমির একটি বড় অংশ অধিগ্রহণের পরেই দপ্তরের দরপত্র আহ্বান করা উচিত ছিল।

4.6.3.3 পরামর্শদাতাকে পরিহারযোগ্য অর্থ প্রদান

অধীক্ষক বাস্তুকার (এস ই), ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল নং-1 পি ডব্লিউ (সড়ক), অধিদপ্তর একজন ঠিকাদারকে 156.83 কোটি টাকার দরপত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (ই পি সি) ভিত্তিতে তিনটি আর ও বি¹⁶⁵ নির্মাণের কাজ প্রদান করেছে (ডিসেম্বর 2018)। আর ও বি নির্মাণের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার 2019 সালের মার্চ মাসে ঠিকাদারকে জারি করা হয়েছিল। এস ই, এই তিনটি আর ও বি-র কাজ তদারকির জন্য একটি সংস্থাকে (পরামর্শদাতা) 3.53 কোটি টাকার দরপত্র মূল্যে নিয়োগ করেছে (মার্চ 2019), যে কাজটি 540 দিনের মধ্যে (অর্থাৎ সেপ্টেম্বর 2020) কাজ শেষ করতে হত।

নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা হয় যে এপ্রিল 2025 পর্যন্ত, আর ও বি নির্মাণের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার কাজ চালিয়ে যেতে পারেননি, কারণ তিনটি ক্ষেত্রেই সাইটগুলি ঠিকাদারের কাছে হস্তান্তর করা যায়নি। ফলস্বরূপ, আর ও বি নির্মাণের জন্য ঠিকাদারকে কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই দরপত্র চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল (জুন 2020)। যাইহোক, এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শদাতাকে মার্চ 2019 থেকে মার্চ 2020 পর্যন্ত সময়কালের জন্য 1.31 কোটি টাকা (কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র কোয়ালিটি সার্ভেয়ার, সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং সাপোর্ট স্টাফ অর্থাৎ অফিস ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ফটোকপি মেশিন অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস বয় নিয়োগের জন্য) প্রদান করা হয়েছিল।

সুতরাং, দপ্তর কাজের তদারকির জন্য 1.31 কোটি টাকা প্রদান করেছিল যা এখনও শুরু হয়নি, ফলস্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শদাতাকে পরিহারযোগ্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

জবাবে, দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে ই পি সি চুক্তি অনুসারে, চুক্তির তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা উচিত এবং পরামর্শদাতা তাদের প্রদত্ত পরিষেবার জন্য অর্থ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সাইটের প্রাপ্যতার কোনও নিশ্চয়তা ছাড়া দপ্তরের এই চুক্তিতে প্রবেশ করা উচিত ছিল না।

¹⁶⁴ (i) পুরুলিয়া এইচ ডব্লিউ-এর কোশিপুর-আদ্রা-রঘুনাথপুর রোডের 283/37 কিমিতে আর ও বি এবং (ii) হুগলি কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের (পি ডব্লিউ ডি)-এর বি টি সি রোডের উপর নালিকুলে আর ও বি।

¹⁶⁵ বর্ধমান জেলার জিটি রোডে (পুরাতন এন এইচ-2) পূর্ব রেলওয়ের বান্দেল-বর্ধমান সেকশনের 82/9-11 কিমিতে এল সি গেট নং-33 এর পরিবর্তে মেমারির আর ও বি এবং বর্ধমানের পূর্ব রেলওয়ের অধীনে 70/19-21 কিমিতে এল সি গেট নং-59 এর পরিবর্তে জৌরগ্রাম-মাসাগ্রামে (এম সি টি রোড পি ডব্লিউ ডি) প্রস্তাবিত আর ও বি নির্মাণ এবং জিটি রোডে সিমলাগড়ে প্রস্তাবিত আর ও বি নির্মাণ হুগলি জেলার পূর্ব রেলওয়ের অধীনে 66/5-7 কিমিতে এল সি গেট নং-19।

4.6.3.4 সেতুগুলির প্রবেশ পথে নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল না

আই আর সি 5-2015-এর ধারা 109.6.1 (b) অনুসারে, উপযুক্তভাবে ডিজাইন করা নিরাপত্তা বেষ্টনীগুলি সাধারণত সেতু কাঠামোর অ্যাপ্রোচে অবস্থিত হওয়া উচিত, যেখানে বাঁধের উচ্চতা তিন মিটারের বেশি হয়। একটি ধাতব বিম নিরাপত্তা বেষ্টনী বিপথগামী যানবাহনগুলিকে রাস্তায় ফিরিয়ে এনে গুরুতর দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস করবে। এছাড়াও, স্মারকলিপি¹⁶⁶ অনুসারে, ধাতব নিরাপত্তা বেষ্টনী যেমন (i) “W” বিম টাইপ স্টিলের বেড়া বা (ii) থ্রি টাইপ স্টিলের বেড়া¹⁶⁷ সমস্ত পুরানো সেতু/আর ও বি/ফ্লাইওভারগুলিতে ধাতব নিরাপত্তা বেষ্টনী ব্যবহার করা হবে, যেখানে বাঁধের উচ্চতা মাটির স্তর থেকে তিন মিটারের বেশি ছিল।



চিত্র 4.16: সালতিয়া নদীর উপর দিয়ে কোচবিহার শীতলকুচি রাস্তার 2 কিমি দীর্ঘ ডব্লিউ টাইপ ইস্পাত বাধা সরবরাহ করা হয়নি (ছবি 03 সেপ্টেম্বর 2024-এ তোলা)

পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি-এর অধীনে সালতিয়া নদীর উপর কোচবিহার-শীতলকুচি রোডের 2.00 কিলোমিটারে মোট 7.50 কোটি টাকা ব্যায়ে একটি দ্বি লেনের আর সি সি সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল (জানুয়ারী 2022)। নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় উল্লিখিত সেতুর প্রবেশপথে “W” বিম টাইপ ইস্পাত বেষ্টনী বা থ্রি টাইপ ইস্পাত বেষ্টনী ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং, সেতুর প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও বেষ্টনী না থাকায় বর্তমান আই আর সি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করা হয়েছে। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়াই উচ্চ বাঁধ লক্ষ্য করা গেছে যা চিত্র 4.16-এ দেখানো হল।

দপ্তর (এপ্রিল 2025) জানিয়েছে যে নিরাপত্তা বেষ্টনী সরবরাহের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

4.6.3.5 সেতুর কাজে ইস্পাত সামগ্রীর গুণমান নিশ্চিত না করা

পূর্ত দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী¹⁶⁸, উৎপাদনকারী/উৎপাদক/সরবরাহকারীদের পন্য আনার সময় উৎপাদকের শংসাপত্র জমা দিতে হবে। যে কোনও ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিভ্রেশন ল্যাবরেটরি (এন এ বি এল) স্বীকৃত পরীক্ষাগার বা আই আই টি-র মতো প্রিমিয়ার একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ/আই সি দ্বারা প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি এবং ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডের প্রাসঙ্গিক কোড অনুসারে পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষার ফলাফলগুলি (সরেজমিন এবং রাসায়নিক উভয়ই) বিভিন্ন আই এস কোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত (যেমন আই এস: 432, আই এস: 1786, আই এস: 13920, আই আর সি: 112) যেটি প্রযোজ্য। আই এস: 1786-2008 অনুসারে, প্রস্তাবিত সরেজমিন এবং রাসায়নিক পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি সারণী 4.4-এ দেওয়া হয়েছে:

¹⁶⁶ মুখ্য সচিব, পি ডব্লিউ ডি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর 30.07.2018 তারিখের স্মারকলিপি নং 1M-25/16/237-R/PL এবং 15.02.2018 তারিখের 1M-25/16/964-R/PL।

¹⁶⁷ “W”-বিম এবং থ্রি-বিম নিরাপত্তা বেষ্টনীগুলি হ’ল রাস্তা সুরক্ষা বেষ্টনীগুলির ধরন যা যানবাহন এবং যাত্রীদের বাধার সাথে সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। “W”-বিম বেষ্টনীগুলির একটি ডাবল-ওয়েভ ডিজাইন রয়েছে, যখন থ্রি-বিম বেষ্টনীগুলির একটি থ্রি-ওয়েভ ডিজাইন রয়েছে, যা তাদের আরও শক্তিশালী এবং আরও মজবুত করে তোলে।

¹⁶⁸ ই-ইন-সি এবং পদাধিকার বলে সচিব, জি ও ডব্লিউ বি-এর 02 আগস্ট 2021 তারিখের মেমো নং. - 385/-ENC/2021।

সারণী 4.4: ইম্পাত শক্তিশালীকরণে সরেজমিন ও রাসায়নিক পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি

	পরীক্ষা	পুনরাবৃত্তি
সরেজমিন পরীক্ষা	(ক) চূড়ান্ত প্রসারণসাধ্য শক্তি	1. শুরুতেই প্রতিটি উৎসের ও উৎস পরিবর্তনের জন্য অনুমোদন।
	(খ) - 0.2 প্রুফ স্ট্রেস	
	(গ) শতকরা প্রসারণ	2. প্রতিটি লটের জন্য একবার।
	(ঘ) বেস্ত এবং রিবেস্ত পরীক্ষা	
	(ঙ) মাস্ট পার মিটার রান (কেজি)	3. প্রতি তিন মাসে একবার।
রাসায়নিক পরীক্ষা	(ক) কার্বন	
	(খ) সালফার	
	(গ) ফসফরাস	
	(ঘ) সালফার + ফসফরাস	

(উৎস: পি ডব্লিউ (সড়ক)-এর এস ও আর)

পুঞ্জানুপুঞ্জ তদন্তে জানা যায় যে পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা 39 টি সেতুর কাজের মধ্যে 34 টিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সেতুর কাজে ব্যবহৃত 92.08 কোটি টাকা মূল্যের 12,893.638 মেট্রিক টন ইম্পাতের মূল উৎপাদকের কোনও পরীক্ষার শংসাপত্র এবং বৈধ অনুমতি পত্র দেখাতে পারেনি (পরিশিষ্ট 4.4)।

দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সাধারণত সেতুর কাজে টাটা এবং আর আই এন এল-এর রিইনফোর্সমেন্ট ব্যবহৃত হত এবং অনুমোদিত সরবরাহকারীর মাধ্যমে ইম্পাত সরবরাহ করা হত এই কারণে পরীক্ষা করা হয়নি। তবে, এই জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সেতু নির্মাণে ব্যবহৃত ইম্পাত সামগ্রীর গুণমান নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আদেশ অনুসারে পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করা হয়েছিল এবং ইম্পাতের জন্য টেস্ট সার্টিফিকেট না দেওয়ার ফলে ব্যবহৃত সামগ্রীর গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, সেতুর পরিকাঠামোগুলি সম্ভাব্য সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বের ঝুঁকির মুখোমুখি হয় এবং দপ্তরের দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দেয়।

4.6.3.6 অপরীক্ষিত এবং অপ্রত্যয়িত বিয়ারিং এবং স্ট্রিপ সিল এক্সপ্যানশন জয়েন্টগুলির ব্যবহার

আই আর সি: 83 (পার্ট-II) 1987 এর ধারা 913 থেকে 918 এবং আই আর সি: 83 (পার্ট-III) 2002-এর ধারা 929 অনুসারে ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিংগুলি¹⁶⁹ ব্রিজগুলিতে ইনস্টল করার আগে সেগুলির পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং শংসাপত্রের প্রয়োজন। আই আর সি 83 (পার্ট-II) 1987-এর ধারা 919.1 অনুসারে, দপ্তরের অনুমোদিত পরিদর্শক দ্বারা চূড়ান্ত স্বীকৃতির পরে বিয়ারিংগুলি নির্মাণ সাইটে স্থানান্তরিত করা হবে এবং সেই সম্পর্কিত শংসাপত্রগুলির একটি প্রমাণিত অনুলিপি থাকতে হবে। এই বিয়ারিংগুলি ভার বহন, পরিবেশগত চাপ এবং ভূমিকম্পের ত্রিাকলাপ সহ্য করার জন্য সেতুর ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

এছাড়াও, আই আর সি: এস পি: 69-2011-এর ধারা 8.2.1 অনুসারে, একটি একক স্ট্রিপ সিল¹⁷⁰, মডিউলার স্ট্রিপ সিল¹⁷¹ এবং ফিঙ্গার জয়েন্টগুলির¹⁷² জন্য, প্রস্তুতকারককে অ্যাক্সরেজ

¹⁶⁹ ইলাস্টোমেরিক ব্রিজ বিয়ারিং একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত আধুনিক ব্রিজ বিয়ারিং। ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিংগুলির উদ্দেশ্য হ'ল কোনও সেতু বা অন্যান্য ভারী কাঠামোকে এমনভাবে সমর্থন করা যা লোডটি মাটি বা ভিত্তির তুলনায় অনুভূমিক দিকে কিছুটা স্থানান্তরিত হতে দেয়। এই জাতীয় বিয়ারিং ব্যতীত, ভূ-কম্পন বা তাপীয় সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের কারণে সরে যাওয়ার সময় ব্রিজ সাপোর্টটি ফাটল বা ফ্র্যাকচার হতে পারে।

¹⁷⁰ একক স্ট্রিপ সীল সিস্টেম একটি অভ্যন্তরীণ-লকিং একক স্তর ব্যবহার করে।

¹⁷¹ মডিউলার জয়েন্ট সিস্টেম পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নকশা বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত।

¹⁷² ফিঙ্গার জয়েন্ট হ'ল এক ধরনের ব্রিজ এক্সপ্যানশন জয়েন্ট।

অ্যাসেম্বলির সর্বোত্তম কনফিগারেশন নির্ধারণের জন্য একটি স্বীকৃত পরীক্ষাগার থেকে অ্যাক্সরেজ সিস্টেমের পরীক্ষার একটি সম্পূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

নভেম্বর 2012 থেকে মে 2022 এর মধ্যে পাঁচটি বিভাগ¹⁷³ দ্বারা গৃহীত পাঁচটি সেতুর কাজে নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে, ঠিকাদাররা 37.70 কোটি টাকা মূল্যের 8,921 ঘনমিটার ইলাস্টোমেরিক বিয়ারিং ব্যবহার করেছিলেন। উপরন্তু, ঠিকাদাররা তিনটি¹⁷⁴ সেতুতে 2.07 কোটি টাকা মূল্যের 12,254.80 মেট্রিক টন পি ও টি-পি টি এফ ই বিয়ারিং¹⁷⁵ ব্যবহার করেছিলেন। যাইহোক, আই আর সি নিয়মে নির্ধারিত হিসাবে অনুমোদিত পরিদর্শক দ্বারা এই বিয়ারিংগুলির পরিদর্শন, পরীক্ষা এবং শংসাপত্রের সমর্থনকারী কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ বিভাগীয় রেকর্ডে পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় আরও লক্ষ্য করা গেছে যে নভেম্বর 2012 থেকে ফেব্রুয়ারী 2021-এর মধ্যে ছয়টি বিভাগ¹⁷⁶ দ্বারা নেওয়া নয়টি সেতুর কাজের মধ্যে, ঠিকাদাররা 2.11 কোটি টাকার মূল্যের 1,075 মিটার স্ট্রিপ সিল ব্যবহার করেছিলেন। তবে, আই আর সি-র নিয়ম অনুসারে নির্মাতাদের দ্বারা পরীক্ষার প্রতিবেদনের কোনও নথি প্রমাণ বিভাগীয় নথিতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং, যথাযথ পরীক্ষা এবং শংসাপত্র ব্যতীত, বিয়ারিং এবং স্ট্রিপ সীল সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলির কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়নি, যা সেতুগুলির স্থায়িত্ব এবং সুরক্ষার সাথে সম্ভাব্যভাবে আপস করে।

দপ্তর জানিয়েছে (এপ্রিল 2025) যে সাধারণত, বিয়ারিংগুলি সাইটে সরবরাহ করার আগে প্রস্তুতকারক দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। তবে, এই জবাব গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ সেতুর কাজে ব্যবহৃত ইস্পাত সামগ্রীর গুণমান নিশ্চিত করতে আই আর সি-এর নীতি-নির্দেশিকা অনুসারে এই পরীক্ষা করতে হবে।

4.6.4 সেতু পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

সেতুগুলির সুরক্ষা এবং সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আই আর সি এস পি-18-1996-এর অধ্যায় 2 প্রতিটি বিভাগ দ্বারা একটি সেতু রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শ দেয় যার মধ্যে বেশ কয়েকটি সেতুর রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তবে প্রতিটি সেতুর জন্য দুটি করে রিপোর্ট থাকতে হবে। (i) মূল সেতু প্রতিবেদন সেতুর সাধারণ বিবরণ যেমন নাম, অবস্থান, জলবাহী বিবরণ, নিম্ন জলের স্তর, লোডিং, মাটির বিবরণ, স্প্যানের বিবরণ, নকশার বিবরণ এবং অক্ষন, ডায়াগ্রামেটিক স্কেচ, সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি। (ii) পরিদর্শনের তারিখ, পরিদর্শন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ, পর্যবেক্ষণ কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশের মতো পরিদর্শনের বিবরণ সম্বলিত পরিদর্শন প্রতিবেদন।

¹⁷³ (i) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-এর নং-26A/E-এ আর ও বি এল সি গেট; (ii) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-II এর কুইয়া নদীর উপর সেতু; (iii) পুরুলিয়ার সুবর্ণরেখা নদীর উপর তুলিনে সেতু, পি ডব্লিউ ডি; (iv) হাওড়া এইচ ডব্লিউ-এর কানা দামোদর খালের উপর কুর্চিতে সেতু এবং (v) আলিপুরদুয়ার এইচ ডব্লিউ-এর বুড়ি তোরশা কুমারী-1 এবং কুমাই-2 নদীর উপর সেতু।

¹⁷⁴ এক ধরনের পট বিয়ারিং যা উল্লম্ব লোডের সাথে কেবল একটি দিকে অনুভূমিক বল বহন করে এবং প্রেরণ করে এবং সেই দিকের লম্ব চলাচলের অনুমতি দেয় এবং অনুভূমিক সমতলে যে কোনও অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণনের অনুমতি দেয়।

¹⁷⁵ (i) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-I-এর ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেতু; (ii) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-II এর অজয় নদীর উপর সেতু এবং (iii) পুরুলিয়ার সুবর্ণরেখা নদীর উপর তুলিনে সেতু, পি ডব্লিউ ডি।

¹⁷⁶ (i) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-I-এর নং-26A/E-এ আর ও বি এল সি গেট; (ii) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-I-এর ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেতু; (iii) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-II এর কুইয়া নদীর উপর সেতু; (iv) বীরভূম এইচ ডব্লিউ-II এর অজয় নদীর উপর সেতু; (v) হাওড়ার বালি ব্রিজ, পি ডব্লিউ ডি; (vi) হাওড়া এইচ ডব্লিউ-র কানা দামোদর খালের উপর কুর্চিতে সেতু; (vii) পুরুলিয়ার সুবর্ণরেখা নদীর উপর তুলিনে সেতু, পি ডব্লিউ ডি; (viii) আলিপুরদুয়ার এইচ ডব্লিউ-এর বুড়ি তোরশা কুমারী-1 এবং কুমাই-2 নদীর উপর সেতু এবং (ix) আলিপুরদুয়ার এইচ ডব্লিউ-এর তিতি নদীর উপর সেতু।

সেতু পরিদর্শন প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের জারি করা সার্কুলার¹⁷⁷ অনুসারে, পূর্ত দপ্তর বিভাগকে প্রতিটি সেতুর জন্য মূল অঙ্কন এবং স্পেসিফিকেশন, সেতুর সমস্ত মেরামত ও অন্যান্য কাজের বিবরণ এবং সেতু সম্পর্কিত পরিদর্শন প্রতিবেদন সহ একটি রেজিস্টার রাখতে হবে। এই পরিদর্শনগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগ দ্বারা বছরে চারবার পরিচালনা করা হত এবং তথ্য সমীক্ষা পোর্টালে¹⁷⁸ “ডকুমেন্টস” মডিউলের অধীনে আপলোড করতে হত।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

- সাতটি জেলার 17 টি নির্বাচিত বিভাগে, সেতুর রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এবং বিভাগের ‘সমীক্ষা’ পোর্টালে কেবল বর্তমান ভিজ্যুয়াল ব্রিজ পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সেতুর মূল অঙ্কন এবং নির্দিষ্টকরণ, সমস্ত মেরামত এবং অন্যান্য কাজের বিবরণ, সেতুগুলির বর্তমান অবস্থার ছবি ‘সমীক্ষা’ পোর্টালের ব্রিজ মডিউলে আপলোড করা হয়নি। সমীক্ষা পোর্টালের ব্রিজ মডিউলে বিশদ তথ্য আপলোড না করার ফলে সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে দুর্বল করা হয়।
- 17 টি পরীক্ষামূলক ভাবে যাচাই করা বিভাগের অধীনে 986 টি সেতুর মধ্যে 885 টি সেতুর বিবরণ ‘সমীক্ষা’ পোর্টালে উল্লেখ করা হয়েছিল। বাকি 101 টি বড় এবং ছোট সেতুর বিবরণ পোর্টালে আপলোড করা হয়নি যা ইঙ্গিত দেয় যে পর্যবেক্ষণে ত্রুটি ছিল এবং বিদ্যমান আদেশ অনুসারে সেতুগুলি পরিদর্শন করা হয়নি।
- পাঁচটি বিভাগের নথি যাচাই করে দেখা গেছে যে 2021 থেকে 2024 এর মধ্যে পুরানো সেতুগুলির পরিবর্তে 24 টি মুখ্য¹⁷⁹ এবং গৌণ সেতু¹⁸⁰ নির্মিত হয়েছিল। সমীক্ষা পোর্টালে সেতুর রিপোর্ট খতিয়ে দেখে দেখা গেছে যে এই নতুন সেতুগুলির বিশদ বিবরণ যেমন নির্মাণের বছর, সেতুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ইত্যাদি আপডেট করা হয়নি।

দপ্তর জানায় (এপ্রিল 2025) যে ব্রিজ পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলি একটি বিশেষ কাজ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

4.7 দরপত্র গ্রহণে বিলম্বের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়

পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), রাস্তার কাজের জন্য দরপত্র গ্রহণ করতে বিলম্ব করে (13 মাস), যার ফলে মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 1.81 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ম্যানুয়াল (ধারা 20.3.1) অনুযায়ী দরপত্র প্রাপ্তির পরে কাজ প্রদানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিলম্বের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য, দরপত্র গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বিড প্রাপ্তির শেষ তারিখ থেকে 22 দিন। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়মাবলী,-2007-এর ধারা 167-এ উল্লেখ আছে যে, কাজ করার সময়, যদি হার বৃদ্ধি বা অন্যান্য কারণে প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত পরিমাণ 10 শতাংশের বেশি হয়, তবে বিলম্ব না করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংশোধিত প্রশাসনিক অনুমোদন নিতে হবে।

¹⁷⁷ নং 1B-36/18/1338-R/PL তারিখ 11.10.2018 এবং নং 1B-36/1454/18-R/PL তারিখ 14.11.2018।

¹⁷⁸ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তরের সমীক্ষা পোর্টাল হল একটি ওয়েব এবং মোবাইল-ভিত্তিক প্রকল্প অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা যা গণপূর্ত দপ্তর দ্বারা ব্যবহৃত হয় রাজ্য জুড়ে রাস্তা, সেতু এবং ভবনগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য।

¹⁷⁹ মুখ্য সেতু একটি সেতু যার মোট দৈর্ঘ্য 60 মিটারের ও বেশি।

¹⁸⁰ গৌণ সেতু একটি সেতু যার মোট দৈর্ঘ্য 60 মিটার পর্যন্ত।

একটি সড়ক প্রকল্পের¹⁸¹ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য, অধীক্ষক বাস্তবকার (এস ই), উত্তরবঙ্গ নির্মাণ মণ্ডল-I (এন বি সি সি-I), পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), আনুমানিক 23.22 কোটি টাকা ব্যয়ের একটি দরপত্র আহ্বান করেছিলেন। এটি লক্ষ্য করা যায় যে, এল1 দরদাতা নির্বাচন (মে 2019) অর্থ দপ্তর (এফ ডি) থেকে 24.14 কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন (এ এ) পাওয়ার আগে করা হয়েছিল, যা কাজটি শেষ করার তাগিদে কারণে আগস্ট 2019-এ গৃহীত হয়েছিল। যদিও জরুরি কারণে এ এ-র আগে দরপত্রটি আহ্বান করা হয়েছিল, তবুও দপ্তরটি 23.89 কোটি টাকার দরপত্র ব্যয়ে এল 1 দরদাতাকে কাজটি প্রদান করতে (সেপ্টেম্বর 2020) 13 মাস সময় নিয়েছিল। বিলম্বের কারণ নথিভুক্ত ছিল না। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল সেপ্টেম্বর 2021। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে কাজ প্রদানে 13 মাস বিলম্বের কারণে দপ্তরকে 1.81 কোটি টাকা¹⁸² পরিহারযোগ্য ব্যয় করতে হয়েছে, কারণ 2019 এবং 2020 সালের বর্ষার সময় রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং দপ্তরকে নভেম্বর 2019 এবং জুলাই 2020-এর মধ্যে তিনটি ভিন্ন দরপত্রের মাধ্যমে রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি¹⁸³ সাময়িকভাবে মেরামত করতে হয়েছিল, অর্থাৎ মূল কাজ শুরু করার আগে রাস্তাটি অস্থায়ীভাবে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তোলার জন্য।

দপ্তর স্বীকার করেছে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে 13 মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে দরপত্রটি জারি করা হয়েছিল এবং বিলম্ব মূলত সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মূলতুবি সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছিল। সুতরাং, সি পি ডব্লিউ ডি সারগ্রন্থ এবং পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়মাবলী-তে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কাজ বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলতে দপ্তরের ব্যর্থতার ফলে 13 মাস বিলম্ব হয়েছিল। এই অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কেবল প্রকল্পের উল্লিখিত তাগিদকে ব্যর্থ করেনি, বরং পরপর বর্ষার সময় রাস্তাটির মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ফলস্বরূপ, রাস্তার অস্থায়ী মেরামত এবং অতিরিক্ত শক্তিশালীকরণের জন্য দপ্তরকে 1.81 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় করতে হয়েছে।

4.8 বেশি ঘনত্বের বিটুমিনাস স্তর অযৌক্তিকভাবে প্রয়োগের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়

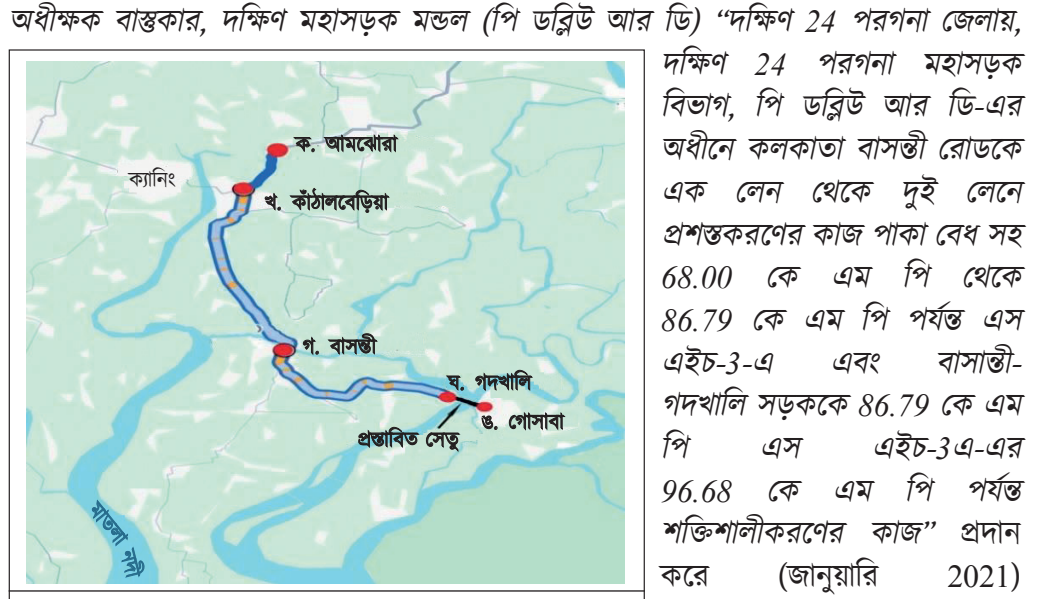
পূর্ত (সড়ক) অধিকার, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত পুরুত্বের বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করেছে, যার ফলে 5.07 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (সড়ক) অধিকার (পি ডব্লিউ আর ডি), তার দর তালিকা (এস ও আর), সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রণালয় (এম ও আর এন্ড টি এইচ) নির্দিষ্টকরণ, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আই আর সি)-এর নির্দেশাবলী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণের কাজ করে। ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আই আর সি)-এর নির্দেশিকায় মধ্যে রয়েছে পেভমেন্ট ডিজাইন ক্যাটালগ, যা সড়ক নির্মাণের জন্য ডিজাইন পেভমেন্ট বেধ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই নির্দেশিকাগুলি ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও (সি বি আর) হিসাবে প্রকাশিত মাটির উপরিভাগের দৃঢ়তা এবং রাস্তার নকশার সময়কালে আনুমানিক যানবাহনের পরিমাণ (এম এস এ-তে প্রকাশিত)-এর উপর ভিত্তি করে রাস্তার প্রতিটি স্তরের জন্য রাস্তার বেধ এবং স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ করে।

¹⁸¹ কুমারগ্রাম-জোরাই সড়কটি 0.00 কিলোমিটার থেকে 25.00 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ।

¹⁸² 35.34 লক্ষ, 1.04 কোটি এবং 42.08 লক্ষ।

¹⁸³ 0.00 কিমি থেকে 3.00 কিমি, 3.00 কিমি থেকে 7.00 কিমি, 9.00 কিমি থেকে 13.00 কিমি, 13.00 কিমি থেকে 14.00 কিমি, 14.00 কিমি থেকে 19.00 কিমি এবং 20.00 কিমি থেকে 25.00 কিমি।



চিত্র 4.17: আমঝোরা থেকে গদখালি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রাস্তার কাজ দেখানো মানচিত্র

দক্ষিণ 24 পরগনা মহাসড়ক বিভাগ, পি ডব্লিউ আর ডি-এর অধীনে কলকাতা বাসন্তী রোডকে এক লেন থেকে দুই লেনে প্রশস্তকরণের কাজ পাকা বেধ সহ 68.00 কে এম পি থেকে 86.79 কে এম পি পর্যন্ত এস এইচ-3-এ এবং বাসন্তী-গদখালি সড়ককে 86.79 কে এম পি এস এইচ-3-এ-এর 96.68 কে এম পি পর্যন্ত শক্তিশালীকরণের কাজ” প্রদান করে (জানুয়ারি 2021) 95.34 কোটি টাকার দরপত্র খরচে, 2023 সালের জানুয়ারীর মধ্যে শেষ করার জন্য। অনুমানটি

পরবর্তীকালে (মার্চ 2021) সংশোধন করে 119.08 কোটি টাকা করা হয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এই বৃদ্ধি মূলত উপকরণগুলির¹⁸⁴ উচ্চতর স্পেসিফিকেশনের ব্যবহারের কারণে হয়েছিল। অবশেষে 115.80 কোটি টাকা ব্যয়ে 2023 সালের মে মাসে কাজটি শেষ হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (মার্চ 2023) যে আমঝোরা, কাঁঠালবেড়িয়া এবং বাসন্তীর রাস্তার জন্য বাণিজ্যিক যানবাহন প্রতিদিন¹⁸⁵ (সি ভি পি ডি)-এর পরিসংখ্যান যথাক্রমে 546, 406 এবং 192 হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং 5 বছরের ডিজাইন লাইফের জন্য বিটুমিনাস স্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট এম এস এ যথাক্রমে 12.02, 4.68 এবং 2.21 হিসাবে গণনা করা হয়েছিল।

সুতরাং, যেহেতু কাঁঠালবেড়িয়া (74.00 কে এম পি) এবং বাসন্তী (86.79 কে এম পি) রাস্তার এম এস এ পাঁচের কম ছিল, তাই আই আর সি নির্দেশিকা¹⁸⁶ অনুসারে বিভাগকে কাঁঠালবেড়িয়া (74.00 কে এম পি) থেকে গদখালি (96.68 কে এম পি) পর্যন্ত মাত্র 50 মিমি ডেস বিটুমিনাস ম্যাকাডাম (ডি বি এম) স্তর স্থাপন করতে হত। তবে, দপ্তরটি উল্লিখিত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে 95 মিমি অতিরিক্ত ঘনত্বের ডি বি এম স্থাপন করেছে, যার ফলে 5.07 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে। রাস্তার প্রসারিত অংশে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে স্থাপিত ডি বি এম স্তর নীচের সারণী 4.5-এ দেখানো হয়েছে:

সারণী 4.5: কাঁঠালবেড়িয়া এবং গোদখালীর মধ্যে অতিরিক্ত ডি বি এম স্তর স্থাপনের বিবরণ

প্রসারিত অংশ	সি ভি পি ডি	এম এস এ	ডি বি এম স্তরের বেধ (মিলিমিটারে)	
			আই আর সি-র নির্দেশিকা অনুসারে	প্রকৃতপক্ষে স্থাপন করা হয়েছে
কাঁঠালবেড়িয়া থেকে বাসন্তী (74.00 থেকে 86.79 কিমিতে)	406	4.68	50	95
বাসন্তী থেকে গোদখালী (86.79 থেকে 96.684 কিমিতে)	192	2.21	50	95

¹⁸⁴ 50/60 মিমি ডি বি এম স্তরের জায়গায় 95 মিমি ডি বি এম (প্রশস্তকরণ এবং সুদৃঢ়করণ উভয় অংশে), গর্তগুলির প্যাচিং ইত্যাদি।

¹⁸⁵ এটি 24 ঘন্টা ট্রাফিক গণনার উপর ভিত্তি করে এবং রাস্তার স্তরগুলির বেধ নির্ধারণের জন্য এই তথ্য ব্যবহার করা হয়।

¹⁸⁶ আই আর সি 37-2018।

নিরীক্ষায় আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় (মার্চ 2023) যে ডি পি আর চূড়ান্ত করার সময়, আমঝোরায় অনুমানিক পরিবহন পুরো রাস্তার জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল কারন, গদখালি এবং গোসাবাকে সংযুক্ত করার জন্য একটি আসন্ন প্রস্তাবিত সেতু প্রকল্প ছিল, যা কাঁঠালবেড়িয়া এবং বাসন্তীতে পরিবহনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হয়েছিল।

এই বিষয়ে, নিরীক্ষা লক্ষ্য করে যে সেতুটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলীয় জোনাল ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ)-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি যার কারণে সেতুর চুক্তি বাতিল করা হয়েছিল (এপ্রিল 2022)। এছাড়াও, যদি ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ-এর থেকে পরবর্তী সময়ে অনুমোদন পাওয়া যায়, তবে এর জন্য নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে (সংশোধিত রাস্তা প্রাপ্তিকরণের কারণে), যার জন্য যথেষ্ট সময় লাগবে। যেহেতু রাস্তাটি 2023 সালের মে মাসে শেষ হয়েছিল এবং এর একটি দায়বদ্ধতার সময়কাল (ডি এল পি) 2026 সালের জুনে শেষ হবে, এটি স্পষ্ট যে শীঘ্রই ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ অনুমোদন পেলেও, সেতুটি রাস্তার ডি এল পি-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করা যাবে না।

দপ্তর (ফেব্রুয়ারি 2024) জানায় যে যেহেতু প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিকাঠামো তহবিল (সি আর আই এফ) প্রকল্পে (অক্টোবর 2020) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তাই ডিজাইন লাইফ থ্রান্যুলার স্তরের জন্য 15 বছরের পরিবর্তে 20 বছর হওয়া উচিত ছিল, যার ফলে ডব্লিউ এম এম স্তরটির 285 মি পরিবর্তে 320 মি প্রয়োজন। এছাড়াও, দপ্তর স্বীকার করেছে যে সি আর জেড ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তদুপরি, দপ্তর জানায় যে সেতু সড়ক প্রকল্পের ডি এল পি-এর মধ্যে সম্পন্ন না হলেও নির্মাণ কাজের জন্য বিপুল পরিমাণে স্টীল, সিমেন্ট, এগ্রিগেট এবং মাটি বহনের ফলে পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

অতিরিক্ত থ্রান্যুলার স্তর স্থাপনের বিষয়ে দপ্তরের জবাব গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু নিরীক্ষার আপত্তি বিটুমিনাস স্তর সম্পর্কে, ডব্লিউ এম এম স্তর সম্পর্কিত নয়, যার নকশা আই আর সি নির্দেশিকা অনুসারে প্রতি পর্যায়ে নির্মাণের সময়কাল মাত্র পাঁচ বছর। সেতু নির্মাণের কারণে ট্রাফিক বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিক্রিয়াও ভুল ছিল, কারণ সেতু নির্মাণ এখনও শুরু হয়নি, এবং সেতু নির্মাণের কারণে ট্রাফিক বৃদ্ধিও বাসন্তীতে 192 সি ভি পি ডি-এর নিরিখে আমঝোরায় 546 সি ভি পি ডি-কে ন্যায্যতা দিতে পারে না।

সুতরাং, গদখালীতে সেতু নির্মাণের ফলে ট্রাফিক বৃদ্ধির বিষয়ে পি ডব্লিউ আর ডি এবং দপ্তরের অনুমান এবং এর ফলে উচ্চতর স্পেসিফিকেশনের বিটুমিন স্তর বেছে নেওয়ার ফলে 5.07 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

4.9 সড়ক সংস্কারের কাজে নিষ্ফল ব্যয়

পূর্ত দপ্তর নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন লঙ্ঘন করে, প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত না করেই একটি রাস্তার সংস্কার শুরু করে যার ফলে নিম্নমানের কাজ হয় এবং 7.17 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারত সরকারের সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক (এম ও আর টি এইচ)-এর ধারা 701, 705 এবং 707-এ বাঁধের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তা এবং সেতুর কাজগুলিতে জিওসিস্টেটিক¹⁸⁷ উপাদান ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ঢালের উপরে অবস্থিত স্থানীয় মাটি বা থ্রান্যুলার উপাদান

¹⁸⁷ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত সমস্ত সিস্টেটিক উপকরণের জন্য জিওসিস্টেটিক একটি সাধারণ শ্রেণিবিন্যাস যার মধ্যে রয়েছে জিওটেক্সটাইল, জিওগ্রিড, জিওস্ট্রিপস, জিওমেমব্রেন, জিওনেটস, জিওকম্পোজিটস, জিওসেলস, জিওসিস্টেটিক ম্যাটস, পেভিং ফ্যাব্রিক এবং গ্লাস গ্রিড ইত্যাদি।

দিয়ে ভরা জিওসেলগুলি¹⁸⁸ মাটির উপরের স্তর ধরে রাখে এবং গাছপালা বাড়তে দেয়, যার ফলে বাঁধের ক্ষয় রোধ করা যায়। এছাড়াও, এম ও আর টি এইচ-এর ধারা 517 অনুসারে রাস্তার ফাটলযুক্ত পৃষ্ঠে স্ট্রেস অ্যাবজর্বিং মেমব্রেন (এম এ এম) নামে পরিচিত একটি ইলাস্টোমেরিক রাবার ফিল্মের এক বা দুটি স্তর, তারপরে অ্যাগ্রিগেট চিপের একটি স্তর এবং স্ট্রেস অ্যাবজর্বিং মেমব্রেন ইন্টারলোয়ার-এস এ এম আই (যা এস এ এম বা বিটুমিন-ভরা জিওটেক্সটাইলের অনুরূপ একটি উপাদান) ফাটল প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

অধীক্ষক বাস্তুকার, পশ্চিম মন্ডল-II, পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) (মার্চ 2019) হুগলি নির্মাণ বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি-এর অধীনে জগৎপুর-ধরমপোতা রোডকে 0.00 কিমি থেকে 24.60 কিমি পর্যন্ত শক্তিশালী করার কাজটি এপ্রিল 2020-এর মধ্যে শেষ করার জন্য প্রদান করে। 2021 সালের মার্চ মাসে 48.64 কোটি টাকা ব্যয়ে কাজটি শেষ হয়েছিল।

জুন 2018-এ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) প্রস্তুত করার আগে বারংবার ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁজে বের করার জন্য বিদ্যমান রাস্তাটি পরিদর্শন করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল¹⁸⁹ গঠন করা হয়েছিল (জুন 2017)। বিশেষজ্ঞ দলটি পর্যবেক্ষণ করে যে রাস্তাটি দুটি প্রধান নদী, দ্বারকেশ্বর এবং মুন্ডেশ্বরীর কেন্দ্রীয় অববাহিকা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে এবং রাস্তাটি খুব উঁচু বাঁধের উপর নির্মিত ছিল (প্রায় চার মিটার থেকে সাত মিটার পর্যন্ত), যার ঢাল খাড়া এবং অস্থিতিশীল। দলটি আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, রাস্তায় প্রশস্ত দীর্ঘ ফাটল, উপরিভাগের ক্ষয়¹⁹⁰ এবং ছোট ছোট গর্তগুলি মূলত নিম্নলিখিত কারণে হয়েছিল।

- রাস্তার বেধে পার্শ্বীয় অবলম্বনের অভাব,
- খালের জলস্তরে ঋতু পরিবর্তনের কারণে উঁচু বাঁধের পার্শ্বীয় পরিবর্তন, এবং
- ঋতুভিত্তিক আর্দ্রতার পরিবর্তনের কারণে মাটি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট সংকোচন, যেহেতু বাঁধ এবং উপরিভাগের মাটি প্রসারণশীল প্রকৃতির।

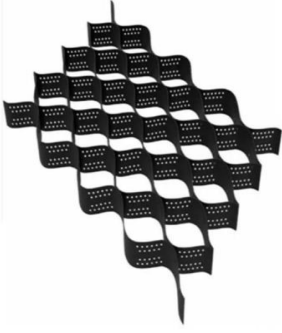
দলটি 13.60 কিমি থেকে 24.00 কিমি পর্যন্ত অংশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিকারমূলক খিনিম্মলিত ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে:

- বাঁধের পার্শ্বীয় সরন রোধ করার জন্য বোল্ডার সসেজ ক্রেট এবং রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট (আর সি সি) রিটেইনিং ওয়াল আকারে আর্থ রিটেইনিং স্ট্রাকচার।
- ঢাল রক্ষা এবং ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এম ও আর টি এইচ-এর সড়ক ও সেতুর বিবরণীর (পঞ্চম সংশোধন) ধারা 705 এবং 707 অনুসারে জিওসেল এবং প্রাকৃতিক জিওটেক্সটাইলের প্রাবধান।

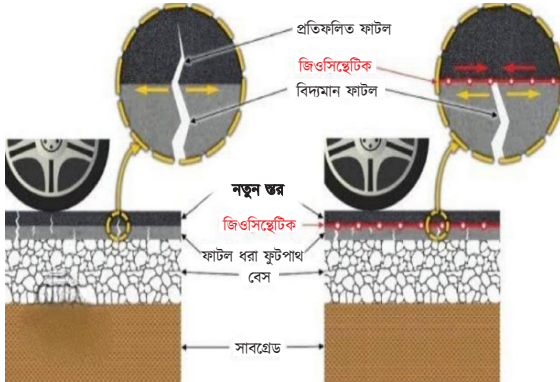
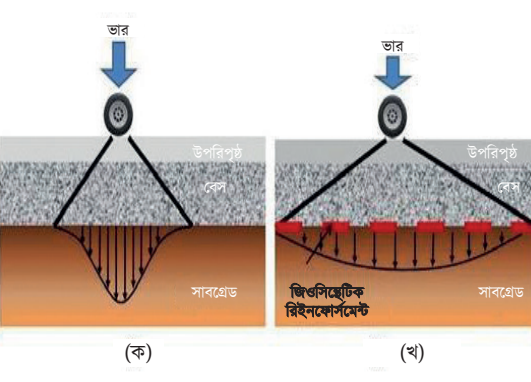
¹⁸⁸ জিওসেল হল একটি ত্রিমাত্রিক সেলুলার কনফাইনমেন্ট সিস্টেম যা উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন (এইচ ডি পি ই) স্ট্রিপ দিয়ে তৈরি যা আনুপ্রাসনিকভাবে ঢালাই করে একটি শক্তিশালী, হালকা ওজনের এবং প্রসারণযোগ্য প্যানেল তৈরি করে। এর অনন্য হ্রপ শক্তি এবং আন্তঃসংযুক্ত কোষ প্রাচীর একটি টেকসই যৌগিক ম্যাট্রিক্স তৈরি করে যা ভারবহন এবং মাটি ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য সাধারণ উপকরণ দিয়ে পূর্ণ করা যেতে পারে।

¹⁸⁹ (i) অধীক্ষক বাস্তুকার, সেতু পরিকল্পনা মণ্ডল, পি ডব্লিউ আর ডি; (ii) অধীক্ষক বাস্তুকার, এন এইচ সার্কেল নং II, পি ডব্লিউ আর ডি, (iii) মুখ্য বাস্তুকার, পি ডব্লিউ ডি, পশ্চিম অঞ্চল, (iv) অধীক্ষক বাস্তুকার, পশ্চিম মন্ডল-II, পি ডব্লিউ ডি, নির্বাহী বাস্তুকার, হুগলি নির্মাণ বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি এবং (v) সহকারী বাস্তুকার, আরামবাগ নির্মাণ উপ-বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা।

¹⁹⁰ রাভেলিং হ'ল রাস্তার উপরিভাগের ক্ষয়, যা সমষ্টিগত উপকরণগুলির (নুড়ি, বালি এবং চূর্ণ পাথর) আলগা হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে। এটি রাস্তার পিচ্ছিলরোধী ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, রাস্তার পৃষ্ঠকে এবড়োখেবড়ো করে তোলে এবং নীচের স্তরগুলি আরও ক্ষতির মুখে ফেলে।

	
চিত্র 4.18: জিওসেলের গঠন	চিত্র 4.19: ঢাল সুরক্ষার জন্য জিওসেল এবং প্রাকৃতিক জিওটেক্সটাইলের প্রয়োগ

- স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে আন্তঃবান্ধ পর্যায়ে (যেখানে আন্তঃবান্ধ পাওয়া যায়) পাশাপাশি কাঠের তৈরি¹⁹¹ প্রাচীর স্থাপন, এবং
- নতুন বিটুমিনাস স্তরে প্রতিফলিত ফাটল¹⁹² রোধ করার জন্য, পরিবর্তিত বিটুমিন সহ অথবা নন-ওভেন জিওসিস্টেটিক আকারে স্ট্রেস আবজর্বিং মেমব্রেন ইন্টারলেয়ার (এস এ এম আই)-এর একটি স্তর স্থাপন করা হবে।

	
চিত্র 4.20: পরিবর্তিত বিটুমিন বা জিওসিস্টেটিক আকারে স্ট্রেস আবজর্বিং মেমব্রেন ইন্টারলেয়ার (এস এ এম আই)-এর কার্যাবলী	চিত্র 4.20: পরিবর্তিত বিটুমিন বা জিওসিস্টেটিক আকারে স্ট্রেস আবজর্বিং মেমব্রেন ইন্টারলেয়ার (এস এ এম আই)-এর কার্যাবলী

পি ডব্লিউ ডি-এর অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিব-এর নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ প্রকল্প স্ক্রিনিং কমিটি (এস পি এস সি)¹⁹³ ডি পি আর অনুমোদনের সময় (এপ্রিল 2018) বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (আগস্ট 2023) যে দপ্তর রাস্তার 3,717 মিটার এবং 3,210 মিটার অংশে ক্রমশ বাঁধের নীচের অংশে বোন্ডার সসেজ¹⁹⁴ এবং পাড়ের কিনারায় কাঠের প্রাচীরের

¹⁹¹ কাঠের প্রাচীর পদ্ধতিতে বাঁধের কাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধির জন্য কাঠের খুঁটি মাটিতে স্থাপন ও পুঁতে দেওয়া হয়।

¹⁹² ভিত্তি স্তরে ফাটল, তার কারণ যাই হোক না কেন, পৃষ্ঠ স্তরে চাপের ঘনত্ব এবং ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। পৃষ্ঠের ফাটলগুলি প্রায়শই ভিত্তি স্তরের ফাটলগুলির মতো একই ধরনের প্যাটার্ন অনুসরণ করে এবং একে “প্রতিফলিত ফাটল” বলা হয়।

¹⁹³ অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/মুখ্য সচিব/সচিব, পি ডব্লিউ ডি-এর চেয়ারম্যান, মুখ্য বাস্তকার, ডব্লিউ ডি-এর সদস্য, প্রধান বাস্তকার (সি ই), সদর দপ্তর, পি ডব্লিউ ডি-এর সদস্য, সি ই, পরিকল্পনা দপ্তর সদস্য, সদস্য হিসাবে সি ই, ইলেক্ট্রিক্যাল, সদস্য হিসাবে সি ই, ইলেক্ট্রিক্যাল প্ল্যানিং, চিফ গভর্নমেন্ট আর্কিটেক্টকে সদস্য আহ্বায়ক, সহকারী সি ই (সদর দপ্তর) (পর্যবেক্ষক) সদস্য এবং সদস্য হিসাবে অগ্নি নিরাপত্তা সেলের উপদেষ্টা।

¹⁹⁴ গ্যালভানাইজড লোহার তারের চাঁদর প্রয়োজনীয় আকৃতির সসেজ ক্রেট তৈরি করার জন্য বোনা এবং সুরক্ষা কাজে ব্যবহারের জন্য যে কোনও আকার এবং আকৃতির পাথর দিয়ে ভরাট করা।

কাজ করেছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ অনুসারে ঢাল সুরক্ষা এবং মাটির ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য জিওসেল এবং জিওটেক্সটাইল সম্পর্কিত কাজ করা হয়নি।

প্রতিফলিত ফাটল রোধ করার জন্য সংশোধিত বিটুমেন বা নন-ওভেন জিও-সিন্থেটিক আকারে এস এ এম আই স্তর স্থাপনও (ডিসেম্বর 2018) বাস্তবায়িত হয়নি এই যুক্তিতে যে অতিরিক্ত ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম (ডব্লিউ এম এম) স্তর, তারপরে ডি বি এম এবং বিটুমিনাস কংক্রিট (বি সি) স্তর প্রদানের মাধ্যমে শক্ত উপরিপৃষ্ঠকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

বিভাগীয় নথি থেকে দেখা যায় যে কাজ শেষ হওয়ার ঠিক সাত মাস (অক্টোবর 2021) পরে, রাস্তাটি বিভিন্ন অংশে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বেড়িবাঁধ বিকল হওয়ার কারণে রাস্তার পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাস্তার উপরিভাগের কালো অংশসহ কঠিন আবরন বিভিন্ন অংশে খসে গেছে। **পরিশিষ্ট-4.5-এ** পয়েন্ট-ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।



চিত্র 4.21: 16.300 কিমিতে ভূমিধ্বস
(24.08.2023)



চিত্র 4.22: 17.500 কিমিতে ভূমিধ্বস
(24.08.2023)

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে বোল্ডার সসেজ এবং কাঠের প্রাচীরের মাধ্যমে ঢাল সুরক্ষার কাজ বাঁধ রক্ষা করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ কিছু অংশে রাস্তার উপরের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার ফলে 7.17 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়। নিরীক্ষা এবং পি ডব্লিউ ডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে জগৎপুর-ধরমপোতা রোড পরিদর্শনের সময় (আগস্ট 2023) তোলা ছবিগুলি ক্ষয়ক্ষতি প্রতিফলিত করছে।



চিত্র 4.23: 17.050 কিমিতে (24.08.2023) ভূমিধ্বসের কারণে প্রায় অর্ধেক রাস্তা বন্ধ রয়েছে

দণ্ডর **পরিশিষ্ট-4.5**-এ রাস্তার উল্লিখিত অংশগুলির স্থায়ী মেরামতের জন্য একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছিল (নভেম্বর 2021) যেখানে 12.85 কোটি টাকা ব্যয় অনুমান করা হয়, প্রাক্কলনটি অনুমোদিত না হওয়ায় কাজটি শুরু করা যায়নি (মে 2025 পর্যন্ত)।

দণ্ডর তার জবাবে মেনে নিয়েছে (ডিসেম্বর 2023 এবং সেপ্টেম্বর 2024) যে কেবল বোল্ডার সসেজের কাজ ভারি মাটির পার্শ্বীয় চাপ সহ্য করতে সক্ষম নয়। তাঁরা আরও জানান যে, রাস্তার ঢালে প্রচুর গাছপালা থাকায় জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার প্রয়োজন বলে মনে করা হয়নি এবং ডি পি আর-এ মাটির কাজগুলির মাধ্যমে ঢাল উন্নতির বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে আরও বলা হয় যে মাটিতে ক্যালসিয়াম-ভিত্তিক গ্রানুলার উপাদানের উপস্থিতির কারণে জিওসেল/জিওটেক্সটাইলও ক্ষতি রোধ করতে পারত না, যা মাটির আঠালো বৈশিষ্ট্য হ্রাস করে। এছাড়াও, বাঁধের পাশের ঢালগুলি খাড়া ছিল এবং অক্টোবর 2021-এ বন্যার জলের অভূতপূর্ব গতির কারণে বেশ কয়েকটি জায়গায় খালের তলকে ভেঙে দেয়, যার ফলে বেস ব্যর্থতা দেখা দেয়। এছাড়াও, দণ্ডর জানিয়েছে যে বেস ব্যর্থতার কারণে রাস্তার মাত্র 917 মিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বাকি 1.145 মিটার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি সংস্থাটি মেরামত করেছে।

জিওটেক্সটাইল স্থাপনের প্রয়োজন নেই বলে দণ্ডরের প্রতিক্রিয়া ভুল, কারণ গাছপালা/উদ্ভিদ এবং মাটির বৈশিষ্ট্য রাস্তার ধারে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করেনি। পরিকল্পনা পর্যায়ে দণ্ডর রাস্তা এবং আশেপাশের এলাকার জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্য এবং মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত ছিল যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এছাড়াও, রাস্তার মাত্র 917 মিটার অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে দণ্ডরের দাবিটি তথ্যগতভাবে সঠিক ছিল না, কারণ হুগলি নির্মাণ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার **পরিশিষ্ট-4.5**-এ দেখানো অন্যান্য অংশের পাশাপাশি 16.00 কিলোমিটার থেকে 20.00 কিলোমিটার পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশের জন্য ত্রুটি দায়বদ্ধতার শর্ত শিথিল করার আবেদন করেছিলেন (মার্চ 2022)।

সুতরাং, বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশ না মেনে চলা এবং নির্মাণের জন্য যথাযথ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থতার ফলে সাত মাসের মধ্যে নবনির্মিত রাস্তাটির মারাত্মক ক্ষতি হয়, যার ফলে 7.17 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়।

4.10 নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির অতিরিক্ত পুরুত্বের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়

পূর্ত দণ্ডর, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, দুটি রাস্তা নির্মাণে নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির অতিরিক্ত পুরুত্ব কার্যকর করেছিল যার ফলে 2.15 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আই আর সি) নির্দেশিকায় (37:2012 এবং 37:2018) রাস্তা নির্মাণের জন্য ফুটপাথের নকশা বেধ নির্ধারণের জন্য ফুটপাথ ডিজাইন ক্যাটালগ অন্তর্ভুক্ত আছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে রাস্তার পাড় এবং রাস্তার ফুটপাথের প্রতিটি স্তরের নির্দিষ্টকরন সাব-বেস মাটির শক্তির ভিত্তিতে নির্মিত হওয়া উচিত, যা ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও¹⁹⁵ (সি বি আর) এবং রাস্তার ডিজাইন লাইফ¹⁹⁶ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল¹⁹⁷ (এম এস এ)-তে প্রকাশিত ট্র্যাফিক ভলিউমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও, নির্দেশিকায় বলা আছে যে,

¹⁹⁵ ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও (সি বি আর) হল নতুন নির্মিত রাস্তার নীচের প্রাকৃতিক মাটি, সাবগ্রেড এবং বেস কোর্সের যান্ত্রিক শক্তি মূল্যায়নের জন্য একটি অনুপ্রবেশ পরীক্ষা।

¹⁹⁶ ডিজাইন লাইফকে এম এস এ-তে মোট এক্সেলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা পেভমেন্টের বড় ধরনের শক্তিশালীকরণ, মেরামত বা সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হওয়ার আগে সরানো যেতে পারে।

¹⁹⁷ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল-রাস্তার ডিজাইন লাইফের উপর ক্রমবর্ধমান মোট স্ট্যান্ডার্ড এক্সেলের সংখ্যার ভিত্তিতে ট্র্যাফিক ডিজাইন করা।

আই আই টি পেভ সফ্টওয়্যার¹⁹⁸ ব্যবহার করে ট্রাফিক এবং ফুটপাথ স্তরের সংমিশ্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত এবং ডিজাইনারের এই নির্দেশিকাগুলিতে প্রদত্ত যান্ত্রিক-অভিজ্ঞতামূলক কর্মক্ষমতা মডেল পূরণের জন্য সাইট-নির্দিষ্ট ইনপুট¹⁹⁹ ব্যবহার করে ফুটপাথের উপকরণ এবং বিভিন্ন স্তরের পুরুত্ব বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পি ডব্লিউ (সড়ক) অধিকার (পি ডব্লিউ আর ডি)-এর অধীক্ষক বাস্তবকার (এস ই), ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল-II এবং এস ই, সাউথ-ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল (এপ্রিল 2017) 44.95 কোটি টাকার দরপত্র ব্যয়ে (পরে অনুমানিক পরিমাণ²⁰⁰ সংশোধন করে 59.52 কোটি টাকা হয়) একটি ঠিকাদারকে প্রশস্তকরণ ও সুদৃঢ়করণের জন্য একটি রাস্তার কাজ²⁰¹ প্রদান করে সেপ্টেম্বর 2018-এর মধ্যে শেষ করার জন্য। কাজগুলি এপ্রিল 2019-এ শেষ হয়েছিল এবং ঠিকাদারকে 59.46 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (মার্চ 2022) যে, 15 বছরের ডিজাইন লাইফ সহ, নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির জন্য ডিজাইন ট্রাফিক আই আর সি 37: 2018 অনুসরণ করে 3.5 এম এস এ স্থির করা হয়েছিল। যাইহোক এস ই, ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল-II, পি ডব্লিউ আর ডি আই আর সি নির্দেশিকার লঙ্ঘন করে ভবিষ্যতে 10 এম এস এ পর্যন্ত ট্রাফিকের আপগ্রেডেশনের জন্য একটি স্থিতিশীল জি এস বি থাকার যুক্তিতে প্রয়োজনীয় 180 মিমির পরিবর্তে 230 মিমি পুরু গ্রানুলার সাব-বেস (জি এস বি) দিয়েছিল।

নিরীক্ষা অবশ্য আই আই টি পেভ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে ফুটপাথের পুরুত্ব বিশ্লেষণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে 180 মিমি জি এস বি স্তরটি 10 এম এস এ ডিজাইন ট্রাফিকের জন্য নিরাপদ। সুতরাং, এস ই ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল-II, পি ডব্লিউ আর ডি আই আর সি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে 50 মিমি (230 মিমি - 180 মিমি) অতিরিক্ত জি এস বি স্তর দিয়েছিল যার ফলে 2.15 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়।

এস ই, ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল-II, পি ডব্লিউ আর ডি (আগস্ট 2022) জানায় যে এটি মনে করা হয়েছিল যে ক্যারেজওয়েটি 3.5 মিটার থেকে 10 মিটারে উন্নীত করার কারণে ভবিষ্যতে ট্রাফিক বৃদ্ধি পেতে পারে এবং যেহেতু জি এস বি স্তরের পুরুত্ব এম এস এ-র মানের সাথে পরিবর্তিত হয়, তাই জি এস বি স্তরের সর্বাধিক পুরুত্ব 150 এম এস এ ট্রাফিক অর্থাৎ 230 মিমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, এস ই জানায় যে, যদিও প্রাথমিকভাবে (মে 2016) ট্রাফিক ছিল 3.5 এম এস এ তবে সাম্প্রতিক (জুন 2022) যানবাহন গণনা অনুসারে এটি বৃদ্ধি পেয়ে 7.16 এম এস এ হয়েছে। আই আই টি পেভ সফ্টওয়্যার অনুসারে উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়, 180 মিমি পুরু জি এস বি 10 এম এস এ ট্রাফিকের জন্য নিরাপদ।

সুতরাং, দপ্তরটি ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেসের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, নন-বিটুমিনাস স্তরগুলির অতিরিক্ত পুরুত্ব দিয়েছে, যার ফলে 2.15 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

¹⁹⁸ এটি একটি সফ্টওয়্যার যা ফুটপাথ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় বিটুমিনাস স্তরের নীচে অনুভূমিক টেস্টাইল স্ট্রেন (ই টি) এবং সাবগ্রেডের উপর উল্লম্ব সংকোচনশীল স্ট্রেন (ই ভি) গণনা করে ফুটপাথ উপকরণ এবং স্তরের পুরুত্ব নির্বাচন করা যায়। এই সফ্টওয়্যারটিতে স্তরের পুরুত্ব পরিবর্তন করে কয়েকটি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হতে পারে যতক্ষণ না আই আই টি পি এ ভি দ্বারা গণনা করা স্ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত অনুমোদিত স্ট্রেনের চেয়ে কম হয়।

¹⁹⁹ এম এস এ, সি বি আর এবং রাস্তার তাপমাত্রা।

²⁰⁰ বি এম এবং পি সি এবং এস সি-এর পরিবর্তে ভি জি-30 বিটুমিনের পরিবর্তে ডি বি এম এবং বি সি এবং ভি জি-40 বিটুমিন দিয়ে বিটুমিনাস স্তর গঠন, বাজারের অংশে ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট ওয়ারিং কোর্সের ব্যবস্থা, বোল্ডার সসেজ ক্রেট ইত্যাদি সহ 340 মিটার দীর্ঘ প্রতিরক্ষামূলক কাজ।

²⁰¹ সিমলাপাল-খাত্রা রোডকে 0.00 কিলোমিটার থেকে 26.24 কিমি পর্যন্ত একক লেনের ক্যারেজওয়ে থেকে দ্বিলেন ক্যারেজওয়েতে প্রশস্তকরণ ও সুদৃঢ়করণ করা।

4.11 রাস্তার কাজে পরিহারযোগ্য ব্যয়

পূর্ত দপ্তর দুটি রাস্তার সুদৃঢ়করণের কাজ যৌক্তিকতা ছাড়াই অতিরিক্ত পুরুত্বের ডব্লিউ এম এম স্তর দিয়ে সম্পাদন করেছে, ফলস্বরূপ 1.58 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আই আর সি) 37-2018-এর অনুচ্ছেদ 5 অনুসারে, একটি নমনীয় ফুটপাথ সাবগ্রেডের উপরে তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত যথা সাব-বেস, বেস এবং বিটুমিনাস স্তর। জুন 2017²⁰²-এ পূর্ত দপ্তর স্মারকলিপির অনুচ্ছেদ 2(f) অনুসারে, ‘নন-বিটুমিনাস স্তরগুলি অর্থাৎ একটি সড়ক প্রকল্পের সাব-বেস এবং বেস কোর্সগুলি সর্বশেষ আই আর সি কোডাল বিধানের সাহায্যে 15 বছরের নকশা কালের জন্য ডিজাইন করা উচিত।

2021-23 সময়কালে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন দুটি বিভাগে²⁰³ সড়ক প্রকল্পগুলি গ্রহণ করার সময়, ডব্লিউ এম এম-এর অতিরিক্ত স্তর স্থাপন করেছিল, ফলস্বরূপ 1.58 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয় যা নিম্নে বিশদে বর্ণিত করা হল:

ক. অধীক্ষক বাস্তুকার, উত্তর মন্ডল, পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), মালদা 14.09 কোটি টাকার দরপত্র মূল্যে (7.70 শতাংশ প্রাক্কলন মূল্য²⁰⁴ থেকে কম) উত্তর দিনাজপুর জেলায় একটি রাস্তার কাজ²⁰⁵ প্রদান করেছেন (ফেব্রুয়ারি 2021) যা ফেব্রুয়ারী 2022-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। এই কাজটি 14.08 কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ 2022-এ শেষ হয়েছিল।

সাব-গ্রেডের ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও²⁰⁶ (সি বি আর) এবং রাস্তার 15 বছরের ডিজাইন লাইফের জন্য ট্র্যাফিক যথাক্রমে পাঁচ শতাংশ এবং 5.08 এম এস এ²⁰⁷ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। আই আর সি 37-2018 অনুসারে পাঁচ শতাংশের সি বি আর-এর জন্য 450²⁰⁸ মিমি নন-বিটুমিনাস কোর্স 50 এম এস এ পর্যন্ত ট্র্যাফিকের জন্য যথেষ্ট। যদিও, কাজটি 350²⁰⁹ মিমি নন-বিটুমিনাস স্তরের বিদ্যমান পুরুত্বের উপর 200 মিমি ডব্লিউ এম এম দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং, নন-বিটুমিনাস স্তরের মোট পুরুত্ব ছিল 550 মিমি।

এছাড়াও, আই আই টি পেভ সফ্টওয়্যার²¹⁰ অনুসারে 450 মিমি নন-বিটুমিনাস স্তরের রাস্তার বেধ নিরাপদ ছিল। সুতরাং, বিভাগটি উপরোক্ত আই আর সি নিয়ম অনুসারে 200 মিমির পরিবর্তে 100 মিমি ডব্লিউ এম এম স্থাপন করতে পারত। এইভাবে, বিভাগটি প্রয়োজনীয় ডব্লিউ এম এম-এর চেয়ে 100 মিমি বেশি দিয়েছিল যা তালিকা-4.1-এ দেখানো হল।

²⁰² নং IM-03/16/696-R/PL তারিখ 15.06.2017।

²⁰³ উত্তর দিনাজপুর বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি এবং বর্ধমান দক্ষিণ মহাসড়ক বিভাগ।

²⁰⁴ দরপত্রে প্রাক্কলন মূল্য 15.26 কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

²⁰⁵ উত্তর দিনাজপুর বিভাগের অধীনে কিশাণগঞ্জ-দিনাজপুর সড়ক (এম ডি আর)-এর 3.20 কিমি থেকে 12.20 কিমি পর্যন্ত অংশের প্রশস্তকরণ ও সুদৃঢ়করণের কাজ।

²⁰⁶ ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও (সি বি আর) হল নতুন নির্মিত রাস্তার নীচের প্রাকৃতিক মাটি, সাবগ্রেড এবং বেস কোর্সের যান্ত্রিক শক্তি মূল্যায়নের জন্য একটি অনুপ্রবেশ পরীক্ষা।

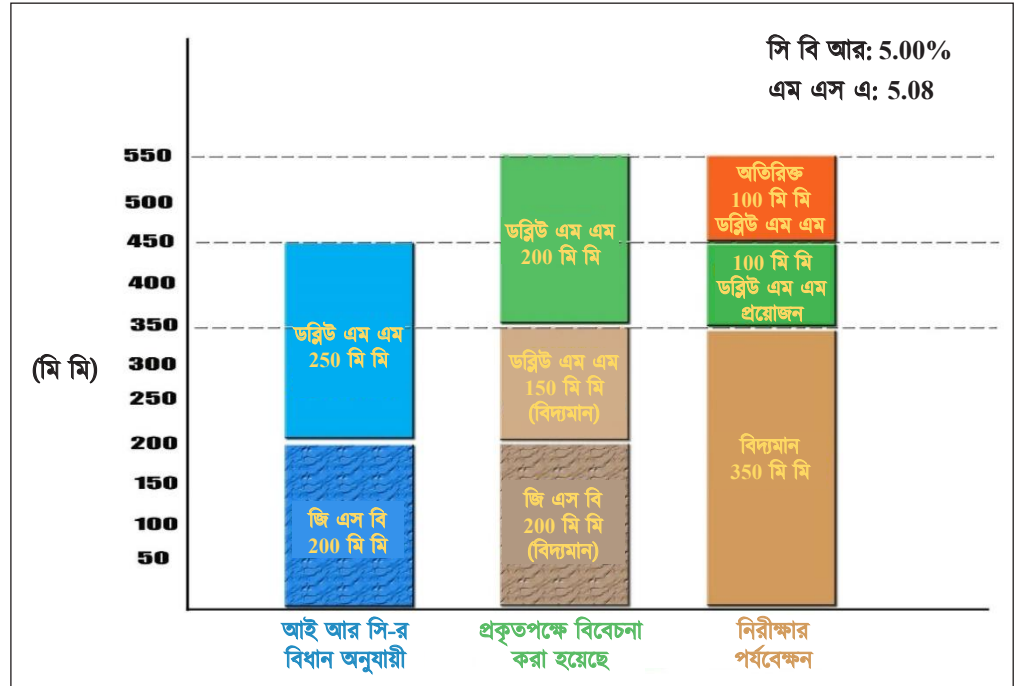
²⁰⁷ মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল।

²⁰⁸ 200 গ্রানুলার সাব-বেস (জি এস বি) + 250 মিমি ডব্লিউ এম এম।

²⁰⁹ 200 গ্রানুলার সাব-বেস (জি এস বি) + 150 মিমি ডব্লিউ এম এম।

²¹⁰ এটি একটি সফ্টওয়্যার যা পাকা রাস্তা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় বিটুমিনাস স্তরের নীচে অনুভূমিক টেসাইল স্ট্রেন (ই টি) এবং সাবগ্রেডের উপর উল্লম্ব সংকোচনশীল স্ট্রেন (ই ভি) গণনা করে ফুটপাথ উপকরণ এবং স্তরের পুরুত্ব নির্বাচন করা যায়। এই সফ্টওয়্যারটিতে স্তরের পুরুত্ব পরিবর্তন করে কয়েকটি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হতে পারে যতক্ষণ না আই আই টি পি এ ভি দ্বারা গণনা করা স্ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত অনুমোদিত স্ট্রেনের চেয়ে কম হয়।

তালিকা 4.1: গ্রানুলার স্তরের পুরুত্ব



জবাবে, দপ্তর জানায় (নভেম্বর 2022) যে রাস্তার প্রশস্ত অংশের সাথে অ-প্রশস্ত অংশের অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য অতিরিক্ত নন-বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করা হয়েছিল। দপ্তর আরও জানায় যে রাস্তার অ-প্রশস্ত অংশে বর্তমান বিটুমিনাস স্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে অতিরিক্ত বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করা হয়েছিল এবং কিছু অঞ্চলে রাস্তায় জল জমার সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

দপ্তরের উত্তর বিবেচনা করে, নিরীক্ষা প্রশস্তকরণ অংশে অতিরিক্ত স্তরটি বাদ দিয়েছে, বিদ্যমান রাস্তা এবড়ো খেবড়ো হওয়ার কারণে অতিরিক্ত 40 মিমি ডব্লিউ এম এম-এর অনুমতি দিয়েছে এবং জলাবদ্ধতার সমস্যার কারণে অঞ্চলগুলিতে অতিরিক্ত স্তর পাতার অনুমতি দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও, আই আর সি নির্দেশিকা মেনে না চলার কারণে **পরিশিষ্ট-4.6-এ** দেখানো হিসাবে 73.09 লক্ষ টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়।

- খ. অধীক্ষক বাস্তবকার, ওয়েস্টার্ন হাইওয়ে সার্কেল-1, পূর্ত (সড়ক) অধিকার, পূর্ব বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান জেলায় 13.46 কোটি টাকার (2.20 শতাংশ প্রাক্কলন মূল্য²¹¹ থেকে কম) দরপত্র ব্যয়ে একটি রাস্তা সুদৃঢ়করণের কাজ²¹² প্রদান করে (ফেব্রুয়ারি 2023) যা আগস্ট 2023-এ মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কাজটি 13.43 কোটি টাকা ব্যয়ে সেপ্টেম্বর 2023-এ শেষ হয়।

আই আই টি পেভ সফটওয়্যার অনুসারে, রাস্তার জন্য 535 মিমি নন-বিটুমিনাস স্তর প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে, দপ্তর 360 মিমি পুরুত্বের বিদ্যমান নন-বিটুমিনাস স্তরগুলি বিবেচনা করে 175 মিমি ডব্লিউ এম এম স্তর দিয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে বিদ্যমান নন-বিটুমিনাস স্তরগুলি 585 মিমি ছিল (445 মিমি ডব্লিউ এম এম সহ)। সুতরাং, 585 মিমি পুরুত্ব বিবেচনা করে, 175 মিমি ডব্লিউ এম এম স্থাপনের প্রয়োজন ছিল না।

²¹¹ দরপত্রে প্রাক্কলন মূল্য রাখা হয়েছে 13.76 কোটি টাকা।

²¹² বর্ধমান জেলার বর্ধমান দক্ষিণ মহাসড়ক বিভাগের অধীনে রায়না-জামালপুর সড়কের 0.00 কিমি থেকে 10.00 কিমি পর্যন্ত অংশে সুদৃঢ়করণের কাজ।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (ডিসেম্বর 2023) যে বিদ্যমান ডব্লিউ এম এম স্তরটি কেবল থান্যুলার স্তর হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বাকি দুর্বল স্ল্যাগ/ঝামা/ডব্লিউ বি এম/বালি স্তরটির বাকি অংশকে সাব-গ্রেড সংশোধন স্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

দপ্তরের উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ 500 মিমি বালির স্তর এবং 550 মিমি (300 মিমি জি এস বি এবং 250 মিমি ডব্লিউ এম এম)-এর নন-বিটুমিনাস স্তরগুলি রাস্তার 5,500²¹³ মিটার অংশে পাতা হয়েছিল (আগস্ট 2018) যেখানে রাস্তার পুনঃনির্মানের কাজ করা হয়েছিল। তদনুসারে, দপ্তর কোডাল বিধান²¹⁴ অনুসারে রাস্তার এই অংশে 75 মিমি ডব্লিউ এম এম-এর একটি নতুন স্তর তৈরি করতে পারত। এছাড়াও, 1844.60 মিটার²¹⁵ অবশিষ্ট অংশের জন্য, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে বিদ্যমান ডব্লিউ এম এম স্তরটি 445 মিমি ছিল²¹⁶। সুতরাং, 535 মিমি নন-বিটুমিনাস স্তরের কাঙ্ক্ষিত পুরুত্ব অর্জনের জন্য, দপ্তর 130 মিমি ডব্লিউ এম এম স্তর পাততে পারত (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের অনুচ্ছেদ 501.8.3.4 অনুসারে বিদ্যমান বিটুমিনাস স্তরটি অপসারণের কারণে প্রোফাইল সংশোধনমূলক কোর্সের জন্য 40 মিমি বিবেচনা করে)। আই আর সি নির্দিষ্টকরণের নিরিখে রাস্তার কাজ সম্পন্নের জন্য পাতা স্তরগুলির বিবরণ নীচের সারণী 4.6-এ দেখানো হয়েছে:

সারণী 4.6: আই আর সি-র নির্দেশিকার নিরিখে পুরুত্ব দেওয়া হয়েছে

আই আর সি-র নিয়ম অনুযায়ী	দপ্তর সম্পন্ন করেছিল	নিরীক্ষার প্রস্তাব	
		পুনঃনির্মান এলাকার জন্য: 5500 মি	বাকি 1844.60 মি (7344.60-5500) অংশে
- নন-বিটুমিনাস স্তর: 535 মিমি - বিটুমিনাস স্তর: 155 মিমি	নন-বিটুমিনাস 360 মিমি (বিদ্যমান)	বিদ্যমান নন-বিটুমিনাস 550 মিমি (300 মিমি জি এস বি এবং 250 মিমি) ডব্লিউ এম এম	বিদ্যমান ডব্লিউ এম এম 445 মিমি
	ডব্লিউ এম এম 175 মিমি	ডব্লিউ এম এম 75 মিমি (প্রোফাইল সংশোধনমূলক কোর্স হিসাবে)	ডব্লিউ এম এম 130 মিমি $\{(535-445 = 90) + 40$ প্রোফাইল সংশোধনমূলক কোর্স হিসাবে}
	ডি বি এম 115 মিমি বি সি 40 মিমি	ডি বি এম 115 মিমি বি সি 40 মিমি	ডি বি এম 115 মিমি বি সি 40 মিমি

সুতরাং, আই আর সি নির্দেশিকা না মেনে দপ্তরের 45 মিমি ডব্লিউ এম এম-এর অতিরিক্ত পুরুত্বের স্তর পাতার ফলে 84.91 লক্ষ টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয় (পরিশিষ্ট-4.7-এ দেখানো হয়েছে)।

4.12 অনুপযুক্ত পরিকল্পনার কারণে নিষ্ফল ব্যয়

একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে পূর্ত দপ্তরের দুর্বল পরিকল্পনার ফলে 11.89 কোটি টাকার অ-ফলপ্রসূ ব্যয় হয়।

আর্থিক বিচক্ষণতার মান সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়মাবলীর নিয়ম 35 অনুসারে, প্রত্যেক সরকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে জনসাধারণের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একই সতর্কতা অবলম্বন করা

²¹³ 1 কিমি থেকে 3 কিমি এবং 4.50 কিমি থেকে 8.00 কিমি।

²¹⁴ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের অনুচ্ছেদ 406.1 অনুসারে, একক কমপ্যাক্ট ডব্লিউ এম এম স্তরের পুরুত্ব 75 মিমির কম হওয়া উচিত নয়।

²¹⁵ 7,344.60 মি -5,500.00 মি।

²¹⁶ (150 মিমি + 295 মিমি ডব্লিউ এম এম)।

হবে বলে আশা করা হয় যেভাবে একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে করবেন।

পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) ইটামোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত-II-এর অনুরোধের (ডিসেম্বর 2013) ভিত্তিতে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে (ইটামোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত-II) একটি প্রেক্ষাগৃহ এবং শিশু উদ্যান নির্মাণের কাজ গ্রহণ করে। কাজটি 8.51 কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হয়েছিল (ফেব্রুয়ারী 2014)। অধীক্ষক বাস্তবকার, (পি ডব্লিউ ডি), সাউথ ওয়েস্টার্ন সার্কেল, পশ্চিম মেদিনীপুর 5.01 কোটি টাকার দরপত্র ব্যয়ে একটি ঠিকাদারকে (মার্চ 2015) কাজের প্রথম পর্যায়²¹⁷ (কেবল প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ) মার্চ 2016-এর মধ্যে শেষ করতে হবে এই মর্মে প্রদান করেছিলেন। যদিও, চুক্তিটি বাতিল করা হয় (মার্চ 2018) এবং ঠিকাদার দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না করার কারণে 33.14 লক্ষ টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। চুক্তি শেষ হওয়ার সময়, 3.31 কোটি টাকার কাজ করা হয়েছিল এবং এই পরিমাণ অর্থ ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছিল। অবশিষ্ট কাজটি শেষ করার জন্য, 2.18 কোটি টাকার দরপত্র ব্যয়ে একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছিল (মার্চ 2018)। পরবর্তীকালে, প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত আরও কিছু কাজের জন্য আরও দুটি টেন্ডার দেওয়া হয় এবং এই কাজগুলি 2020-এর মে মাসে শেষ হয়েছিল। সুতরাং, প্রেক্ষাগৃহে মোট ব্যয় হয়েছিল 8.34 কোটি টাকা যা সারণী 4.7-এ বর্ণিত হল:

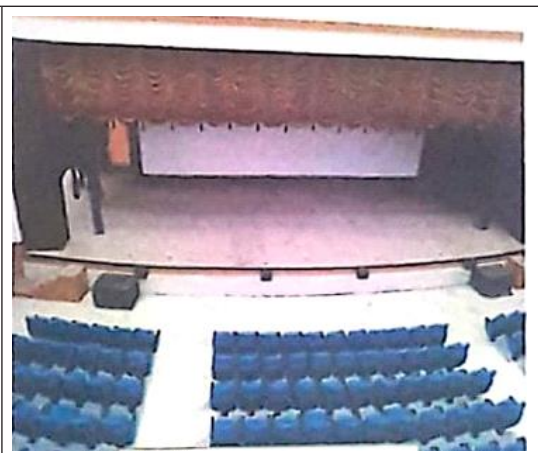
সারণী 4.7: প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণে ব্যয়ের বিবরণ (কোটি টাকায়)

সংস্থা	কাজের প্রকৃতি	কাজের সময়কাল	করা কাজের মূল্য
অ্যাপটেক মেশিনারি	প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ	মার্চ 2015 থেকে মার্চ 2018	3.31
দীপ	প্রেক্ষাগৃহের অবশিষ্ট কাজ	মার্চ 2018 থেকে অক্টোবর 2019	2.18
শঙ্কর ফার্নিচার	প্রেক্ষাগৃহে চেয়ার সরবরাহ ও ফিটিং করা	মার্চ 2018 থেকে মে 2020	0.46
দীপ	সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ সহ অভ্যন্তরীণ অবশিষ্ট কাজ, প্লিস্ত্র সুরক্ষা এবং সারফেস ড্রেন এবং সার্ভিস রোড	মার্চ 2019 থেকে ডিসেম্বর 2019	2.39
মোট			8.34

ইতিমধ্যে প্রকল্পের বৈদ্যুতিক কাজের জন্য 3.14 কোটি টাকা প্রশাসনিক অনুমোদন পি ডব্লিউ ডি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল (ডিসেম্বর 2016)। বৈদ্যুতিক বিভাগ, পূর্ব মেদিনীপুর (পি ডব্লিউ ডি) প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য মোট 3.02 কোটি টাকা²¹⁸ ব্যয় করেছে।



চিত্র 4.24: সংস্কারের পরে প্রেক্ষাগৃহের বাইরের দৃশ্য



চিত্র 4.25: প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরের দৃশ্য

²¹⁷ দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু উদ্যান নির্মাণ করা হবে।

²¹⁸ 1.94 কোটি টাকা (2019-20) + 0.80 কোটি টাকা (2020-21) + 0.29 কোটি টাকা (2021-22)।

সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজ শেষ হওয়ার পরপরই, তীব্র ঝড় ‘আফান’ (মে 2020) এর কারণে, প্রেক্ষাগৃহের জন্য 0.53 কোটি টাকা²¹⁹ ব্যয়ে জরুরি মেরামতের কাজ (সেপ্টেম্বর 2020) সহ অন্যান্য অবশিষ্ট কাজও²²⁰ হাতে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, দপ্তর দ্বারা প্রকল্পটিতে মোট 11.89 কোটি টাকা²²¹ ব্যয় হয়েছে নভেম্বর 2020 পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (আগস্ট 2023) যে, মে 2020-এ প্রেক্ষাগৃহের কাজ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, শিশু উদ্যান, সামনের সীমানা প্রাচীর এবং প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ দ্বারের কাজ হাতে নেওয়া হয়নি। এছাড়া, প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার কাজ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে (নভেম্বর 2020) সাড়ে চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও পি ডব্লিউ ডি এটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেনি। ফলে প্রেক্ষাগৃহ কমপ্লেক্সের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যেমন ঝাড়ু দেওয়া, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন ইত্যাদি কাজ করা হয়নি। এছাড়াও, প্রেক্ষাগৃহটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর থেকে সাড়ে চার বছরে মাত্র দুটি অনুষ্ঠানে²²² পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক (ডি এম) দ্বারা প্রেক্ষাগৃহটি ব্যবহার করা হয়েছিল।



চিত্র 4.26: পুরানো টিনের পাত এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি প্রেক্ষাগৃহের অস্থায়ী সীমানা প্রাচীর জরাজীর্ণ অবস্থায়

প্রকল্প রূপায়ণে দপ্তরের পক্ষ থেকে দুর্বল পরিকল্পনার নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি নিরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা হয়:

- দপ্তরটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিয়েই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। পুনরুদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার পরে বিভাগ দ্বারা এই বিষয়টি উত্থাপন (নভেম্বর 2021) করা সত্ত্বেও প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরেও দপ্তর সম্পত্তি হস্তান্তর ও পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত করতে পারেনি।
- নিচু জমির কারণে, কাঠামোগত নকশা পরিবর্তন করতে হয়েছিল এবং এটি দপ্তরকে বালি ভরাট, মাটি কাটা, কংক্রিটিং, শাটারিং এবং দৃঢ়করণ ইত্যাদির পরিপূরক কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। এছাড়াও, সাব-স্টেশন নির্মাণ, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির মতো আরও কয়েকটি কাজে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। সুতরাং, প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় দপ্তর শিশু উদ্যান, সামনের সীমানা প্রাচীর ও প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ দ্বারের কাজ হাতে নিতে পারেনি।

²¹⁹ 0.11 কোটি টাকা (জরুরি মেরামতের কাজ) + 0.42 কোটি টাকা (অবশিষ্ট কাজ)।

²²⁰ সার্ভিস রোড ও অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল (এ সি পি) নির্মাণের কাজ।

²²¹ 8.34 কোটি টাকা (প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ), 3.02 কোটি টাকা (বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন) এবং পুনরুদ্ধার কাজ ও অবশিষ্ট কাজের জন্য 0.53 কোটি টাকা।

²²² 21.02.2023 এবং 04.05.2023 তারিখে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (জানুয়ারী 2024) যে, তহবিলের অভাবে প্রেক্ষাগৃহ কমপ্লেক্সের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়নি এবং হস্তান্তরের পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা এগুলি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়টি হল প্রেক্ষাগৃহটি কোনও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই নভেম্বর 2020 থেকে সাড়ে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে যা স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে সম্পদের অবনতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে।

সুতরাং, দপ্তর দুর্বল পরিকল্পনার কারণে প্রেক্ষাগৃহের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছিল, ফলস্বরূপ 11.89 কোটি টাকার নিষ্ফল ব্যয় হয়।

পরিবহন ও পূর্ত দপ্তর

4.13 হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে অ-ফলপ্রসূ ব্যয়

মালদা বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য পরিবহন দপ্তরের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং অলাভজনক স্থানে সংস্কারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে 15.27 কোটি টাকার অ-ফলপ্রসূ ব্যয় হয়

মালদা জেলা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার এবং রাজ্যটিকে ভারতের উত্তর-পূর্বের সাথে সংযুক্ত করে।

ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এ এ আই), ভারত সরকার (জি ও আই)-এর মালদায় একটি অকার্যকর বিমানবন্দর ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি) মালদা বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য এ এ আই-কে অনুরোধ করেছিল (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 2015)। এ এ আই প্রাথমিক 30 বছরের জন্য 1 টাকা নামমাত্র ব্যয়ে এই অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছিল। পরিবহন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি এবং এ এ আই-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (মৌ) হয়েছিল (জুন 2016)। মৌ অনুযায়ী, জি ও ডব্লিউ বি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দায়ী:

- ছোট আকারের বিমান এবং হেলিকপ্টার পরিষেবা পরিচালনার জন্য বর্তমান রানওয়ে, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির উন্নয়ন।
- বিমানবন্দরের উন্নয়ন এবং এর সুরক্ষায় বাধা সৃষ্টিকারী রাস্তা, এইচ টি/এল টি²²³ বিদ্যুৎ লাইন এবং অন্যান্য কাঠামো স্থানান্তরনের খরচ বহন।

যদিও মালদা বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিবহন দপ্তর²²⁴, পশ্চিমবঙ্গের উপর বর্তায়, তবুও “মালদা জেলা (ডব্লিউ বি)-এর মালদা বিমানবন্দরের আপগ্রেডেশন”²²⁵-এর কাজটি পূর্ত দপ্তর আনুমানিক 16.80 কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করেছিল (মে 2017)। বিমানবন্দরের উন্নয়নের ব্যয় পি ডব্লিউ ডি-এর বাজেট থেকে মেটাতে হবে। যদিও বিদ্যমান রানওয়েটি পূর্ত দপ্তরের এজিয়ারভুক্ত ছিল না এবং পরিবহন দপ্তর কর্তৃক কাজটিও তাদের দেওয়া হয়নি তা সত্ত্বেও পূর্ত দপ্তরের যুগ্ম সচিব এই কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেন।

পি ডব্লিউ ডি 57.50 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) প্রস্তুত সহ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ করার জন্য একজন পরামর্শদাতাকে²²⁶ নিযুক্ত করেছিল (আগস্ট 2016)। বিদ্যমান রানওয়ের উন্নীতকরণের কাজ সেপ্টেম্বর 2017-এ শুরু হয়েছিল এবং 15.27 কোটি

²²³ এইচ টি (হাই-টেনশন) লাইনগুলি উচ্চতর ভোল্টেজ বহন করে, সাধারণত 11 কেভি এবং তার উপরে, এবং দীর্ঘ দূরত্বে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এল টি (লো-টেনশন) লাইনগুলি কম ভোল্টেজ বহন করে, সাধারণত 1.1 কেভি পর্যন্ত, এবং স্থানীয় বাড়ি এবং ভবনগুলিতে প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

²²⁴ পরিবহন দপ্তর এই মৌ স্বাক্ষর করেছে।

²²⁵ বর্তমান রানওয়ে, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদির মানোন্নয়ন।

²²⁶ মেসার্স রাইটস লিমিটেড (ভারত সরকারের একটি সংস্থা)।

টাকা ব্যয়ে মার্চ 2023-এ শেষ হয়েছিল। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে পি ডব্লিউ ডি-এর মালদা বিভাগের নির্বাহী বাস্তবকার (মার্চ 2024) জানান যে, মালদা বিমানবন্দরের রানওয়েটি পি ডব্লিউ ডি-এর এখতিয়ারের মধ্যে না থাকলেও তারা রানওয়েটি নির্মাণ করেছে কারণ প্রশাসনিক অনুমোদন পি ডব্লিউ ডি দ্বারা দেওয়া হয়েছিল এবং বিমানবন্দরটি চালু করার জন্য বাকি কাজটি পরিবহন দপ্তর সম্পন্ন করবে।

যদিও, 15.27 কোটি টাকা খরচ করার পরেও বিমানবন্দরটি চালু করা যায়নি।

নিরীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে:

- এ এ আই জানায় (মার্চ 2010) যে মালদায় বিদ্যমান স্থানে একটি কার্যকরী বিমানবন্দরের বিকাশের সম্ভাবনা কার্যত অসম্ভব ছিল কারণ উঁচু ভবন, হাই-টেনশন বৈদ্যুতিক তারের এবং একটি রেলওয়ে ট্রাকের অবস্থান রানওয়ের উপযোগী দৈর্ঘ্যকে প্রায় 1,000 ফুটে সীমাবদ্ধ করে (যা এমনকি ছোট বিমানের ব্যবহারের জন্যও অপরিপূর্ণ ছিল)। 30 জুন 2008-এ অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি²²⁷ অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির বিধান লঙ্ঘন করে যে কোনও বিল্ডিং, টাওয়ার, চিমনি নির্মান/স্থাপিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।
- এ এ আই স্পষ্ট জানিয়েছিল যে, 1.00 কিলোমিটারের মধ্যে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ট্রাক থাকার কারণে মালদার বিদ্যমান স্থান থেকে বিমান পরিষেবা সম্ভব হবে না। পি ডব্লিউ ডি পরিবহন দপ্তরকে জানায় (ডিসেম্বর 2017) যে শিয়ালদহ-মালদা-নিউ জলপাইগুড়ি রেলপথটি বিদ্যমান রানওয়ের ঠিক পিছন (1.00 কিলোমিটারের মধ্যে) দিয়ে গেছে এবং এই বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ চেয়েছে। তবে পরিবহন দপ্তর এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
- জেলা শাসক (মালদা) পরিবহন দপ্তরকে জানিয়েছিলেন (মে 2010) যে বিদ্যমান বিমানবন্দরটি চালু করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপের প্রয়োজন:
 - ❖ 14 টি উঁচু-ভবনের উচ্চতা সর্বনিম্ন 0.355 মিটার থেকে সর্বোচ্চ 8.110 মিটার করতে হবে।
 - ❖ একটি হাই-টেনশন বৈদ্যুতিক টাওয়ারের উচ্চতা 6.873 মিটার এবং একটি টেলিফোন টাওয়ারের উচ্চতা 9.812 মিটার হ্রাস করতে হবে।
 - ❖ ঘোড়াপীর বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন যা তিনটি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছিল তা স্থানান্তরিত করতে হবে যার ফলে এই তিনটি জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি ব্যাহত হবে।
- মালদা ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (পরিবহন), জি ও ডব্লিউ বি-কে জানিয়েছিলেন (জুন 2011) যে, নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য একটি বিকল্প স্থানের সন্ধান করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, একটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য একটি সম্মিলিত দল²²⁸ একটি বিকল্প সাইট (নলডুবি) চিহ্নিত করেছে। জাতীয় মহাসড়ক, প্রস্তাবিত বাইপাস এবং রপ্তানি কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকায় এই স্থানটি সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল। এ এ আই, মালদার নলডুবিতে একটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিল (সেপ্টেম্বর 2011)।

পি ডব্লিউ ডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (মার্চ 2024) লক্ষ্য করা যায় যে, সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন বৈদ্যুতিক রেল ট্রাকের জন্য 15.27 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এবং আপগ্রেডেড রানওয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে আছে।

²²⁷ এস.ও 1589 ই, তারিখ 30 জুন 2008।

²²⁸ আঞ্চলিক নির্বাহী পরিচালক (এ এ আই), জেনারেল ম্যানেজার (এ এ আই), জেলা শাসক, মালদা, ইংলিশ বাজার পৌরসভার সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত।

	
চিত্র 4.27: রানওয়ে অকার্যকর হয়ে রয়েছে	চিত্র 4.28: সীমানা প্রাচীরের ঠিক পিছনে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ট্রাক

বর্তমান স্থানের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও এবং বিমানবন্দরের জন্য একটি বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করা হলেও, পরিবহন দপ্তর বিদ্যমান মালদা বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও ব্যবহারের জন্য মৌ স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও, রেললাইন/বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থানান্তরিত করার জন্য পরিবহন দপ্তর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। বিমানবন্দরটি চালু করার ক্ষেত্রে বাধা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পি ডব্লিউ ডি-ও আপগ্রেডেশন কাজ চালিয়ে গেছে।

অতএব, মালদা জেলায় একটি কার্যকরী বিমানবন্দর বিকাশের উদ্দেশ্যে আট বছর পরেও অর্জন করা যায়নি যার ফলে 15.27 কোটি টাকা ব্যয় অ-ফলপ্রসূ হয়েছে। এছাড়াও, অদূর ভবিষ্যতে এই বিমানবন্দরটি চালু হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম ছিল যেহেতু চালু থাকা রেলওয়ে ট্রাক এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থানান্তরন সম্ভব ছিল না। দপ্তর কোনও উত্তর দেয়নি (মার্চ 2025)।



কোলকাতা

17 মার্চ, 2026

(মনীশ কুমার)

প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II)
পশ্চিমবঙ্গ

প্রতিস্বাক্ষরিত



নতুন দিল্লী

19 মার্চ, 2026

(কে. সঞ্জয় মূর্তি)

ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-1.1

(অনুচ্ছেদ 1.1 দ্রষ্টব্য)

31 মার্চ 2025 পর্যন্ত দপ্তরগুলির তালিকার বিবরণ
{পি এ জি (নিরীক্ষা-II) পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের নিরীক্ষা অধিক্ষেত্রের অধীনে}

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম
1.	কৃষি
2.	কৃষি বিপণন
3.	প্রাণী সম্পদ বিকাশ
4.	উপভোক্তা বিষয়ক
5.	সমবায়
6.	পরিবেশ
7.	মৎস্য
8.	খাদ্য ও সরবরাহ
9.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন
10.	বন
11.	শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ
12.	তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক
13.	তথ্য প্রযুক্তি এবং যন্ত্রাংশ
14.	সেচ ও জলপথ
15.	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র
16.	অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস
17.	বিদ্যুৎ
18.	জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন
19.	জন স্বাস্থ্য কারিগরি
20.	পূর্ত
21.	বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি
22.	পর্যটন
23.	পরিবহন
24.	জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

পরিশিষ্ট-1.2

(অনুচ্ছেদ 1.2 দ্রষ্টব্য)

31 মার্চ 2025 পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তালিকা
{পি এ জি (নিরীক্ষা-II) পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের নিরীক্ষা অধিক্ষেত্রের অধীনে}

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নাম
1	কৃষি	(i) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জলাশয় উন্নয়ন সংস্থা
2	কৃষি বিপণন	(ii) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদ
3	প্রাণী সম্পদ	(iii) পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
		(iv) পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা পর্ষদ
		(v) পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা
		(vi) বৃহত্তর কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প
		(vii) কৃষ্ণনগর দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প
		(viii) বর্ধমান দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প
		(ix) দুর্গাপুর দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প
4	পরিবেশ	(x) পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
		(xi) ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আই ই এস ডব্লিউ এম)
		(xii) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
		(xiii) পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ
5.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন	(xiv) সিনকোনা ও অন্যান্য ঔষধি উদ্ভিদ, অধিকার
6.	খাদ্য ও সরবরাহ	(xv) খাদ্যশস্য ইউনিটের জন বিতরণ ব্যবস্থা
7.	বন	(xvi) ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (ক্যাম্পা)
		(xvii) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা (ডব্লিউ বি এস এফ ডি এ)
		(xviii) পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের পরিচালক
8.	শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ	(xix) ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (সংখ্যা 22)
9.	তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক	(xx) পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য কমিশন
		(xxi) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী
		(xxii) লোক ও উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
		(xxiii) রূপকলা কেন্দ্র
		(xxiv) মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র
		(xxv) শিশু কিশোর একাডেমী
		(xxvi) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পূর্ব ভারত
10.	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র	(xxvii) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রপ্তানি উন্নয়ন সমিতি (ডব্লিউ বি এস ই পি এস)
		(xxviii) পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি)

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তর	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির নাম
11.	অপ্রচলিত এবং পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তির উৎস	(xxix) পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা
12.	বিদ্যুৎ	(xxx) পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক আয়োগ (ডব্লিউ বি ই আর সি)*
13.	জনস্বাস্থ্য কারিগরি	(xxxi) রাজ্য জল ও স্বচ্ছতা মিশন
14.	পূর্ত	(xxxii) কমিশনার ফর রবীন্দ্র সেতু (xxxiii) হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার
15.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি	(xxxiv) ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
16.	পর্যটন	(xxxv) রাজ্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর (পূর্বে ছিল ফুড অ্যান্ড ক্রাফ্ট ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর) (xxxvi) খাদ্য এবং কারশিল্প প্রতিষ্ঠান, দার্জিলিং

*এটি একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ।

পরিশিষ্ট-1.3

(অনুচ্ছেদ 1.5 দ্রষ্টব্য)

বিধানভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের বিবরণ

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বছর	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংখ্যা	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের শিরোনাম	সরকারের কাছে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ	রাজ্য বিধানসভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশের তারিখ	বিধানসভায় পেশ করতে সময় লেগেছে
2018-19	2021-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 2	আর্থিক ক্ষেত্র, রাজস্ব ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নিরীক্ষা প্রতিবেদন 31 মার্চ 2019 সমাপ্ত বছরের জন্য	06 মে 2021	25 মার্চ 2022	10 মাস
2019-20	2021-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 4	ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2020-এ সমাপ্ত বছরের জন্য	15 ডিসেম্বর 2021	25 মার্চ 2022	3 মাস
2020-21	2022-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 3	ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2021-এ সমাপ্ত বছরের জন্য	11 জানুয়ারী 2023	এখনও পেশ করা হয়নি	-
2021-22	2023-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 2	ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য	02 মে 2023	এখনও পেশ করা হয়নি	-
	2024-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 1	ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য	30 এপ্রিল 2024	এখনও পেশ করা হয়নি	-
2022-23	2025-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 3	জল দূষণ প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা বিষয়ে ভারতের মহাহিসাব- নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা প্রতিবেদন	08 মে 2025	এখনও পেশ করা হয়নি	-

পরিশিষ্ট-1.4
(অনুচ্ছেদ 1.5 দ্রষ্টব্য)

31 মার্চ 2025 পর্যন্ত নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ/পি এ/এস এস সি এ-এর অমীমাংসিত উত্তরগুলি

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম	বছরের পর বছর ধরে প্রতিবেদনে থাকা অনুচ্ছেদ / উপ-অনুচ্ছেদ / পর্যায়োক্তার সংখ্যা											
		2006-07 থেকে 2016-17 পর্যন্ত			2017-18			2018-19			2019-20		
		অনুচ্ছেদ	উপ- অনুচ্ছেদ	পর্যায়োক্তা	অনুচ্ছেদ	উপ- অনুচ্ছেদ	পর্যায়োক্তা	অনুচ্ছেদ	উপ- অনুচ্ছেদ	পর্যায়োক্তা	অনুচ্ছেদ	উপ- অনুচ্ছেদ	পর্যায়োক্তা
1.	কৃষি	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-
2.	প্রাণী সম্পদ দপ্তর	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
3.	সমবায়	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
4.	শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
5.	তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী	04	-	-	-	-	-	-	-	-	04	-	-
6.	সেচ ও জলপথ	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-
7.	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
8.	অগ্রচলিত এবং পুনর্নির্ধারণযোগ্য শক্তির উৎস	03	-	01	-	-	-	-	-	-	03	-	01
9.	জন স্বাস্থ্য কারিগরি	04	-	01	-	-	-	-	-	-	04	-	01
10.	পুর্ন	10	01	01	-	-	-	-	-	-	10	01	01
11.	পরিবহন	99	04	08	02	06	-	01	05	-	102	15	08
12.	জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
	মোট	125	05	12	02	06	-	01	05	-	130	16	12

পরিশিষ্ট-1.5

(অনুচ্ছেদ 1.5 দ্রষ্টব্য)

31 মার্চ 2025 পর্যন্ত দপ্তর ভিত্তিক বকেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অনুচ্ছেদের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	দপ্তরের নাম	31 মার্চ 2025 পর্যন্ত বকেয়া আই আর/অনুচ্ছেদের সংখ্যা	
		আই আর	অনুচ্ছেদ
1.	কৃষি	82	298
2.	কৃষি বিপণন	22	61
3.	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	22	79
4.	উপভোক্তা বিষয়ক	05	13
5.	সমবায়	49	186
6.	পরিবেশ	19	76
7.	মৎস্য	14	53
8.	খাদ্য ও সরবরাহ	91	340
9.	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন	19	65
10.	বন	57	186
11.	শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ	30	200
12.	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক	29	123
13.	তথ্য প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ	00	00
14.	সেচ ও জলপথ	87	329
15.	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র শিল্প	36	299
16.	অপ্রচলিত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস	01	09
17.	বিদ্যুৎ	38	196
18.	জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন	04	25
19.	জন স্বাস্থ্য কারিগরি	42	113
20.	পূর্ত	44	202
21.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি	07	35
22.	পর্যটন	03	7
23.	পরিবহন	36	236
24.	জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন	49	190
মোট		786	3,321

পরিশিষ্ট-1.6

(অনুচ্ছেদ 1.6 দ্রষ্টব্য)

31 মার্চ 2025 পর্যন্ত বিধানসভায় পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম	বিধানসভায় উপস্থাপিত এস এ আর-এর বছর	যে সব বছরের এস এ আর গুলি বিধান ভায় উপস্থাপন করা হয়নি	
			এস এ আর-এর বছর	সরকারকে প্রেরণের তারিখ
1.	কমিশনার ফর রবীন্দ্র সেতু (সিআরএস)	2008-09	2009-10	-
			2010-11	10.02.2012
			2011-12	14.02.2013
			2012-13	15.07.2014
			2013-14	20.02.2015
			2014-15	05.02.2016
			2015-16	17.05.2017
			2016-17	14.08.2018
			2017-18	02.07.2019
			2018-19	
			2019-20	04.05.2021
			2020-21	17.06.2021
			2021-22	31.10.2022
			2022-23	01.12.2023
			2023-24	20.09.2024
2.	হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার (এইচ আর বি সি)	2020-21	2021-22	21.02.2023
			2022-23	27.03.2024
3.	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়	2013-14	2014-15	24.11.2022
			2015-16	23.11.2023
			2016-17	
			2017-18	06.12.2023
			2018-19	
			2019-20	23.12.2024
			2020-21	
			2021-22	
4.	পশ্চিমবঙ্গ পশু চিকিৎসা পর্যদ (ডব্লিউ বি ভি সি)	এখনও উপস্থাপন করা হয়নি	1999-2000	14.01.2016
			2000-01	
			2001-02	
			2002-03	
			2003-04	
			2004-05	

ক্রমিক সংখ্যা	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম	বিধানসভায় উপস্থাপিত এস এ আর-এর বছর	যে সব বছরের এস এ আর গুলি বিধান ভায় উপস্থাপন করা হয়নি	
			এস এ আর-এর বছর	সরকারকে প্রেরণের তারিখ
			2005-06	
			2006-07	
			2007-08	
			2008-09	
			2009-10	
			2010-11	
			2011-12	
			2012-13	
			2013-14	
			2014-15	
			2015-16	21.06.2017
			2016-17	07.06.2018
			2017-18	29.05.2020
			2018-19	18.01.2022
			2019-20	
			2020-21	11.09.2023
			2021-22	
			2022-23	26.12.2023
			2023-24	19.03.2025
5.	ওয়েস্টবেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন (ডব্লিউ বি এইচ সি)	এখনও উপস্থাপন করা হয়নি	2008-09	26.08.2011
			2009-10	18.11.2011
			2010-11	27.06.2012
			2011-12	13.04.2014
			2012-13	
			2013-14	
			2014-15	
			2015-16	
			2016-17	10.04.2019
			2017-18	
			2018-19	19.06.2023
			2019-20	
			2020-21	

ক্রমিক সংখ্যা	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম	বিধানসভায় উপস্থাপিত এস এ আর-এর বছর	যে সব বছরের এস এ আর গুলি বিধান ভায় উপস্থাপন করা হয়নি	
			এস এ আর-এর বছর	সরকারকে প্রেরণের তারিখ
6.	পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি)	2015-16	2016-17	22.10.2021
			2017-18	03.11.2021
			2018-19	
			2019-20	28.12.2022
			2020-21	19.01.2024
			2021-22	30.01.2024
			2022-23	08.08.2024
7.	পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (ডব্লিউ বি বি বি)	2016-17	2017-18	15.09.2022
			2018-19	
			2019-20	10.02.2023
8.	পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ই কে ডব্লিউ এম এ)	2018-19	2019-20	26.12.2024
			2020-21	
			2021-22	
9.	পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশন (ডব্লিউ বি ই আর সি)*	2022-23	2023-24	16.10.2024

*এটি একটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ।

পরিশিষ্ট-2.1
(অনুচ্ছেদ 2.8.1.2 দ্রষ্টব্য)

পশু হাসপাতালগুলিতে অপরিপাক্যভাবে সরবরাহ করা ওষুধ এবং ব্যবহার্য সামগ্রীর তালিকা

পলিক্লিনিক		
ক্রমিক সংখ্যা	হাসপাতালের নাম	ওষুধের নাম
1	বহরমপুর পলিক্লিনিক	স্যালাইন, অ্যানাস্থেসিয়া, ক্ষত নিরাময় স্প্রে, সেলাই উপকরণ, কাশির সিরাপ, চোখ এবং কানের জন্য ড্রপ, প্লাস্টারিং উপকরণ, ইনফ্যান্ট স্যালাইন সেট, অক্সিজেন সেট এবং আনুষঙ্গিক
2.	শিলিগুড়ি পলিক্লিনিক	ড্রেসিং অয়েল, ড্রেসিংয়ের জন্য অ্যান্টি-সেপটিক দ্রবণ, ইনফিউশন উপাদান যেমন এন এস, ডি এন এস, আর এল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বোরো গ্লুকোনেট, আই/ভি ইনজেকশনের এর জন্য বি কমপ্লেক্স
3.	বীরভূম পলিক্লিনিক	স্যালাইন, অ্যান্টি-ব্যাবিজ ভ্যাকসিন, গর্ভবতী গরুর জন্য তরল ক্যালসিয়াম, ইকটো-প্যারাসাইটিসাইড, বিড়াল ও কুকুরের জন্য ভিটামিন, হেমাটোনিক, অ্যান্টি-ইনফেস্টেশন ওষুধ, ড্রেসিং সলিউশন, ইন্ট্রা ইউটেরাইন ওয়াশিং লিকুইড, গ্লাভস এবং জীবাণুমুক্ত গজ
রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র		
ক্রমিক সংখ্যা	হাসপাতালের নাম	ওষুধের নাম
1	এস এ এইচ সি রামপুরহাট	স্যালাইন, ক্যালসিয়াম পরিপূরক, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, ইকটো-প্যারাসাইটিসাইড, এন এস, ডি এন এস, আর এল এবং ডি এস
2	এস এ এইচ সি পশ্চিম মেদিনীপুর	স্যালাইন, অ্যান্টি-ভমিটিং, অ্যানাস্থেসিয়া, এন এস, ডি এন এস, আর এল, ডি এস, পোভিডোন এবং আয়োডিন
3	এস এ এইচ সি বিধাননগর	স্যালাইন, ইকটো-প্যারাসাইটিসাইড, অ্যান্টি-থ্রোটোজোয়াল, অ্যান্টি-ভমিটিং, অ্যানাস্থেসিয়া, এন এস, ডি এন এস, আর এল এবং ডি এস
4	এসএএইচসি জলপাইগুড়ি	স্যালাইন, ক্যালসিয়াম পরিপূরক, অ্যানাস্থেসিয়া, অর্থো-ব্যান্ডেজ, এন এস, ডি এন এস, আর এল, ডি এস এবং হেমোস্ট্যাটিক ইনজেকশন
5	এস এ এইচ সি দুর্গাপুর	স্যালাইন, ইকটো-প্যারাসাইটিসাইড
6	এস এ এইচ সি নবদ্বীপ	স্যালাইন, ইকটো-প্যারাসাইটিসাইড, পোভিডোন এবং আয়োডিন
7	এস এ এইচ সি লালবাগ	স্যালাইন, ক্যালসিয়াম পরিপূরক, অ্যানাস্থেসিয়া, ড্রেসিং অয়েল, পোভিডোন, আয়োডিন, কাশির সিরাপ, কান এবং চোখের ড্রপ
8	এস এ এইচ সি রায়গঞ্জ	স্যালাইন, ক্যালসিয়াম পরিপূরক, অ্যানাস্থেসিয়া, সেলাই সুই-বাঁকা এবং সোজা (ক্ষত সেলাই করার জন্য), এন এস, ডি এন এস, আর এল, ডি এস, ড্রেসিং অয়েল, স্প্রে, পোভিডোন, আয়োডিন, কাশির সিরাপ, কান এবং চোখের ড্রপ, হেমোস্ট্যাটিক ইনজেকশন, অ্যাক্টোপাইন সালফেট, ডেরিফিলিন এবং ইনজেকশন ডেক্সামেথাজোন
ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র		
ক্রমিক সংখ্যা	ওষুধের নাম	হাসপাতালের নাম
1	সাধারণ স্যালাইন (এন এস), ডেক্সট্রোজ স্যালাইন (ডি এন এস), রিসার ল্যাকটেট (আর এল), ক্যালসিয়াম ইনজেকশন, ম্যাগনেসিয়াম, বোরো গ্লুকোনেট এবং কার্বোগ্লুকোনেট	23 টি বি এ এইচ সি-এর সবকটিতেই কেশপুর, দাশপুর-II ও ডেবরা (পশ্চিম মেদিনীপুর), সুরি-II, মহম্মদ বাজার ও নলহাটি-I (বীরভূম), ধুপগুড়ি, রাজগঞ্জ ও মাটিয়ালি (জলপাইগুড়ি), খারিবাড়ি ও মাটিগারা (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ), কান্ধসা, জামুরিয়া ও রানিগঞ্জ (পশ্চিম বর্ধমান), কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগড় ও নবদ্বীপ (নদীয়া), রঘুনাথগঞ্জ-I, বেলডাঙ্গা-II এবং হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)

2	অ্যানাস্কেটিকস	ডেবরা, কেশপুর ও দাসপুর-II (পশ্চিম মেদনীপুর), ধুপগুড়ি, রাজগঞ্জ ও মাটিয়ালি (জলপাইগুড়ি), রায়গঞ্জ, ইটাহার ও চোপড়া (উত্তর দিনাজপুর), হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা-II এবং রঘুনাথগঞ্জ-I (মুর্শিদাবাদ)
3	প্লাস্টার অব প্যারিস	হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), কাঁকসা এবং জামুরিয়া (পশ্চিম বর্ধমান)
4	পোভিডোন আয়োডিন	হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা-II এবং রঘুনাথগঞ্জ-I (মুর্শিদাবাদ), রায়গঞ্জ, ইটাহার ও চোপড়া (উত্তর দিনাজপুর), নবদ্বীপ, কালীগঞ্জ (নাদিয়া), কাক্সসা (পশ্চিম বর্ধমান)
5	চোখ ও কানের ড্রপ	হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা-II এবং রঘুনাথগঞ্জ-I (মুর্শিদাবাদ), রায়গঞ্জ, ইটাহার ও চোপড়া (উত্তর দিনাজপুর)
6	ড্রেসিং তেল	নবদ্বীপ (নদীয়া), রঘুনাথগঞ্জ-I, বেলডাঙ্গা-II ও হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), নলহাটি-I, মহম্মদ বাজার, সুরি-II (বীরভূম), খারিবাড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পর্যদ), মাটিয়ালি, কেশপুর (পশ্চিম মেদনীপুর), রাজগঞ্জ (জলপাইগুড়ি)
7	অ্যান্টিস্পাসমোডিক ওষুধ	বেলডাঙ্গা-II এবং হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)
8	ইন্টোপ্যারাসিটিক ড্রাগস	কৃষ্ণনগর-I (নদীয়া)
9	টিটেনাস টক্সয়েড	রঘুনাথগঞ্জ-I, বেলডাঙ্গা-II এবং হরিহরপাড়া (মুর্শিদাবাদ), চোপড়া, ইটাহার ও রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর)
অতিরিক্ত ব্লক পণ্ড স্বাস্থ্য কেন্দ্র		
ক্রমিক সংখ্যা	ওষুধের নাম	হাসপাতালের নাম
1	এন এস, ডি এন এস, আর এল, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, বোরো গ্লুকোনেট,	19 টি এ বি এ এইচ সি-এর সবকটিতেই বার্লা ও দেউচা (বীরভূম), পঞ্চগেরিয়া, সোনাখালী ও নেরাদেউল (পশ্চিম মেদনীপুর), ফানসিদেওয়া ও শালবাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমা পর্যদ, গাইরকাটা, মাতেল্লি ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি), কুলদিহা (পশ্চিম বর্ধমান), বামনপুকুর, বারাইতনা ও দিগনগর (নদীয়া), বারালা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর এবং রামপুর (উত্তর দিনাজপুর)।
2	ড্রেসিং তেল	বারালা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর , দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর), দেউচা (বীরভূম), পাঁচগেরিয়া , নেরাদেউল ও সোনাখালী (পশ্চিম মেদনীপুর), ফাঁসিদেওয়ার এবং শালবাড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা পর্যদ), গাইরকাটা, শিকারপুর ও মাতেলী (জলপাইগুড়ি)
3	অ্যান্টি-প্রোটোজোয়াল	বার্লা (বীরভূম)
4	অ্যান্টি-ভেনম/অ্যাক্ট্রোপাইন সালফেট	বার্লা (বীরভূম), দিগনগর (নদীয়া), বারালা, চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর এবং রামপুর (উত্তর দিনাজপুর)
5	অ্যানেস্কেটিক	বারালা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর , দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর), মাতেলি ও শিকারপুর (জলপাইগুড়ি)
6	টিটেনাস টক্সয়েড	বারালা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ), দুর্গাপুর, সোনাপুর এবং রামপুর (উত্তর দিনাজপুর)
7	চোখ ও কানের ড্রপ	বার্লা (বীরভূম), বারালা ও চোয়া (মুর্শিদাবাদ) সোনাপুর, দুর্গাপুর ও রামপুর (উত্তর দিনাজপুর),
8	কাশির সিরাপ	বারালা (মুর্শিদাবাদ)
9	অ্যান্টি-স্পাসমোডিক ড্রাগ	চোয়া (মুর্শিদাবাদ), সোনাপুর, দুর্গাপুর এবং রামপুর (উত্তর দিনাজপুর),
10	প্লাস্টার অব প্যারিস	কুলদিহা (পশ্চিম বর্ধমান)

পরিশিষ্ট -2.2

(অনুচ্ছেদ 2.14.1 দ্রষ্টব্য)

শিলিগুড়ি পশুখাদ্য কারখানায় গড় উৎপাদন এবং অতিরিক্ত অর্থপ্রদান

বছর	2019-20	2020-21	2021-22	এপ্রিল 2022-অক্টোবর 2022	মোট
গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের দিন	297	309	322	140	1,068
গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন (কেজি-তে)	9,29,200	10,31,950	6,41,500	3,15,250	29,17,900
গড় উৎপাদন (কেজি-তে)					2,732.116
গড় উৎপাদন (মেট্রিক টন-এ)					2.732116
ভবিষ্যতে 2,732.116-এর 100% উৎপাদন বৃদ্ধি = 5464 কেজি (আনুমানিক: প্রতিদিন 5,500 কেজি উৎপাদন)					

মাস	বিল অনুযায়ী উৎপাদনের দিনের সংখ্যা	প্রকৃত উৎপাদন (কেজি-তে)	পরিমাণ (কেজি-তে) যার উপর অর্থ প্রদান করা হয়েছে {18000*x(বি)}	পরিমাণ যদি এম টি পি প্রতিদিন 5,500 ** কেজি হয় 5500 x (বি)	পার্থক্য (ডি) - (এফ) (কেজিতে)	প্রতি কেজি উৎপাদনের হার (টাকায়)	জি এস টি সহ অতিরিক্ত প্রদত্ত @ 18% (জি * এইচ * 1.18) টাকায়
(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)	(এফ)	(জি)	(এইচ)	(আই)
নভেম্বর -22	11	62,050	1,98,000	60,500	1,37,500	0.67	1,08,707.50
ডিসেম্বর -22	27	87,700	4,86,000	1,48,500	3,37,500	0.67	2,66,827.50
জানুয়ারী-23	25	79,850	4,50,000	1,37,500	3,12,500	0.67	2,47,062.50
ফেব্রুয়ারী-23	23	72,700	4,32,000	1,26,500	3,05,500	0.67	2,41,528.30
মার্চ-23	24	44,900	4,68,000	1,32,000	3,36,000	0.67	2,65,641.60
এপ্রিল-23	23	1,00,300	4,14,000	1,26,500	2,87,500	0.67	2,27,297.50
মে-23	25	67,600	4,68,000	1,37,500	3,30,500	0.67	2,61,293.30
জুন-23	22	62,600	4,50,000	1,21,000	3,29,000	0.67	2,60,107.40
জুলাই-23	25	67,250	4,68,000	1,37,500	3,30,500	0.67	2,61,293.30
আগস্ট -23	25	48,000	4,68,000	1,37,500	3,30,500	0.67	2,61,293.30
সেপ্টেম্বর-23	25	43,100	4,68,000	1,37,500	3,30,500	0.67	2,61,293.30
অক্টোবর-23	23	60,900	4,14,000	1,26,500	2,87,500	0.59	2,00,157.50
নভেম্বর -23	24	40,000	4,50,000	1,32,000	3,18,000	0.59	2,21,391.60
ডিসেম্বর-23	24	44,100	4,50,000	1,32,000	3,18,000	0.59	2,21,391.60
জানুয়ারী-24	26	3,760	4,68,000	1,43,000	3,25,000	0.59	2,26,265.00
ফেব্রুয়ারী-24	24	29,900	4,32,000	1,32,000	3,00,000	0.59	2,08,860.00
মোট	376	9,14,710	69,84,000	20,68,000	49,16,000		37,40,411.20

* ন্যূনতম উৎপাদনের লক্ষ্য

** নিরীক্ষা দ্বারা গৃহীত ন্যূনতম উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা;

পরিশিষ্ট-4.1
(অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 4.2)

ক. লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাকিং-এর জন্য অভিরিক্ত ব্যয় সহ সংস্থাপনিকে অর্থায়নিক সুবিধা প্রদান

ক্রমিক সংখ্যা	সমবায়ের নাম	প্রতি মেট্রিক টন ইম্পোর্ট সামগ্রীর ব্যয় (টাকায়)		ইম্পোর্টের প্রযোজ্য হার হ্রাস করে প্রতি মেট্রিক টন (টাকায়) (হার x 1.05)		প্রতি এম টি-তে ইম্পোর্টের মূল যুক্ত্য বোপ করা হয়েছে (হার x 1.05)		টিকাদানের মূল্য, কারিং ও লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাফিং সহ চূড়ান্ত ব্যয়		প্রতি মেট্রিক টনে যানের পার্কিং টাকায় (এম)	পরিমাণ এম টি-তে সম্পাদিত (এম)	অতিরিক্ত ব্যয় টাকায় (এম x এন)	12% জি এস টি সহ অতিরিক্ত ব্যয়	1% সেল সহ অতিরিক্ত ব্যয়	চূড়ান্ত শতাংশ (সি সি)	সি সি-এর পর অতিরিক্ত ব্যয়	
		বিবেচনা করা হয়েছে	বিবেচনা করা হবে	বিবেচনা করা হয়েছে	বিবেচনা করা হবে	বিবেচনা করা হয়েছে	বিবেচনা করা হবে										
1	গঙ্গারামপুর এ সি এম এস লিমিটেড	73,743.00	70,527.00	56,595.00	53,865.00	50,347.50	47,880.00	73,191.73	69,946.33	3,245.40	356.13	11,55,790.79	12,94,485.69	13,07,430.54	1.89	এর উপরে	13,32,140.98
2	কুমারি এ সি এম এস লিমিটেড	73,743.00	70,527.00	56,595.00	53,865.00	50,347.50	47,880.00	73,200.55	69,955.15	3,245.40	382.97	12,42,897.33	13,92,045.01	14,05,965.46	1.92	এর উপরে	14,32,960.00
3	কালিয়াগঞ্জ সি এম এস লিমিটেড	73,743.00	70,527.00	56,595.00	53,865.00	50,347.50	47,880.00	73,178.79	69,933.39	3,245.40	319.15	10,35,772.66	11,60,065.37	11,71,666.03	1.90	এর উপরে	11,93,927.68
4	বুনিয়াদপুর এস কে ইউ এস লিমিটেড	73,743.00	70,527.00	56,595.00	53,865.00	50,347.50	47,880.00	73,098.83	69,853.43	3,245.40	380.08	12,33,498.65	13,81,518.49	13,95,333.67	1.89	এর উপরে	14,21,705.48
5	জলপাইগুড়ি থানা এল/এস থাইডেট লিমিটেড	73,743.00	70,527.00	56,595.00	53,865.00	50,347.50	47,880.00	73,015.84	69,770.44	3,245.40	385.07	12,49,706.18	13,99,670.92	14,13,667.63	1.85	এর উপরে	14,39,820.48
6	ডাকাল দাহলা এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,560.91	67,280.86	3,280.05	418.44	13,72,507.40	15,37,208.29	15,52,580.37	1.95	এর উপরে	15,82,855.69
7	জয়পুর এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,440.52	67,160.47	3,280.05	346.40	11,36,219.16	12,72,565.46	12,85,291.11	1.50	এর উপরে	13,04,570.48
8	কৈথা এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,553.64	67,273.59	3,280.05	322.48	10,57,734.12	11,84,662.22	11,96,508.84	1.89	এর উপরে	12,19,122.86
9	চারকোলা রামদিহা অগ্নিকোট্টা গ্রামসভা এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,478.89	67,198.84	3,280.05	379.02	12,43,197.99	13,92,381.75	14,06,305.57	1.98	এর উপরে	14,34,150.42
10	বানিবন জগদীশপুর এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,293.87	67,013.82	3,280.05	388.40	12,73,964.86	14,26,840.64	14,41,109.05	1.90	এর উপরে	14,68,490.12
11	পত্রসায়র টি সি এম এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,502.70	67,222.65	3,280.05	419.30	13,75,331.53	15,40,371.31	15,55,775.02	2.20	এর উপরে	15,90,002.07
12	রামনার বুক I এবং II সি এ এম এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,527.18	67,247.13	3,280.05	381.56	12,51,522.76	14,01,705.49	14,15,722.54	2.50	এর উপরে	14,51,115.61
13	শ্যামনগর আঁচল এস কে ইউ এস লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,385.03	67,104.98	3,280.05	424.16	13,91,262.73	15,58,214.26	15,73,796.40	2.15	এর উপরে	16,07,633.02
14	জোনাল কো-অপারেটিভ রাইসমিল মাটিগরপাস কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	71,269.00	68,053.00	54,495.00	51,765.00	48,436.50	45,937.50	70,560.91	67,280.86	3,280.05	438.15	14,37,140.79	16,09,597.68	16,25,693.66	1.96	এর উপরে	16,57,557.25
																2,01,36,052.14	

খ. লোডিং, আনলোডিং এবং স্ট্যাঙ্কিং-এর জন্য অতিরিক্ত খরচের বিবরণ

সমবায়ের নাম	প্রতি মেট্রিক টন হারের পার্থক্য টাকায় (এম)	এম টি (এন)-তে সম্পাদিত পরিমাণ	এম এক্স এন-এ অতিরিক্ত ব্যয়	12% জি এস টি সহ অতিরিক্ত ব্যয়	অতিরিক্ত ব্যয় 1% সেস সহ	চুক্তিবদ্ধ শতাংশ (সি পি)	সি পি-এর পর অতিরিক্ত খরচ
গঙ্গারামপুর এ সি এম এস লিমিটেড	45.15	356.132	16,079.36	18,008.88	18,188.97	1.89-এর উপরে	18,532.74
কুশমন্ডি এ সি এম এস লিমিটেড	45.15	382.972	17,291.19	19,366.13	19,559.79	1.92-এর উপরে	19,935.34
কালিয়াগঞ্জ সি এ এম এস লিমিটেড	45.15	319.151	14,409.67	16,138.83	16,300.22	1.90-এর উপরে	16,609.92
বুনিয়াদপুর এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	380.076	17,160.43	19,219.68	19,411.88	1.89-এর উপরে	19,778.76
জলপাইগুড়ি থানা এল/এস প্রাঃ লিমিটেড	45.15	385.07	17,385.91	19,472.22	19,666.94	1.85-এর উপরে	20,030.78
ডাকাল দাহালা এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	418.441	18,892.61	21,159.72	21,371.32	1.95-এর উপরে	21,788.06
জয়পুর এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	346.403	15,640.10	17,516.91	17,692.08	1.50-এর উপরে	17,957.46
কৈথা এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	322.475	14,559.75	16,306.92	16,469.98	1.89-এর উপরে	16,781.27
চারকোলা রামদিহা এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	379.018	17,112.66	19,166.18	19,357.84	1.98-এর উপরে	19,741.13
ব্যানিবন এস কে ইউ এস লিমিটেড	45.15	388.398	17,536.17	19,640.51	19,836.92	1.90-এর উপরে	20,213.82
পত্রসায়ার টি সি এম এস লিমিটেড	45.15	419.302	18,931.49	21,203.26	21,415.30	2.20-এর উপরে	21,886.43
রামনগর সি এ এম এস লিমিটেড	45.15	381.556	17,227.25	19,294.52	19,487.47	2.50-এর উপরে	19,974.66
শ্যামনগর আঁচল	45.15	424.159	19,150.78	21,448.87	21,663.36	2.15-এর উপরে	22,129.12
জোনাল কো-অপারেটিভ	45.15	438.146	19,782.29	22,156.17	22,377.73	1.96-এর উপরে	22,816.33
							2,78,175.82

হার (139.00 - 96.00) X 1.05 = 45.15

পরিশিষ্ট-4.2

(অনুচ্ছেদ 4.6.3.1 দ্রষ্টব্য)

পরামর্শদাতাদের সুপারিশ করা সেতুগুলি পুনর্নির্মাণে বিলম্ব

ক্রমিক সংখ্যা	সেতুর নাম	দপ্তরের নাম	পরামর্শদাতার মন্তব্য	বর্তমান অবস্থা
1	বারাদিঘি-নাগরকাটা সড়কের কিমিতে মূর্তি সেতু	10.00	বিকল্প সেতুর সুপারিশ করা হয়েছিল	সেতু নির্মাণাধীন
2	কুজি ডায়ানা সেতু		নতুন দুই লেনের আর সি সি সেতু নির্মাণের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়েছিল	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
3	তিস্তা মহানন্দা লিঙ্ক আয়ারি থেকে সাহুদাসি রোডের পঞ্চম কিমিতে		বিকল্প সেতুর সুপারিশ করা হয়েছিল	সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে
4	তিস্তা ব্রিজ লিংক ক্যানাল গোরামোর রোড		বিকল্প সেতুর সুপারিশ করা হয়েছিল	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি
5	জার্দা নদীর ওপর জলপেশ সেতু		পুনর্নির্মাণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে	সেতু নির্মাণাধীন
6	তেতুলতলা সেতু		বিকল্প নতুন সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
7	মেখলিগঞ্জ সেতু		পুনর্নির্মাণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে	সেতু নির্মাণাধীন
8	গেরিয়া ব্রিজ সেতু		সেতু নির্মাণের জন্য সেতুর বিকল্প আদর্শ রূপ বিবেচনা করতে হবে	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
9	বুড়ি সেতু		নির্মাণের জন্য বিকল্প আদর্শ সেতু বিবেচনা করা যেতে পারে	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি
10	বেলতলী সেতু		একটি আদর্শ বিকল্প সেতু নির্মাণ	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
11	পুল বাজার সেতু		সেতু পরিবর্তনের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে	সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে
12	সিংলা বাজার সেতু		অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেতু প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি

ক্রমিক সংখ্যা	সেতুর নাম	দপ্তরের নাম	পরামর্শদাতার মন্তব্য	বর্তমান অবস্থা
13	শের জং থাপা সেতু	উত্তরবঙ্গ নির্মাণ, পি ডব্লিউ ডি	বিকল্প সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়	সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে
14	পাঙ্গা সেতু	জলপাইগুড়ি, পি ডব্লিউ ডি	সেতুটি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি
15	নূরপুর ব্যারেজ সেতু	মালদহ, পি ডব্লিউ ডি	এই সেতুর সমান্তরালে একটি নতুন সেতু পুনর্নির্মাণ	কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি
16	সামাদ সেতু	দক্ষিণ 24 পরগনা হাইওয়ে,	সেতু পুনর্নির্মাণের সুপারিশ করা হয়	জমি অধিগ্রহণ না করায় বাকি রয়েছে
17	গুজরপুর (বারোপোল) সেতু	হাওড়া হাইওয়ে	সেতুটি বর্তমান অবস্থায় পুনর্নির্মাণে পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লাগবে	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
18	গরুহাটা সেতু		সেতু পুনর্নির্মাণের সুপারিশ করা হয়	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
19	মুরগিয়া সেতু	নদিয়া হাইওয়ে	সেতু প্রতিস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়	জমি অধিগ্রহণ না করায় বাকি রয়েছে
20	সূর্যপুর সেতু	দক্ষিণ 24 পরগনা, পি ডব্লিউ ডি	সেতু প্রতিস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়	সেতু নির্মাণাধীন
21	উত্তরভাগ সেতু		সেতু প্রতিস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
22	সুখদেবমতী সেতু	বহরমপুর বিভাগ-II, পি ডব্লিউ ডি	শীঘ্রই সেতুটি প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হয়	সেতু নির্মাণাধীন
23	চম্পা খালের ওপর সেতু	মেদিনীপুর হাইওয়ে	সেতু প্রতিস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়	ডি পি আর প্রস্তুত/অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
24	পাঙ্গুদহা সেতু	আসানসোল, পি ডব্লিউ ডি	সেতুর অবস্থা ভালো না হওয়ায় স্ট্যাভার্ড কার্যেজওয়া সহ একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা দরকার	সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলছে

পারিশিষ্ট-4.3
(অনুচ্ছেদ 4.6.3.2 দ্রষ্টব্য)

জমি অধিগ্রহণের আগে প্রদান করা কাজের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সেতুর কাজের নাম দরপত্র নং	দরপত্রের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ওয়ার্ক অর্জনের তারিখ	সমাপ্তির সময়সূচী	কাজ শেষ হওয়ার প্রকৃত তারিখ	জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	31.03.2024 পর্যন্ত কাজ সমাপ্তিতে (মাস) বিলম্ব	ঠিকাদারকে শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের জন্য প্রদত্ত পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
1	বারাসাত হাইওয়ে-I	বাদুরিয়ার লক্ষ্মীনাথপুর ফেরিঘাটে ইচ্ছামতী নদীর ওপর সেতু	মূল কাজ -2,183.18 অবশিষ্ট কাজ- 3,487.25	17-02-2011	16-02-2014	28-06-2017 তারিখে সম্মানসূচক সমাপ্তি	নভেম্বর 2024 পর্যন্ত 165 মাস	121	2,366.09
				28-02-2024	27-02-2026	চলছে		-	277.93
2	বীরভূম হাইওয়ে-I	রায়পুর-বাবরাপাহাড়ী সড়কে 6.238 কিমিতে দ্বারকা ব্রিজ	1,374.72	28-12-2020	11-05-2022	চলছে	38 মাস (ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত)	22	2934.44
	বীরভূম হাইওয়ে-II	গোলাতে গ্রামের কাছে শাল নদীর উপর উচ্চ স্তরের সেতু	3,835.46	08-03-2019	30-07-2020	জমি এখনো অধিগ্রহণ করা হয়নি	60 মাস (ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত)	44	2197.29
3	হাওড়া, পি ডব্লিউ ডি	বি জি আর এস সড়কের 4.80 কিমিতে ব্রিজ	626.31	30-12-2021	30-06-2022	এখনো কাজ শুরু হয়নি। এখনও জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি	30 মাস (জুন 2024 পর্যন্ত)	21	29.28
4	বর্ধমান দক্ষিণ হাইওয়ে	সমসপুর-মুন্সিগঞ্জ সড়কে খাড়ি নদীর ওপর সেতু	1,878.36	01-08-2007	30-06-2011	07-07-2020	118 মাস	108	2,024.77
5	নদিয়া হাইওয়ে-I	বেথুয়াডহরি-আগরদ্বীপ ফেরিঘাট সড়কের পঞ্চম কিমিতে চেরিগঙ্গা নদীর উপর সেতু করিমপুরের ফজিলনগরে জলঙ্গী নদীর ওপর সেতু	1,350.53	20-04-2007	20-10-2010	30-11-2021	124 মাস	133	1,113.90
			7.36	19-01-2010	18-01-2012	এখনও শেষ হয়নি	179 মাস (সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত)	146	254.03
6	তিস্তা সেতু নির্মাণ	বাগডোগরা-ফুলকাডাবাড়ি সড়কের এক কিমিতে সানিয়াজান নদীর উপর সেতু মেখালীগঞ্জের ইমিগ্রেশন সড়কে কাংড়াতলীতে সানিয়াজান নদীর ওপর সেতু	1,287.75	26-02-2021	15-08-2023	জমি এখনো অধিগ্রহণ করা হয়নি	41 মাস (আগস্ট 2024 পর্যন্ত)	07	454.08
			1,162.26	15-02-2021	05-02-2023	জমি এখনো অধিগ্রহণ করা হয়নি	16 মাস (আগস্ট 2024 পর্যন্ত)	13	384.24
						মোট	16 থেকে 179	07 থেকে 146	7,613.85

পরিশিষ্ট-4.4

(অনুচ্ছেদ 4.6.3.5 দ্রষ্টব্য)

(ইম্পাওতের গুনমান যাচাই না করে ব্যবহৃত ইম্পাওতের পরিমান ও ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থের বিবরণ)

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সেতুর কাজের নাম	ব্যবহৃত ইম্পাওতের গুনমান (এম টি)	ইম্পাওতের জন্য ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	চালানগুলি নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছিল কিনা	প্রস্তুতকারকের শংসাপত্র নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছে কিনা	পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষায় কাছে জমা দেওয়া হয়েছে
1	বীরভূম হাইওয়ে ডিভিশন-I	নং -26এ/ই-তে আর ও বি এলসি গেট	1,570.623	957.92	হ্যাঁ	হ্যাঁ	জমা দেওয়া হয়নি
2		গুন্টিয়া ফেরিঘাটের কাছে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর সেতু	739.893	436.03	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
3		টি বি এইচ এম কে রাস্তার 21 কিমি এবং 23.80 কিমিতে দুই নং বক্স ব্রিজ	89.297	59.43	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
4	বীরভূম হাইওয়ে ডিভিশন-II	এ কে আর রোডের 14 কিমিতে কুইয়া নদীর উপর সেতু	2,718.924	1,675.46	হ্যাঁ	হ্যাঁ, আংশিক উৎপাদিত	জমা দেওয়া হয়নি
5	হাওড়া হাইওয়ে	এল সি 28 এর পরিবর্তে উলুবেరిয়ায় আর ও বি	1,815.964	1,337.57	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
6	আলিপুরদুয়ার হাইওয়ে	বুড়িতোলা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	416.387	297.86	হ্যাঁ	হ্যাঁ	জমা দেওয়া হয়নি
7		তিতি নদীর ওপর সেতু	226.350	163.02	না	না	ইম্পাওতের চালান নিরীক্ষার জন্য সরবরাহ করা হয়নি।
8		বানিয়া নদীর ওপর ব্রিজের অবশিষ্ট কাজ	32.432	28.44	না	না	ইম্পাওতের চালান নিরীক্ষার জন্য সরবরাহ করা হয়নি।
9	পুরুলিয়া হাইওয়ে	আদ্রা রেলওয়ে ইয়ার্ডে 283/37 কিমিতে আর ও বি নির্মাণ	819.663	698.61	হ্যাঁ	হ্যাঁ, আংশিকভাবে উৎপাদিত	জমা দেওয়া হয়নি
10	বর্ধমান দক্ষিণ হাইওয়ে	আর কে সি রোডে দুটি সেল বক্স কালভার্ট	76.648	32.50	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
11		কুলতি বকুলতলা সড়কে বক্স ব্রিজ	71.792	53.16	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
12		নিমতাল্লা বাজার থেকে বিদ্যানগর 5 নং আর সি সি কালভার্ট	34.156	20.28	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
13		বর্ধমান মেমারি সড়কে গাঁতীর ওপর ডি সি সি ক্যানাল সেতু পুনর্নির্মাণ	12.167	6.85	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সেতুর কাজের নাম	ব্যবহৃত ইম্পাউন্টের ওজনমান (এম ডি)	ইম্পাউন্টের জন্য প্রদত্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	চলানগুলি নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছিল কিনা	প্রস্তুতকারকের শংসাপত্র নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছে কিনা	পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষায় কাছে জমা দেওয়া হয়েছে
14	উত্তর দিনাজপুর হাইওয়ে	মহারাজহাট থেকে মহারাজহাট এইচ সি রোডের 1.0 কিমিতে কাঞ্চন নদীর উপর আর সি সি সেতু	311.664	228.04	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
15		বি আর জি এফ-এর অধীনে কালিয়াগঞ্জ-কুনোরহাট সড়কের 8.70 কিমিতে আর সি সি সেতু	118.190	88.82	হ্যাঁ	হ্যাঁ, আংশিক উৎপাদিত	তৃতীয় পক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি।
16		বৈসভি-সোলদিঘি সড়কের 2 কিমিতে বোরং নদীর উপর সংকীর্ণ দুর্বল সেতুর প্রতিস্থাপন	340.882	237.37	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
17		হেমতাবাদ বিষ্ণুপুর রোডে 15 কিমিতে আর সি সি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	27.530	15.64	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
18		জনতহাট ভুলকি রোডের 13 কিমিতে চ্যানেলের উপর আর সি সি বক্স ব্রিজ	80.740	61.77	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
19		চৌনগ্রা রাসাখাওয়া রোডে 8.0808 কিমি, 9.814 কিমিতে ক্যানেলের উপর আর সি সি সেতু	155.122	122.65	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
20	কোচবিহার হাইওয়ে	31 নম্বর জাতীয় সড়কের 789 কিলোমিটারে সাওয়াগিরি বাজার থেকে কালজানি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সড়কের 0.7 কিমিতে মারা নওতারা নদীর উপর আর সি সি সেতু	207.503	169.85	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
21	নদীয়া হাইওয়ে ডিভিশন-I	বেথুয়াডহরি অগ্রদ্বীপ ফেরিঘাট রোডের 5 কিমিতে চেরিগঙ্গা নদীর উপর সেতু	315.074	214.01	হ্যাঁ	হ্যাঁ, আংশিক উৎপাদিত	জমা দেওয়া হয়নি
22	নদীয়া হাইওয়ে ডিভিশন-II	মুরাগাছা কল্যাণী রোড আই/সি ওয়ান ব্রিজের প্রশস্তকরণ ও সুদৃঢ়করণ	523.553	961.09	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
23		মুরগাচা কল্যাণী রোডে 0.00 কিমিতে আই/সি ওয়ান বক্স ব্রিজ	640.827	310.20	হ্যাঁ	না	এপ্রিল 2019 এ আই অ্যান্ড ড্রিনিউ ডি থেকে কেবল একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল।
24		বালিয়া রসুলপুর সড়ক (0.00 থেকে 13.60 কিমি) বক্স কালভার্ট সহ প্রশস্তকরণ এবং সুদৃঢ়করণের কাজ	117.589	86.86	হ্যাঁ	না	জুলাই 2020-এ কেবল একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। ইম্পাউন্ট সেপ্টেম্বর 2019 এবং অক্টোবর 2020 সময়ের জন্য কেনা হয়েছিল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সেতুর কাজের নাম	ব্যবহৃত ইম্পোতের গুনমান (এম টি)	ইম্পোতের জন্য ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	চালানগুলি নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছিল কিনা	প্রস্তুতকারকের শংসাপত্র নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছে কিনা	পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষায় কাছে জমা দেওয়া হয়েছে
25		রানাঘাট মোর থেকে ভাগীরথী শিলপসরম সড়কে, 5 টি সেল বক্স কালভার্ট নির্মাণ	159.729	113.13	হ্যাঁ	না	ইম্পোত কেনার মাধ্যমে মে 2022-এ মাত্র একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারী 2021 থেকে মার্চ 2022 সময়কালে।
26		এন এইচ 34 থেকে তারাপুর বালাঘাট রোড 0.00 কিমি থেকে 7.43 কিমিতে বক্স কালভার্ট সহ	37.236	16.96	হ্যাঁ	না	টিএমটি বারের (12 মিমি) এসএআইএল ব্র্যান্ডের জন্য ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়েছে। চালানগুলি ব্র্যান্ডেড টিএমটি বারের ছিল।
27		বক্স ব্রিজ নির্মাণ সহ দক্ষিণ বেলেপাড়া থেকে বাদকুল্লা সড়ক প্রশস্তকরণ ও সুদৃঢ়করণের কাজ	52.329	35.96	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
28	পুরুলিয়া, পূর্ব দপ্তর	কাঞ্চনপুর-উদয়পুর-সাইদুরপুর-পাহাড়গোরা রোডের 13.20 কিমিতে হরাই প্রাচীরের আর সি সি সেতু পুনর্নির্মাণ	35.465	20.05	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
29		রঘুনাথপুর চন্দনকিয়ারি চ্যাস রোডের 24.85 কিমিতে বেহাল সেতুটির মেরামত ও পুনর্বাসন	43.655	26.93	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
30		পুরুলিয়া - রাঁচি রোডের 57 তম কিলোমিটারে তুলিনে সুবর্ণরেখা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	782.449	516.70	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
31		এসটিপিডি রোডের 4 তম কিমি (তিলুরি অংশ) দুর্দশাগ্রস্ত সেতুটির মেরামত ও পুনর্নির্মাণ	6.565	4.84	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	সেতুর কাজের নাম	ব্যবহৃত ইম্পোতের গুনমান (এম টি)	ইম্পোতের জন্য ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	চলানগুলি নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছিল কিনা	প্রস্তুতকারকের শংসাপত্র নিরীক্ষার জন্য পেশ করা হয়েছে কিনা	পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষায় কাছে জমা দেওয়া হয়েছে
32	কোচবিহার, পি ডব্লিউ ডি	জিকাবাড়ি সেতু থেকে কাওয়ারঘাট সড়কের যাত্রার মান উন্নয়ন	12.160	6.88	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
33		কোচবিহার-দিনহাটা রোডের 10 কিমিতে ঘেগিরঘাট ব্রিজের পুনর্নির্মাণ	8.140	5.94	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
34		কোচবিহার-দিনহাটা রোডের 5 কিমিতে তোরসা উপর তোরসা সেতুর পুনর্নির্মাণ	3.790	2.48	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
35		আতিয়াবাড়ি-ফকিরতাকিয়া রোডের 15 কিমি এবং 11 কিমিতে 3 সেল 3 মি X 3 মি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট প্রতিস্থাপন	16.160	8.26	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
36		ঘুতোমারা সেতু এবং জিগন্তলা ঘাট সেতু	21.246	17.25	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
37	নদিয়া, পি ডব্লিউ ডি	নাটুয়া মোড় থেকে বাথান পাতা পর্যন্ত 1.00 কিমিতে করিমপুর টাউন বাই পাস রোড	247.105	167.03	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
38		কে এন এন রোড, এম এন এন রোড এবং কে এন এন থেকে ধোঁরাদাহা রোড পর্যন্ত 6 টি সেতু এবং কালভার্টের পুনর্নির্মাণ এবং সুদৃঢ়করণ	0.955	0.74	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
39		কে কে জে রোড, কে এন এন রোড, কে এন এন থেকে ধোঁরাদাহা রোড এবং ক্রিমপুর-শিকারপুর রোড মহিষবাথান-মুরুটিয়া রোডের উপর অবস্থিত মোট 11 নং ব্রিজ এবং 04 নং কালভার্টের পুনর্নির্মাণ ও সুদৃঢ়করণ	3.684	2.11	হ্যাঁ	না	জমা দেওয়া হয়নি
		মোট	12,893.638	9,208.69			

পরিশিষ্ট-4.5

(অনুচ্ছেদ 4.9 দ্রষ্টব্য)

রাস্তার অংশ ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি

ক্রমিক সংখ্যা	অবস্থান (অংশ) কিমিতে		দৈর্ঘ্য (মি)	পাশ	ক্ষতির ধরন
	থেকে	পর্যন্ত			
1.	0.400		120	উভয়ই	দু'পাশের কালভার্টের প্রাচীরের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
2.	0.940	1.100	160	বামদিকে	ভাঙনের কারণে বাম দিকের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত
3.	1.200	1.270	70	উভয়ই	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
4.	2.100	2.275	175	উভয়ই	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
5.	2.950	3.150	200	উভয়ই	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
6.	3.250	3.350	100	উভয়ই	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
7.	4.400	4.510	110	উভয়ই	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
8.	14.350	14.460	110	বামদিকে	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
9.	16.200	16.300	100	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
10.	16.400	16.550	150	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
11.	16.700	16.820	120	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
12.	17.050	17.180	130	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
13.	17.200	17.300	100	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
14.	17.463	17.600	137	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
15.	17.800	17.900	100	ডানদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
16.	18.420	18.500	80	বামদিকে	বাঁধের ভিত্তির ব্যর্থতা
17.	18.750	18.880	50	বামদিকে	ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ
18.	20.900	20.950	50	বামদিকে	বাঁধের ঢাল ব্যর্থতা
মোট দৈর্ঘ্য			2,062		

পরিশিষ্ট-4.6

(অনুচ্ছেদ 4.11-ক দ্রষ্টব্য)

পরিহারযোগ্য ব্যয়ের হিসাব

সুদৃঢ়করণ অংশে অতিরিক্ত সম্পাদিত পরিমাণ (ঘন মিটারে)	হার (টাকায়/ঘন মিটারে)	অতিরিক্ত ব্যয় (টাকায়)
1	2	3 = 1 x 2
2,970 {9,000 x 5.5 x (0.100-0.040#)}	2,666.32 (জি এস টি ও সেস সহ)	79,18,970.40
চুক্তির শতাংশের পরে পরিহারযোগ্য ব্যয় (7.70% কম)		73,09,209.68

পরিশিষ্ট-4.7

(অনুচ্ছেদ 4.11-খ দ্রষ্টব্য)

পরিহারযোগ্য ব্যয়ের হিসাব

সুদৃঢ়করণ অংশে অতিরিক্ত সম্পাদিত পরিমাণ (ঘন মিটারে)	হার (টাকায়/ঘন মিটারে)	অতিরিক্ত ব্যয় (টাকায়)
1	2	3 = 1 x 2
3,481.54\$	2,204.50	76,75,054.93
12% জি এস টি যোগকরে		9,21,006.59
1% সেস যোগকরে		85,960.62
মোট		86,82,022.14
চুক্তির শতাংশের পরে পরিহারযোগ্য ব্যয় (2.20% কম)		84,91,017.65

\$ {5,500 x 5.5 x (0.175 - 0.075)} + {(7,344.60 - 5,500) x 5.5 x (0.175-0.090##-0.040#)}

বিদ্যমান বিটুমিনাস স্তরগুলি তোলার সময় সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য বিদ্যমান নন-বিটুমিনাস স্তরটি 40 মিমি ডব্লিউ এম এম অনুমোদন করা হয়।

ডব্লিউ এম এম-এর প্রয়োজনীয়তা = প্রবিধান অনুযায়ী আবশ্যিক - বিদ্যমান বেধ (535 মিমি-445 মিমি) = 90 মিমি

শব্দকোষের সংক্ষিপ্তরূপ

শব্দকোষের সংক্ষিপ্তরূপ

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণশব্দ
এ এ আই	ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
এ বি এ এইচ সি	অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র
এ ডি এ সি	প্রাণী উন্নয়ন সহায়তা কেন্দ্র
এ ডি এম	অতিরিক্ত জেলা শাসক
এ জি	অ্যাডভোকেট জেনারেল
এ আর এন্ড এ এইচ	প্রাণী সম্পদ এবং প্রাণী স্বাস্থ্য
এ আর ডি	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন
এ আর ডি ডি	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর
বি এ এইচ সি	ব্লক পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র
বি বি এফ	ব্রয়লার প্রজনন খামার
বি সি	বিটুমিনাস কংক্রিট
বি সি কে ভি	বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
বি ই এন এফ ই ডি	ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড
বি এল ডি ও	ব্লক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিক
বি এম এফ	বুল মাদার ফার্ম
সি বি আর	ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং অনুপাত
সি পি সি বি	কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
সি আর আই এফ	কেন্দ্রীয় সড়ক পরিকাঠামো তহবিল
সি আর জেড	উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল
সি ভি পি ডি	বাণিজ্যিক যানবাহন প্রতিদিন
সি ডব্লিউ সি	সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন
সি জেড এম পি	উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ডি বি এম	ডেনস বিটুমিনাস ম্যাকাডাম
ডি সি পি	বিকেন্দ্রীভূত সংগ্রহ
ডি ডি এ আর ডি	পশুসম্পদ উন্নয়ন উপ-পরিচালক
ডি এফ ও	বিভাগীয় বন কার্যালয়
ডি আই	রোগ তদন্ত
ডি আই সি ও	জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা
ডি আই এল	রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার
ডি এল পি	ক্রটি দায়বদ্ধতা সময়কাল
ডি এম	জেলা শাসক
ডি ও সি	একদিন বয়সি ছানা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণশব্দ
ডি ও এফ	বন দপ্তর
ডি ও টি	পর্যটন দপ্তর
ডি পি আর	বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন
ডি এস ডি এ	দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ডি টি ডি সি	জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি
ই ও আই	ইচ্ছাপত্র
ই পি সি	ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন
এফ সি আই	ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
এফ এম টি টি আই	ফার্ম মেশিনারি ট্রেনিং অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট
এফ এস বি এস	হিমায়িত বীর্ষ বুল স্টেশন
এফ এস এম এস	খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
এফ এস এস এ আই	খাদ্য সুরক্ষা অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
এফ টি সি সি	লোক ও উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
জি এ পি	ভালো কৃষি পদ্ধতি
জি বি ডি এ	গঙ্গাসাগর বকখালী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
জি এল পি	ভাল পরীক্ষাগার অনুশীলন
জি ও আই	ভারত সরকার
জি ও ডব্লিউ বি	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জি ভি এ	মোট মূল্য সংযোজন
এইচ এ সি সি পি	হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট
এইচ এম পি	হরিণঘাটা মাংস কেন্দ্র
এইচ এস ইউ	হোমস্টে ইউনিট
এইচ টি এল	সর্বোচ্চ জলসীমা
আই এন্ড ডব্লিউ ডি	সেচ ও জলপথ দপ্তর
আই সি এ ডি	তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর
আই সি জেড এম	সুসংহত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা
আই আই ই এস টি	ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
আই আর সি	ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস
জে পি ভি	যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শন
এল ডি এ	প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন সহকারী
এল এইচ অ্যান্ড ডি সি	গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ
এল টি এল	সর্বনিম্ন জলসীমা
এল ইউ ডি সি পি	ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
এল ইউ এম আর	ভূমি ব্যবহার মানচিত্র রেজিস্টার

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণশব্দ
এম এল ডি	প্রতিদিন মিলিয়ন লিটার
এম ও ই এফ এন্ড সি সি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক
এম ও এফ এ এইচ এন্ড ডি	মৎস্য, পশুপালন এবং দুগ্ধশিল্প মন্ত্রক
এম ও আর এন্ড টি এইচ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক
এম ও ইউ	সমঝোতাপত্র
এম পি সি সি	বহুমুখী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
এম ভি সি	ড্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ক্লিনিক
এম ভি ইউ	ড্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ইউনিট
এন এ বি এ আর ডি	কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
এন এ বি এল	ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি
এন ডি টি	অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা
এন জি টি	ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনালা
ও টি	অপারেশন থিয়েটার
পি বি জি এস বি এস	পশ্চিম বঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা
পি সি সি	প্রকল্প ছাড়পত্র কমিটি
পি ডি আই এল	পোল্ডি রোগ তদন্ত পরীক্ষাগার
পি ই জি	বেসরকারি উদ্যোক্তাদের গ্যারান্টি
পি এইচ ই ডি	জনস্বাস্থ্য কারিগরি অধিকার
পি আই	প্রধান তদন্তকারী
পি আই এ	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা
পি ও	পরিষদ আধিকারিক
পি পি পি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ
পি ডব্লিউ ডি	পূর্ত দপ্তর
পি ডব্লিউ আর ডি	পূর্ত (সড়ক) অধিকার
পি ডব্লিউ এস এস	নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প
আর আই ডি এফ	গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল
আর কে ভি ওয়াই	রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা
আর ও বি	রেলওয়ে ওভারব্রিজ
এস এ এইচ সি	রাজ্য পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র
এস এ এম	স্ট্রেস অ্যাবজর্বিং মেমব্রেন
এস এ এম আই	স্ট্রেস অ্যাবজর্বিং মেমব্রেন ইন্টারলোয়ার
এস বি আর	সুন্দরবন বায়োফিয়ার রিজার্ভ
এস ডি জি	দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য
এস ডি এস	রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণশব্দ
এস ই	অধীক্ষক বাস্তবকার
এস ও পি	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর
এস ও আর	দর তালিকা
এস পি এফ	রাজ্য পোল্ট্রি ফার্ম
এস পি এস সি	স্পেশাল প্রজেক্ট স্কিনিং কমিটি
এস এস সি এ	বিষয় ভিত্তিক মান্যতা নিরীক্ষা
এস টি আর	সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র
এস ডব্লিউ সি	স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন
টি এস এস	মোট সাসপেন্ডেড সলিডস
ইউ ডি এন্ড এম এ ডি	নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর
ইউ এস জি	আল্ট্রা সোনোগ্রাফি
ভি ও	ভেটেরিনারি অফিসার
ভি আর আই	পশুচিকিৎসা গবেষণা এবং তদন্ত
ভি আর আই এল	পশুচিকিৎসা গবেষণা ও তদন্ত পরীক্ষাগার
ডব্লিউ বি ই সি এস সি এল	পশ্চিমবঙ্গ অত্যাৱশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ নিগম লিমিটেড
ডব্লিউ বি এফ আর	পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়মাবলী
ডব্লিউ বি এল ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড
ডব্লিউ বি পি সি বি	পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ
ডব্লিউ বি এস ই ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড
ডব্লিউ বি এস টি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
ডব্লিউ বি টি সি পি এ	পশ্চিমবঙ্গ নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন আইন
ডব্লিউ বি টি ডি সি এল	পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড
ডব্লিউ বি ডব্লিউ ডি সি এল	ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্টল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
ডব্লিউ এম এম	ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম